প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এসেটস্
(REOPA)

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন-২০১৬

“রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এসেটস্ (REOPA)” প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

পিএমআইডি পরামর্শকবৃন্দ

প্রফেসর ডঃ মোঃ গোলাম মর্তূজা
টীম লিডার

জনাব রফিকুল ইসলাম খান
সমাজবিজ্ঞানী

জনাব সৈয়দ নেছার আহম্মেদ
প্রকৌশলী

জনাব খন্দকার মাঈন উদ্দিন
পরিসংখ্যানবিদ

জনাব এস এম রাজু জবেদ
সমীক্ষা সমন্বয়কারী

আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দ

জনাব খন্দকার আহসান হোসেন
মহাপরিচালক

জনাব আল মামুন
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)

জনাব মোঃ আজগর আলী
সহকারী পরিচালক

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

জুন-২০১৬

PMID পার্টিসিপেটরি ম্যানেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট
১/১১, ইকবাল রোড (২য় বিল্ডিং, নীচতলা) ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোনঃ + ৮৮০ ২ ৯১৩২৫৬২, ৯১৩২৩১৮, +৮৮০ ১৭১১ ৭৩১২১৬
ইমেইলঃ info@pmidbd.com; pmidbd@yahoo.com
ওয়েবসাইটঃ www.pmidbd.com

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i-iii
অধ্যায় ১ঃ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি ও নমুনা ডিজাইন	**১**
১.০১ ভূমিকা	১
১.০২ প্রকল্পের নাম	১
১.০৩ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	১
১.০৪ বাস্তবায়নকারী সংস্থা	১
১.০৫ প্রকল্পের পটভূমি	১
১.০৬ প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা	২
১.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.০৮ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	২
১.০৯ প্রকল্প বাজেট	২
১.১০ প্রকল্পের প্রধান উপাদানসমূহ	৩
১.১১ প্রকল্প এলাকা	৩
১.১২ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য	৪
১.১৩ কর্ম পদ্ধতি (Methodology)	৫
অধ্যায় ২ঃ ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিচ্যুতি এবং কারণসমূহ	**৮**
অধ্যায় ৩ঃ প্রকল্পের উপাদানসমূহের বিদ্যমান অবস্থা ও ফলাফল যাচাই	**১৯**
অধ্যায় ৪ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পের প্রভাব	**২৮**
অধ্যায় ৫ঃ উপকারভোগী নারীদের ক্ষমতায়ন	**৩৫**
অধ্যায় ৬ঃ SWOT বিশ্লেষণ	**৩৮**
অধ্যায় ৭ ঃ সার্বিক পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং উপসংহার	**৩৯**
৭.১ সার্বিক পর্যালোচনা	৩৯
৭.২ সুপারিশসমূহ	৪০
৭.৩ উপসংহার	৪১
কেস স্টাডি	**৪২**
রিওপা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার স্থানীয় পর্যায়ে (নরসিংদী) কর্মশালা হতে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী	**৪৬**
পরিশিষ্ট-১ (সারণি)	**৫০**
পরিশিষ্ট-২ (প্রশ্নপ্রত্র ও গাইডলাইন)	**৫৭**

Acronyms

REOPA	:	Rural Employment Opportunities for Public Assets
CIDA	:	Canadian International Development Agency
CST	:	Capacity Strengthening Team
DC	:	Deputy Commissioner
DDLG	:	Deputy Director of Local Government
DPP	:	Development Project Proposal
EC	:	European Commission
EU	:	European Union
FFW	:	Food for Work
FGD	:	Focus Group Discussion
HH	:	Household
IPM	:	Integrated Pest Management
KII	:	Key Informant Interview
LGSP	:	Local Government Support Project
LIC	:	Learning and Innovation Component
MDG	:	Millennium Development Goals
MoU	:	Memorandum of Understanding
NGO	:	Non-Government Organization
PCR	:	Project Completion Report
PIO	:	Project Implementation Officer
PMC	:	Project Management Committee
PPA	:	Public Procurement Act
PPR	:	Public Procurement Rules
PRSP	:	Poverty Reduction Strategy Papers
PTF	:	Project Task Force
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
RMP	:	Rural Maintenance Programme
SDG	:	Sustainable Development Goals
SIC	:	Scheme Implementation Committee
SIDA	:	Swedish International Development Cooperation Agency
SLGDFP	:	Sirajganj Local Governance Development Fund Project
SWAPNO	:	Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities
UNCDF	:	United Nations Capital Development Fund
UNDP	:	United Nations Development Programme
UNO	:	Upazila Nirbahi Officer
UP	:	Union Parishad
VGD	:	Vulnerable Group Development
VGF	:	Vulnerable Group Feeding

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এসেটস্ (রিওপা) প্রকল্প সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি অন্যতম প্রকল্প। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশের ৬ টি বিভাগের ৬ টি জেলার ৩৮৮ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ বাংলাদেশের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলোঃ প্রত্যেক উপকারভোগীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি ও টেকসই করা এবং দারিদ্র্য-বান্ধব বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের বিশেষতঃ দরিদ্রদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থার উন্নতি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রধান ৩টি উপাদান হলো-(১) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণঃ বছরব্যাপী দরিদ্র, অবহেলিত এবং অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি; (২) থোক বরাদ্দের মাধ্যমে জনসম্পদ সৃষ্টি ও পুনর্বাসনঃ দরিদ্র খন্ডকালীন শ্রমিকদের জন্য মৌসুমি কর্মসংস্থান সৃষ্টি; (৩) থোক বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক সেবা (প্রশিক্ষণ) প্রদান। রিওপা প্রকল্প জিওবি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি'র অর্থায়নে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ছিল জুলাই ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ এবং ব্যয় ছিল ২৮৫২২.৩৩ লক্ষ টাকা।

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ধরন অনুযায়ী মূল্যায়নটি হয়েছে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় প্রকৃতির। ৮৪০ জন উপকারভোগীর মধ্যে খানা জরিপ পরিচালিত হয়েছে। গুণগত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল - প্রতিবেদন পর্যালোচনা, নিবিড় আলোচনা (Key Informant Interview), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD), পর্যবেক্ষণ, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা এবং SWOT Analysis।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ দরিদ্র, অবহেলিত ও অসহায় ২৪,৪৪৪ জন (প্রতি ইউনিয়নে ৬৩ জন) মহিলাদের ২ বছর মেয়াদী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে, তাদের মাধ্যমে বছরব্যাপী কাঁচা রাস্তা (৩০ কিঃ মিঃ প্রতি ইউনিয়ন) সংস্কার করে এবং তাঁদেরকে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, দল গঠন, প্রাথমিক হিসাব সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি চাহিদা, নারী উন্নয়ন ও অধিকার, দুর্যোগ মোকাবেলা, আয়বর্ধক কার্যক্রমের চাহিদা নিরূপণ এবং আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাদের দৈনিক বেতন ছিল ১২০ টাকা যার মধ্যে নগদে পেতেন ৯০ টাকা এবং ৩০ টাকা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে তাদের প্রত্যেকের নামে তফশিলী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখা হত, যা তারা বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ব্যয় করেছেন।

কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে দরিদ্র অবহেলিত ও অসহায় উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী প্রধান পরিবারের বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা বা স্বামী কর্ম অক্ষম এবং বয়স ১৮-৪৫ বছর প্রভৃতি শর্ত সমূহের মধ্যে বয়সের ক্ষেত্রে ৪.৮ শতাংশ উপকারভোগী ছিল ৪৫ বছরের উপরে। তাছাড়া উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোট দেবার প্রতিশ্রুতি, প্রভাবশালীর সুপারিশ এবং জনপ্রতিনিধির আত্মীয় হিসাবে অনেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এ কার্যক্রমে প্রতি ইউনিয়নে প্রথম চক্রের ৩০ জন এবং দ্বিতীয় চক্রের ৩৩ জন মহিলা কর্মী মোট ৬৩ জন কর্মী ১০ মাস এক সাথে কাজ করেছেন। ফলশ্রুতিতে ১০ মাস সকল ইউনিয়নে সকলের জন্য কাজের পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল না। কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ এবং সহযোগী সংস্থা থেকে আয়বর্ধক কার্যক্রমে কার্যকরী ফলোআপের অভাব, পুঁজির স্বল্পতা এবং বাজারজাতকরণে সহায়তার অভাব, সঞ্চয়ের টাকা সংসারের অন্য কাজে ব্যয়ের ফলে ৪৬ শতাংশ উপকারভোগী আয়বর্ধক কর্মকান্ড নিয়মিত করতে পারেননি।

থোক বরাদ্দের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনসম্পদ সংরক্ষণ কার্যক্রমে কর্মহীন মৌসুমে ২৩৫৩ টি স্কীমের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ ৯৮,০০০ জন নারী-পুরুষের জন্য কর্মহীন মৌসুমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্কীমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজারের মাঠে মাটি

ভরাটসহ সংযোগ রাস্তা তৈরি, পুকুর, খাল সংস্কার করা হয়। স্কীমে কর্মরত দরিদ্র নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক ১২০ টাকা হারে মজুরি দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে ৮৩.০২ লক্ষ টাকা ইউনিয়ন পরিষদ সময়মত স্কীম দাখিল করতে না পারার জন্য খরচ করতে পারেননি।

থোক বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক সেবা (প্রশিক্ষণ) প্রদান কার্যক্রমে ৮৮৩টি স্কীমের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ ৭৮,৫০০ জন নারী ও পুরুষকে সেলাই, হস্ত শিল্প, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, মৎস্য চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সবজি চাষ, কম্পোষ্ট সার, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন অপারেশন, ধাত্রীবিদ্যা, স্বাস্থ্য সেবা/পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া পরিবেশ বান্ধব, "সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম),কৃষক মাঠ দিবস, ভার্মী (কেঁচো) কম্পোষ্ট, উন্নত চুলা ও আর্সেনিকমুক্ত ফিল্টার" প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের ফলাফল এবং প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের খানার মাসিক আয় বর্তমানে ৫৪৫০ টাকা যা বেইজলাইনে ছিল ১৯৯৪ টাকা এবং ব্যয় ৫১২৭ টাকা যা বেইজলাইনে ছিল ১৬৯৪ টাকা। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ উপকারভোগীরা ২ বছরের কাজের মেয়াদ শেষে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও প্রকল্প থেকে বোনাসসহ এককালীন ১ম চক্রের কর্মীরা ২৫৫০০ টাকা এবং ২য় চক্রের কর্মীরা ২৮৫০০.০০ টাকা পেয়েছেন। উপকারভোগীদের প্রাপ্ত টাকার ব্যবহার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২৩.৯ শতাংশ অর্থ আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে এবং ৭৬.১ শতাংশ অর্থ সাংসারিক অন্যান্য খাতে ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে ৩৭.৩ শতাংশ আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক পেশার সাথে জড়িত যা বেইজলাইনে ছিল ১৬.০ শতাংশ। উপকারভোগীদের আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও পারিবারিক সম্পদ তুলনামূলকভাবে বেইজলাইনের তুলনায় বেড়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের দারিদ্র্য বান্ধব বিনিয়োগের ফলে প্রকল্প এলাকায় দুস্থ নারীর দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা সংস্কারের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি পণ্য পরিবহণ, স্কুল, বাজার ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। স্কুল, বাজারে মাটি ভরাটের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠির দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে পরিবারে স্কুলগামী সদস্য, নিরাপদ খাবার পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবহার বেইজলাইনের তুলনায় বেড়েছে। উপকারভোগীদের রেজিস্টার্ড চিকিৎসক থেকে সেবা গ্রহণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতায় ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

প্রকল্পের ৯৬ শতাংশ উপকারভোগী নারীরা এখন বিভিন্ন কাজে বাজারে যায়, যা বেইজলাইনকালীন ছিল ৬৬ শতাংশ। ৭৪.১ শতাংশ উপকারভোগী নারী এখন স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে যা বেইজলাইনকালীন ছিল ৪৬.৭ শতাংশ। উপকারভোগী নারীর ৪৩ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদে, ৪০.৪ শতাংশ এনজিওতে এবং ২২.৭ শতাংশ ব্যাংকে বিভিন্ন কর্মসূচি ও সেবা গ্রহণের জন্য যাতায়াত করেন। বর্তমানে ৮৯.৯ শতাংশ উপকারভোগী নিজস্ব আয় নিয়ন্ত্রণ করে যা বেইজলাইনকালীন ছিল ৬৯.৪ শতাংশ। বর্তমান যথাক্রমে ৭৫.৪ ও ৬৩.৪ শতাংশ উপকারভোগী নারী পারিবারিক আয় ও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। বেইজলাইন এবং প্রভাব মূল্যায়ন উভয় ক্ষেত্রেই নিজস্ব এবং পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রের ইতিবাচক চিত্র পরিলক্ষিত হয়, মূলত তার কারণ হলো উপকারভোগী মহিলারা সকলেই নারীপ্রধান পরিবার থেকে আগত।

প্রকল্প না থাকার ফলে সৃষ্ট ঝুঁকির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কর্ম এলাকায় দুস্থ নারীদের যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা এখন হ্রাস পেয়েছে এবং এলাকায় আরো যে দুস্থ নারী ছিলেন তাঁরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এছাড়া রিওপা কর্মী থাকার সময় মাটি সংক্রান্ত সংস্কার/মেরামতের প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত তা এখন সম্ভব হয় না, ফলে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনসম্পদ পূর্বের তুলনায় সংস্কার কম হচ্ছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুস্থ বিশেষত নারীদের জন্য যে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসমূহ হাতে নেয়া হয়েছে তা কারিগরি সহায়তা, তদারকি ও ফলো-আপের অভাবে বেশিরভাগ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রকল্পের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে জনসম্পদ সংস্কার কাজে কর্মহীন মৌসুমে দুস্থ নারী- পুরুষের খন্ডকালীন যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা কমে যাওয়ায় অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে চাঁপ বেড়েছে।

প্রকল্পের কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে “রিওপা কর্মীদের” আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থার কর্মীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি ছিল। যে কারণে অনেকক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কার্যকরী হয়নি। প্রকল্পের মৌলিক সেবা উপাদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য যে বিষয়বস্তু এবং প্রশিক্ষণার্থী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে তার যথাযথ চাহিদা নিরূপণ করা হয়নি। ফলে অনেক প্রশিক্ষণ কার্যকরী হয়নি।

রিওপা প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, সহযোগীর সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মীর উপর অধিক নির্ভরশীল ছিল। উল্লেখ্য যে, মাঠ পর্যায়ে “কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম” তদারকির জন্য কোন বরাদ্দ ছিল না তবে, থোক বরাদ্দের জন্য স্কীম হতে ১৫ শতাংশ প্রশাসনিক ব্যয়ের ব্যবস্থা থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদ তা যথাযথভাবে প্রকল্প কমিটির সদস্যদের প্রদান করেনি। উপকারভোগীদের সাথে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কার্যকরী সংযোগ, মার্কেট লিংকেজ ও সমন্বয় সাধন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উপকারভোগীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম দীর্ঘায়িত হয়নি এবং তাদের কেঁচো কম্পোষ্ট সার প্রকল্প স্থায়িত্ব লাভ করেনি।

রিওপা প্রকল্পের ‘‘রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ উপাদানটি” দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকরী কর্মসূচি বিধায় অন্যান্য দরিদ্রপ্রবণ জেলায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। উপকারভোগীদের বেতন এবং কর্মসংস্থানের মেয়াদ কম হওয়ার ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি কম সৃষ্টি হয়েছে অতএব বাজারদর অনুযায়ী বেতন-ভাতা এবং কর্মসংস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উপকারভোগী নারীদের একটি বড় অংশ বর্তমানে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে জড়িত নয়, সেক্ষেত্রে রিওপা উপকারভোগীদের সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা যেতে পারে। ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ এবং প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, স্কীমসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদ বছরের শুরুতে ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে দুস্থদের তালিকা প্রস্তুত করতে পারে এবং পরবর্তীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তাদেরকে সেবার আওতায় আনা যেতে পারে। আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন জেলা-উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া যেতে পারে এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড টেকসই করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য যৌথ এ্যাকশন প্ল্যান করা যেতে পারে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের জন্য তদারকি ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ক্রস ভিজিট, ফলো-আপ প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এ জাতীয় প্রকল্পে ইউনিয়ন পর্যায়ের Exit প্লান ও দায়িত্ব হস্তান্তর সুচারুরূপে নির্দিষ্ট করে “ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনায়” তা অন্তর্ভুক্ত করা এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন ও উপজেলা সমন্বয় সভায় তা নিয়মিত ফলো-আপ করা সম্ভব হয় ।

অধ্যায়-১

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি ও নমুনা ডিজাইন

অধ্যায়-১
প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি ও নমুনা ডিজাইন

১.০১ ভূমিকা

বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ; জনগণের মাথাপিছু আয় ১৩১৪ মার্কিন ডলার (মাথাপিছু আয় সম্প্রতি ১৪৬৬ মার্কিন ডলার বলে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, সূত্রঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)। গ্রামপ্রধান অর্থনীতির এদেশের অধিকাংশ জনগণ পল্লী এলাকায় বসবাস করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং জীবনযাত্রার আধুনিকায়নের টানে মানুষের দ্রুত শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। সংবিধান অনুসারে নাগরিকদের মৌলিক খাদ্য চাহিদা পূরণে সরকারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে লক্ষ্যে ২০০০ সালে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি শুরু করে ২০০৬ সালে একটি খাদ্য নীতি প্রণয়ন করা হয় যার লক্ষ্য ছিল দেশের সকল মানুষের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সার্বক্ষণিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এরই ধারাবাহিকতায় ''সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র" আওতায় প্রান্তিক গরীব, নারী ও শিশুসহ দুস্থ মানুষদের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে একাধিক খাদ্য সরবরাহ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যা ইতোমধ্যেই সামাজিক পর্যায়ে ফলপ্রসূ ও ইতিবাচক কর্মসূচি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। উপরন্তু বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য সমতাভিত্তিক জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও মানবিক উন্নয়নের মধ্যে পরিপূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখার উপরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

রিওপা প্রকল্প সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি অন্যতম প্রকল্প। RMP এবং সিরাজগঞ্জ লোকাল গভর্ন্যান্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রজেক্ট (SLGDFP) - নামে পূর্বে বাস্তবায়িত দু'টো প্রকল্পের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম নেয়া হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বান্ধব বিনিয়োগের মাধ্যমে দুস্থ বিশেষতঃ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন সাধন করা। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দেশের ৬ টি বিভাগের ৬ টি জেলার ৩৮৮ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

১.০২ প্রকল্পের নামঃ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এসেটস্ (REOPA) প্রকল্প

১.০৩ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.০৪ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.০৫ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান কমিশন ও সিডা'র যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত রুরাল মেইনটিন্যান্স প্রোগ্রাম (RMP) এবং বাংলাদেশ সরকার, ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (UNCDF) ও

ইউএনডিপি'র যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত সিরাজগঞ্জ লোকাল গভর্ন্যান্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রজেক্ট (SLGDFP) - পূর্বে বাস্তবায়িত এ দু'টো প্রকল্পের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে REOPA বাস্তবায়ন করা হয়। গ্রামীণ গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা রাস্তা বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম- কর্মসংস্থান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বনির্ভর হিসাবে গড়ে তোলা এবং পল্লী অঞ্চলে যেসব ঋতুতে কাজ থাকে না সেসময়ে ভূমিহীন দরিদ্র শ্রমিকদের সরকারি সম্পদ সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচন এবং এ কাজে ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে জিওবি, ইসি ও ইউএনডিপি'র অর্থায়নে রিওপা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

১.০৬ প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতাঃ

•গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচন করা

• পল্লী অঞ্চলে যেসব ঋতুতে কাজ থাকে না সে সময় ভূমিহীন দরিদ্র শ্রমিকদের সরকারি সম্পদ সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচন করা

• আত্ম-কর্মসংস্থান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা

১.০৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

REOPA প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ বাংলাদেশের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা হয়। REOPA প্রকল্পের দুটো সমান্তরাল ও আন্তঃসম্পর্কীয় উন্নয়ন উদ্দেশ্য ছিল ঃ

উদ্দেশ্য ১. REOPA প্রকল্পের প্রত্যেক উপকারভোগীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি ও টেকসই করা।

উদ্দেশ্য ২. দারিদ্র্য-বান্ধব বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের বিশেষতঃ দরিদ্রদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থার উন্নতি করা ।

১.০৮ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালঃ

নিম্নে বর্ণিত সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে ঃ

বাস্তবায়ন কাল	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
মূল	জুলাই ২০০৬	জুন ২০১১
সর্বশেষ সংশোধিত	জুলাই ২০০৬	ডিসেম্বর ২০১১

১.০৯ প্রকল্প বাজেটঃ

অর্থের উৎস	**প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**
ক) বাংলাদেশ সরকার	**৫০০.০০**
খ) প্রকল্প সহায়তা	২৮০২২.৩৩
মোট	২৮৫২২.৩৩

১.১০ প্রকল্পের প্রধান উপাদানসমূহঃ

প্রকল্পের প্রধান উপাদানসমূহ হচ্ছে ঃ

- রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণঃ বছরব্যাপী দরিদ্র, অবহেলিত এবং অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- থোক বরাদ্দের মাধ্যমে জনসম্পদ সৃষ্টি ও পুনর্বাসনঃ দরিদ্র খন্ডকালীন শ্রমিকদের জন্য মৌসুমি কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- থোক বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক সেবা প্রদানঃ ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে একটি বিশেষ সেবা প্রদানের কর্মকৌশলের উন্নয়ন সাধন করা

১.১১ প্রকল্প এলাকাঃ

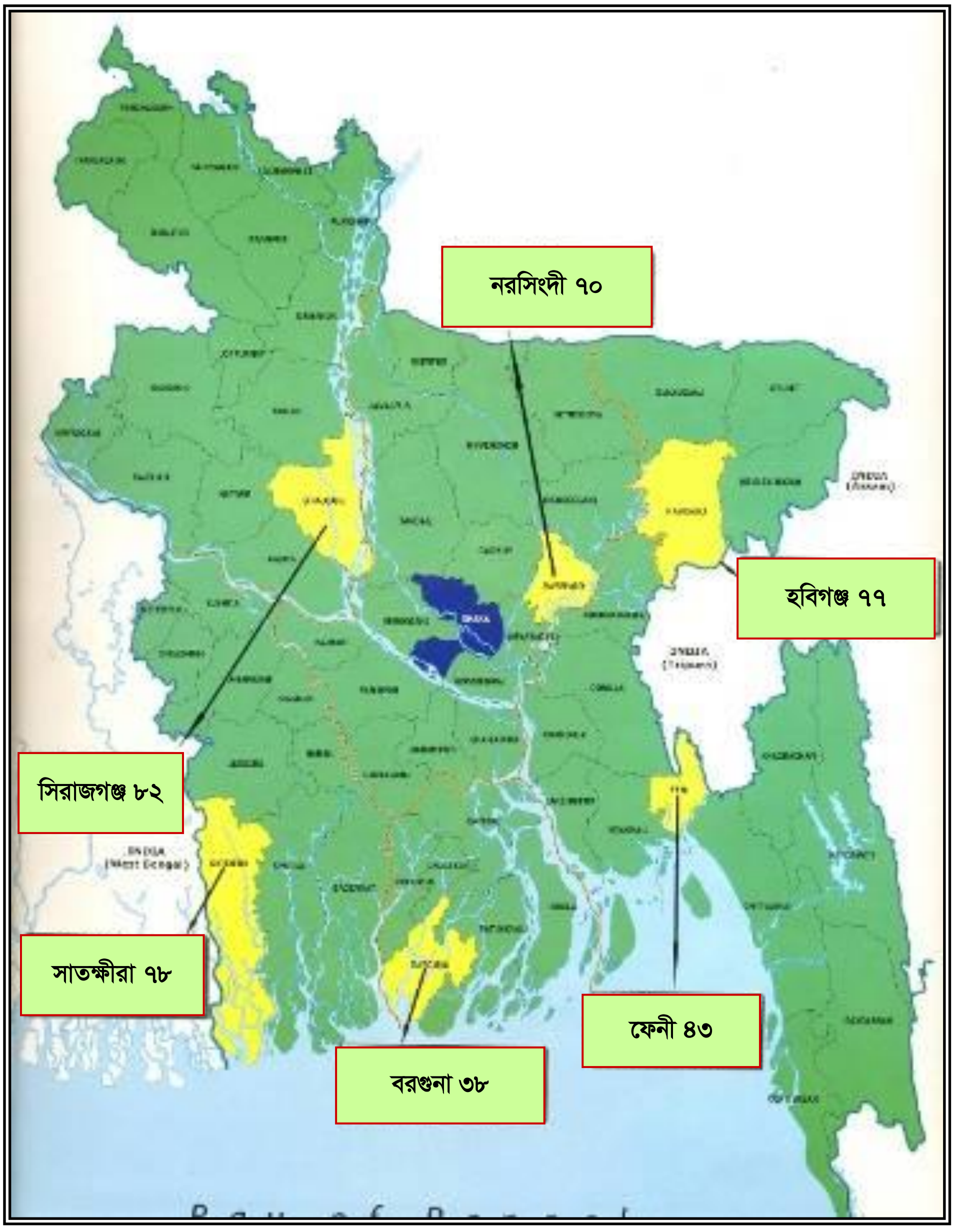

চিত্র ১ঃ প্রকল্প এলাকা

রিওপা প্রকল্প ছয়টি বিভাগের ৬ টি জেলার সকল উপজেলার (৪১ টি) সকল ইউনিয়নে (৩৮৮ টি) বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের জেলা নির্বাচনের নির্ণায়ক (Criteria) ছিল; কেবলমাত্র LGSP-LIC 'র বাস্তবায়িত ৬ টি দরিদ্র প্রবণ জেলায় রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এই মর্মে GoB এবং European Union এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। (সূত্রঃ আরডিপিপি)

প্রকল্প জেলা এবং উপজেলাসমূহ নিম্নরূপঃ

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, শাহাজাদপুর, তাড়াশ, চৌহালী, বেলকুচি, কামারখন্দ, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ ও কাজীপুর।	৮২
সাতক্ষীরা	শ্যামনগর, দেবহাটা, তালা, আশাশুনি, কালীগঞ্জ, কলারোয়া ও সাতক্ষীরা সদর।	৭৮
ফেনী	ছাগলনাইয়া, দাগনভুঁইঞা, পরশুরাম, ফেনী সদর, ফুলগাজী ও সোনাগাজী।	৪৩
বরগুনা	বামনা, আমতলী, বেতাগী, পাথরঘাটা ও বরগুনা সদর।	৩৮
নরসিংদী	রায়পুরা , বেলাব, শিবপুর, নরসিংদী সদর, পলাশ ও মনোহরদী।	৭০
হবিগঞ্জ	মাধবপুর, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ সদর, চুনারুঘাট, বাহুবল, নবীগঞ্জ, লাখাই ও বানিয়াচং।	৭৭

১.১২ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্যঃ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার (Assignment) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী[১] হচ্ছে ঃ

- ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং না হলে তার কারণসমূহ যাচাই;
- জরিপের জন্য নমুনাকৃত এলাকার প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী প্রকল্পের মূল উপাদানসমূহের বিদ্যমান অবস্থা যাচাই;
- গ্রামীণ এলাকার দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণ করা;
- দরিদ্র-বান্ধব বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন বিশেষতঃ দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়নের প্রভাব মূল্যায়ন ;
- প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ধারণা এবং প্রকল্পের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সামর্থ্য ও দুর্বলতা নিরূপণ ;
- প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;

[১] *বি.দ্রঃ TOR এর উদ্দেশ্য ৩ঃ "পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে PPA-২০০৬ এবং PPR-২০০৮ অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট হয়েছে কিনা তা যাচাই।" উল্লেখিত উদ্দেশ্যটি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা থেকে গত ১৬ মার্চ ২০১৬ ইং অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাদ দেয়া হয়েছে। সভার কার্য বিবরণীর অনুলিপি পরিশিষ্টে দেয়া আছে। (পরিশিষ্ট : ২)*

১.১৩ কর্ম পদ্ধতি (Methodology) ঃ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্ম পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ধরন অনুযায়ী মূল্যায়নটি হয়েছে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় প্রকৃতির। একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের ধরন অনুযায়ী সমীক্ষার পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্র / গাইডলাইন নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে যার ফলে নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলী ত্রিমুখী বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে।

ক. পরিমাণগত পদ্ধতি

REOPA প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন কার্যক্রমের প্রস্তাবিত নমুনায়ন পদ্ধতিটি প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা নিশ্চিত করার জন্য সামগ্রিক নমুনা থেকে প্যারামিটার/ইনডিকেটরের লেভেল অফ প্রিসিশন ও লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স এর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরমুখী গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে নমুনায়ন এককে ভাগ করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকাকে ৬টি স্তরে ভাগ করে ৬টি প্রকল্প জেলাকে এক একটি ভিন্ন স্তর হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ৪২ টি উপজেলার (উল্লেখ্য যে পরবর্তীতে বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা ভাগ করে ২ টি উপজেলা হয় যে কারণে ৪১ টির পরিবর্তে ৪২ টি উপজেলায় জরিপ করা হয়েছে) প্রতিটি উপজেলা থেকে ৪টি ইউনিয়ন নিয়ে মোট ১৬৮ টি ইউনিয়ন (৪২ টি উপজেলার প্রতিটি থেকে ৪টি ইউনিয়ন) জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ToR অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ নিয়ে জরিপ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে উপকারভোগী ঃ

- রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ-রিওপা কর্মী
- মৌলিক সেবা- প্রশিক্ষণার্থী

উত্তরদাতার বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক নমুনা গৃহীত হয়।

প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের জন্য নমুনার সংখ্যা

খানা জরিপের জন্য উত্তরদাতাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার করে

$$n = \frac{Z^2 P(1-P)}{d^2} \text{ x Design effects}$$

যেখানে n হচ্ছে প্রয়োজনীয় নমুনা সংখ্যা

p = প্যারামিটারের অনুপাত (রিওপা প্রকল্প দ্বারা উপকারভোগীদের আর্থ -সামাজিক উন্নয়নের আনুপাতিক হার)

Z = স্বাভাবিক ভিন্নতার পরিমাণ (লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স)

d = সহনীয় ভুলের মাত্রা (লেভেল অফ প্রিসিশন)

Design effects= দৈবচয়ন ব্যতীত অন্য জটিল নমুনায় করার ক্ষেত্রে ভেদাংকের প্রিসিশন এ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য গুণিতক

খানা জরিপের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য ৫% লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স অনুমান করা হয়েছে যার জন্য Zএর পরিমাণ হচ্ছে ১.৯৬। তাছাড়া, যদি সহনীয় ভুলের মাত্রা ০.০৫ (৫%) হয় এবং pএর মান ০.৫ (পপুলেশনের

পরিসংখ্যানিক ব্যাখ্যার জন্য অন্যান্য পরিমাণসহ সর্বোচ্চ সংখ্যক নমুনা প্রাপ্তির লক্ষ্যে) হয় তাহলে অনুমিত n এর পরিমাণ নীচে দেয়া হল।

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5(1-0.5)}{0.05^2} \text{ x ২}$$

= ৩৮৪ x ২= ৭৬৮

উপকারভোগীগণ সামগ্রিক ৬টি জেলার ৪২ টি উপজেলায় বসবাসরত এবং প্রত্যেক উপজেলা থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ৪ টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে (৪২ x ৪=১৬৮)। এছাড়া ৮% (আনুমানিক) নন্‌রেসপনসের পরিমাণ বিবেচনা করলে আরও ৬২টি নমুনা যোগ হয়। সর্বোপরি বন্টন সুবিধার জন্য আরো ১০ টি নমুনা বিবেচনা করে চূড়ান্ত নমুনার সংখ্যা হয়= ৭৬৮+৬২+১০=৮৪০। বন্টন প্রক্রিয়ার সুবিধার্থে ৮৪০/১৬৮= ৫ জন উত্তরদাতা প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত তালিকা থেকে "Random Sampling" এর মাধ্যমে প্রতি ইউনিয়নে ৫ জন উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়।

সারণি ১.১ ঃ সামগ্রিক নমুনা সংখ্যাকে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বন্টন

জেলার নাম	উপজেলা (সংখ্যা)	ইউনিয়ন (সংখ্যা) (প্রতি উপজেলায় ৪টি করে)	মোট উত্তরদাতা (সংখ্যা) (প্রতি ইউনিয়নে ৫ জন করে)
সিরাজগঞ্জ	৯	৩৬	১৮০
সাতক্ষীরা	৭	২৮	১৪০
ফেনী	৬	২৪	১২০
বরগুনা	৬	২৪	১২০
নরসিংদী	৬	২৪	১২০
হবিগঞ্জ	৮	৩২	১৬০
মোট	৪২	১৬৮	৮৪০

খ. গুণগত পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়নে গুণগত সমীক্ষার জন্য ৬টি জেলাধীন ৪২ টি উপজেলার ১৬৮ টি ইউনিয়ন ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। খানাভিত্তিক নমুনা ছাড়াও নীচের উত্তরদাতাবৃন্দের নিকট থেকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা নীচের সারণিতে প্রদর্শিত হল ঃ

সারণি ১.২ ঃ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার গুণগত পদ্ধতি ও উত্তরদাতাবৃন্দ

ক্রমিক নং	পদ্ধতি	সংখ্যা	উত্তরদাতা
১	প্রতিবেদন পর্যালোচনা	প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্ট	ডিপিপি, বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল,বেইজ লাইন প্রতিবেদন, মধ্যবর্তীকালীন প্রতিবেদন, পিসিআর, ইউনিয়ন পরিষদ ডকুমেন্টস
২	নিবিড় আলোচনা	৪১ জন	ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য ও ইউপি সচিব)
		৫ জন	সহযোগী সংস্থা
		২৪ জন	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা (ইউএনও, পিআইও, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা ও ব্যাংক কর্মকর্তা)
		৬ জন	প্রকল্পের পিডি, জেলা পর্যায়ের জেলা প্রশাসক ও উপ-পরিচালক,স্থানীয় সরকার
৩	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)	১২ টি	ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, ব্যাংক প্রতিনিধি, শিক্ষক, সমাজসেবক, মহাজন, ধর্মীয় নেতা, নারী প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার
৪	পর্যবেক্ষণ	১২ টি প্রকল্প	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড
৫	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, নরসিংদী (উপকারভোগীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ড ,কৃষি এবং কম্পোষ্ট সার সম্পর্কিত প্রকল্পের সংখ্যাধিক্যের বিবেচনা এবং চর ও সমতল এলাকা থাকায় নরসিংদীতে স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়)	১ টি (অংশগ্রহণকারী সংখ্যা -৩০)	জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, ইউপি সংরক্ষিত আসনের সদস্য, ইউপি সদস্য, সাংবাদিক, ব্যাংক কর্মকর্তা, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, নারী প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী, উপকারভোগী
৬	কর্মশালা	১টি	সচিব সহ আইএমইডি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ (সমন্বয় ও এইচসি সেক্টর, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা, শিক্ষা ও সামাজিক, শিল্প ও শক্তি, যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার, মূল্যায়ন), সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন কর্মকর্তাবৃন্দ

অধ্যায়-২

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিচ্যুতি এবং কারণসমূহ

অধ্যায় ২
ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিচ্যুতি এবং কারণসমূহ

অত্র অনুচ্ছেদে তথ্য-উপাত্তসমূহ; প্রকল্পের বেইজলাইন, পিসিআর, অপারেশন ম্যানুয়াল, ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নথিপত্র পর্যালোচনা, এফজিডি, নিবিড় আলোচনা, কর্মশালা এবং খানা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

২.১ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প এলাকার টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন। এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন নিম্নরূপ ঃ

- **কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণঃ**

গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ দরিদ্র অবহেলিত ও অসহায় মহিলাদের জন্য ২ বছর মেয়াদী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। তাদের নিয়োগ/নির্বাচনের শর্তাবলী ছিল ঃ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে; বয়স ১৮-৪৫ বছর; পরিবারের প্রধান; বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা, বিবাহিতা মহিলা (যার স্বামী উপার্জনে অক্ষম শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী); নিম্নতর আর্থিক অবস্থার অধিকারী ও নিম্ন মজুরিতে কর্মসংস্থানে রাজী। উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাথমিক পর্যায়ে ৯০ জনকে নির্বাচন করে লটারির মাধ্যমে ১ম চক্রের (২০০৮) জন্য ৩০ জন এবং ২য় চক্রের (২০০৯) জন্য একইভাবে ৯০ জন থেকে ৩৩ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করে। নির্বাচিতদের ৩ টি দলে ভাগ করে কাজ বন্টন করা হয়। নির্বাচিত মহিলাদের কাজ ছিল প্রতিটি ইউনিয়নে বছরব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ৩০ কিঃ মিঃ কাঁচা রাস্তা মেরামত/সংস্কার করা। রাস্তা নির্বাচন করা হয় ইউনিয়নের ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের কাজের পাশাপাশি বর্ষাকালে সংশ্লিষ্ট রাস্তা পানিতে ডুবে গেলে বা কাজের অনুপযুক্ত হলে সে ক্ষেত্রে জনগুরুত্বপূর্ণ স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, হাট-বাজার সংস্কার, রাস্তা থেকে পানি অপসারণ, জঙ্গল পরিষ্কার, যানবাহন চলাচলের রাস্তা পুনঃপরিবর্তন করা, রাস্তার উঁচু ও ঢালু পথের সংস্কার, যে-সকল রাস্তার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে-সেগুলোর দু'দিকে টার্ফিং করা, রাস্তার বিভিন্ন স্থানের পাশ ও ঢাল থেকে আগাছা-জঞ্জাল পরিষ্কার রাখা এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন সংস্কার প্রভৃতি কাজ করত।

চিত্র ২ঃ রিওপা কর্মী কর্তৃক কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ

উল্লেখ্য, মহিলা কর্মীদের ১৪ দিন অন্তর অন্তর বেতন দেয়া হত, তাদের দৈনিক নগদ বেতন ছিল ৯০ টাকা এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ৩০ টাকা যা তাদের প্রত্যেকের নামে তফশিলী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা হত, যা ২ বছর পর তাদেও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ব্যয় করার কথা। মহিলা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ৮ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণগুলি হলো ঃ রাস্তা

রক্ষণাবেক্ষণ, দল গঠন, প্রাথমিক হিসাব সংরক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা-পুষ্টি ও চাহিদা, মহিলা উন্নয়ন ও অধিকার, দুর্যোগ মোকাবেলা, আয়বর্ধক কার্যক্রমের চাহিদা নিরূপণ, চাহিদানুযায়ী আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (পোলট্রি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ডেইরি, সেলাই মেশিন, কম্পোষ্ট সার, কুটির শিল্প প্রভৃতি)।

কার্যক্রমটি মাঠ পর্যায়ে "প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিএমসি)", স্থানীয় সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মী এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে "উপজেলা রিওপা কমিটি" ও উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার পরিবীক্ষণ ও তদারকি করেছে।

সারণি ২.১ঃ কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও অর্জন

কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান	২৪,৪৪৪ জন	২৪,৪৪৪ জন
কাচাঁ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	ইউনিয়নে প্রতি বছরে ৩০ কি.মি.	৪৪৮৪৮ কি:মি:
জনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ	বর্ষা মৌসুমে যখন কাঁচা রাস্তা কাজের অনুপযোগী হয় তখন চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংস্কার	১৬৪২ টি প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসা মাঠ, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, হাট-বাজার, বাঁধ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ড্রেন ইত্যাদি সংস্কার

উৎস- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ২০১২ রিওপা, পিটিএফ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ডিপিপি এবং অপারেশন ম্যানুয়াল

- **থোক বরাদ্দের মাধ্যমে খন্ডকালীন শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনসম্পদ সংরক্ষণ:**

চিত্র ৩ঃ জন সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ড

থোক বরাদ্দের মাধ্যমে "ইউনিয়ন পরিষদ" জনসম্পদের সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডে কর্মহীন মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি - এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) খন্ডকালীন নারী-পুরুষ শ্রমিকদের (যারা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত নয়) জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে যাতে তারা ঐ সময়ে বেকার না থাকে। শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল ১২০ টাকা যা তারা নগদে মাষ্টাররোলের মাধ্যমে ইউপি'র স্কীম বাস্তবায়ন কমিটি'র থেকে পেত। থোক বরাদ্দের স্কীমসমূহের মধ্যে ছিল; স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, ইউনিয়ন পরিষদ, স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিকের মাঠ সংস্কার, গোরস্থান, ঈদগাহ, পুকুর, খাল, বাঁধ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ড্রেন ইত্যাদি সংস্কার। ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছর ১২০,০০০ থেকে ২৫৫,০০০ টাকা পর্যন্ত স্কীম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ পেয়েছে। স্কীম তৈরির পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে চাহিদা মাফিক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রাক্কলন তৈরি এবং "উপজেলা রিওপা কমিটির" অনুমোদনের পর স্কীম বাস্তবায়ন কমিটি'র (এসআইসি) মাধ্যমে থোক বরাদ্দের স্কীম বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য যে, ডিপিপি অনুযায়ী "থোক বরাদ্দের স্কীম" হতে হবে শ্রমঘন মাটির কাজ সংশ্লিষ্ট এবং কমপক্ষে ৭৫% টাকা শ্রমিকের

মজুরি বাবদ ব্যয় করতে হবে, ১৫% টাকা প্রকল্পের উপকরণ বাবদ যদি প্রয়োজন হয় এবং প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ ইউনয়ন পরিষদ ১০% টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবে।

সারণি ২.২ঃ খন্ডকালীন শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনসম্পদ সংরক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও অর্জন

কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
জনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ	প্রতি ইউনিয়ন বছরে ২ বা ততোধিক স্কীম (বরাদ্দ এবং চাহিদা অনুযায়ী ইউনিয়ন স্কীম নির্বাচন করে)	২৩৫৩ টি স্কীম
খন্ডকালীন শ্রমিকের কর্মসংস্থান	ইউনিয়ন পরিষদের স্কীম পরিকল্পনা অনুযায়ী	৯৮,০০০ জন (দরিদ্র নারী ও পুরুষ শ্রমিক)

উৎস- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ২০১২ রিওপা, পিটিএফ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এপ্রিল ২০১২

- **থোক বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক সেবা প্রদান (প্রশিক্ষণ):**

থোক বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক সেবা প্রদান হলো ইউনিয়ন পর্যায়ে আয়বর্ধক কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি বিশেষ সেবা প্রদানের কর্মকৌশল উন্নয়ন, যেমন- সেলাই, হস্ত শিল্প,হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, মৎস্য চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সবজি চাষ, কম্পোষ্ট সার, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন অপারেশন, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সরবরাহ/বিতরণ, ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত স্কীম বাস্তবায়ন প্রভৃতি। এ কার্যক্রমের আওতায় পরিবেশ বান্ধব উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয় যেমন সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনী, ভার্মী কম্পোষ্ট প্রশিক্ষণ, উন্নত চুলার প্রশিক্ষণ এবং চুলা ক্রয়ের জন্য আংশিক টাকা প্রদান এবং প্রদর্শনী জন্য আর্সেনিকমুক্ত ফিল্টার বিতরণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৪ঃ মৌলিক সেবার আওতায় কেঁচো কম্পোষ্ট সার প্রকল্প

মৌলিক সেবা'র স্কীমে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন উপকরণ যেমনঃ সেলাই মেশিন, মোবাইল, উন্নত চুলা ক্রয়, মার্কেট সেড তৈরির জন্য আংশিক টাকা (অতি দরিদ্রদের), কেঁচো কম্পোষ্ট সার তৈরির জন্য ১০০ গ্রাম কেঁচো, ১টি রিং, হাঁস-মুরগি পালনের জন্য মুরগির বাচ্চা, মাশরুম প্রকল্পের জন্য মাশরুম বীজ প্রদান প্রভৃতি। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। উপকারভোগী হলো ইউনিয়নের স্থায়ী বসবাসকারী দরিদ্র নারী-পুরুষ যারা দক্ষতা উন্নয়নে আগ্রহী। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকাবাসীর প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ এবং প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্কীম নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছর এ কম্পোন্যান্টের জন্য ৪৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জন্য বরাদ্দ পেয়েছে।

সারণি ২.৩ঃ থোক বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক সেবা প্রদান কার্যক্রমের লক্ষ্য ও অর্জন

কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
মৌলিক সেবা (স্কীম)	চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	৭৮,৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৮৮৩ টি ব্যাচে, ১১ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান
পরিবেশ বান্ধব স্কীম (টেকনোলজি প্রদর্শন)	৫ টি বিষয়	সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম), কৃষক মাঠ দিবস, ভার্মী (কেঁচো) কম্পোষ্ট, উন্নত চুলা ও আর্সেনিকমুক্ত ফিল্টার। প্রকল্প হতে সরাসরি ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে (৫ ধরনের)
উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ	৩৮৮ ইউপি ও ৪১ টি উপজেলা	৩৮৮ ইউপি ও ৪১ টি উপজেলা (১৩৩৩২ জন)। প্রকল্প হতে সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উৎস- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ২০১২ রিওপা পিটিএফ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এপ্রিল ২০১২

সারণি ২.৪ঃ ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান উপাদানসমূহের কার্যক্রম , বাস্তবায়ন ও উপকরণ সরবরাহ

উপাদানসমূহ	উপাদানসমূহের কার্যক্রম	বাস্তবায়ন	উপকরণ সরবরাহ
গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	• দুস্থ অসহায় মহিলাদের জন্য ২ বছরের জন্য কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি • কাঁচা রাস্তা সংস্কার ও মেরামত (মাটির কাজ) • বর্ষা মৌসুমে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ (মাটির কাজ) • নিয়োগকৃত দুস্থ মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	• দুই চক্রে (৩০+৩৩) দুস্থ অসহায় মহিলাদের নিয়োগ • কাঁচা রাস্তা সংস্কার: অগাছা পরিষ্কার, রাস্তার ঢালে ঘাঁস লাগানো, বর্ষা মৌসুমে রাস্তা চলাচলের উপযোগী রাখা • বর্ষা মৌসুমে স্কুল/কলেজ মাঠ, বাঁধ সংস্কার, বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ড্রেন ইত্যাদি সংস্কার (মাটির কাজ) • দুস্থ মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক এবং সচেতনতামূলক রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, দল গঠন, প্রাথমিক হিসাব সংরক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা-পুষ্টি ও চাহিদা, নারী উন্নয়ন ও অধিকার, দুর্যোগ মোকাবেলা, আয়বর্ধক কার্যক্রমের চাহিদা নিরূপণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান (৮ ধরণের প্রশিক্ষণ) • আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের জন্য তফসীল ব্যাংকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান	৩০ জন প্রতি - ২ বছরের জন্য: -৯ টি কোদাল -৩ টি দুরমুজ -৩টি কলস -৩টি দা -৯৬টি ঝুড়ি -৩০টি এপ্রোন (২য় চক্রে ৩৩টি) -৬টি ফ্লাগ
থোক বরাদ্দের মাধ্যমে জনসম্পদের সৃষ্টি ও পুনর্বাসন	• কর্মহীন ঋতুতে (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) নারী-পুরুষের মৌসুমী কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি • বিভিন্ন ধরনের শ্রমঘন (যেখানে কমপক্ষে ৭৫% টাকা মজুরি বাবদ ব্যয় করতে হবে) মাটির কাজ সংক্রান্ত সামাজিক অবকাঠামো স্কীম বাস্তবায়ন	• কর্মহীন ঋতু:ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ইউনিয়ন পরিষদ স্কীম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র নারী-পুরুষের মৌসুমী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে • ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাটির কাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন স্কীম বাস্তবায়ন করে যেমন; স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, ইউনিয়ন পরিষদ, স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিকের মাঠ সংস্কার, গোরস্তান , ঈদগাহ, পুকুর, খাল, বাঁধ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ড্রেন ইত্যাদি সংস্কার ও উন্নয়ন	কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য কোদাল, ঝুড়ি, সাইনবোর্ড ইত্যাদি ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের বাজেট স্কীম থেকে চাহিদামাফিক সরবরাহ করে (প্রকল্পের ১০% উপকরণ ব্যয় হতে)

উপাদানসমূহ	উপাদানসমূহের কার্যক্রম	বাস্তবায়ন	উপকরণ সরবরাহ
থোক বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক সেবা প্রদান (প্রশিক্ষণ)	• চাহিদাভিত্তিক কারিগরি সহায়তামূলক স্কীম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি • পরিবেশ বান্ধব সেবা প্রদান: সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম),কৃষক মাঠ দিবস, ভার্মী (কেঁচো) কম্পোষ্ট, উন্নত চুলা ও আর্সেনিকমুক্ত ফিল্টার। প্রকল্প হতে সরাসরি ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে	• প্রশিক্ষণ স্কীমের চাহিদা নিরূপন ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন • ইউনিয়ন পরিষদ স্কীম তৈরির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে যেমন; সেলাই, হস্ত শিল্প, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, মৎস্য চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সবজি চাষ, কম্পোষ্ট সার, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন অপারেশন, ধাত্রীবিদ্যা, স্বাস্থ্য সেবা/পুষ্টি ও স্যানিটেশন প্রভৃতি • পরিবেশ বান্ধব সেবা প্রদান: সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম),কৃষক মাঠ দিবস, ভার্মী (কেঁচো) কম্পোষ্ট, উন্নত চুলা ও আর্সেনিকমুক্ত ফিল্টার। প্রকল্প হতে সরাসরি ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে	প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রদান: -হাঁসের বাচ্চা -মুরগির বাচ্চা -সেলাই মেশিন ক্রয়ে আংশিক টাকা প্রদান - ১০০ গ্রাম কেঁচো ও ১টি স্লাব রিং (কেঁচো সার তৈরির জন্য) -মাশরুম বীজ - মোবাইল ক্রয়ে আংশিক টাকা প্রদান - সবজি বীজ -ক্ষুদ্র ব্যবসা উপকরণ (ব্লক ডাইস, পিঠা তৈরির ছাচ, পিঠা রাখার শেড, সনো ফিল্টার) -পশু ক্রয়ে টাকা প্রদান -মৎস্য পোনা ক্রয়ে আংশিক টাকা প্রদান -মার্কেট শেড তৈরিতে আংশিক টাকা প্রদান -ধান মাড়াই মেশিন ক্রয়ে আংশিক টাকা প্রদান
ইউনিয়নের পরিষদ প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধি	• ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং ইউনিয়ন সচিবদের দক্ষতা উন্নয়ন	• ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং ইউনিয়ন সচিবদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান: পিএমসি/এসআইসির কার্যাবলী, প্রকল্প ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার ও নেতৃত্ব উন্নয়ন, স্কীম নির্বাচন প্রভৃতি প্রকল্প হতে সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	

প্রকল্পের প্রধান উপাদানসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয় নিম্নরূপ ঃ

সারণি ২.৫ঃ প্রকল্পের প্রধান উপাদানসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়

প্রধান উপাদানসমূহ	ডিপিপি বাজেট (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)	হ্রাস (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	১৮,৫৯৩.৭৮	১৮,৪৩৭.৭৮	-	১৫৬.০০	ব্যাংক লভ্যাংশ "রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ" শ্রমিকদের মজুরি বাবদ সমন্বয় করা হয় ফলে ব্যয় বরাদ্দ কম হয়েছে
থোক বরাদ্দের মাধ্যমে জনসম্পদের সৃষ্টি ও পুনর্বাসন	২৩২৪.৯০	২০৫১.০৯	-	২৭৩.৮১	ইউনিয়ন পরিষদ সময়মত স্কীম প্রণয়ন করতে সক্ষম না হওয়ায় প্রকল্প ব্যয় বরাদ্দ কম হয়েছে
থোক বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক সেবা প্রদান (প্রশিক্ষণ)	২৩০.৪৮	৩১৩.৫০	৮৩.০২		চাহিদামাফিক দাতা সংস্থা (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন) অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করে
পরিবেশ বান্ধব টেকনোলজি প্রদর্শন	৫০.০০	৩০.৯৮	-	১৯.০২	প্রকল্প সময়কালীন সকল স্কীম সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি
মোট	২১১৯৯.১৬	২০৮৩৩.৩৫	৮৩.০২	৪৪৮.৮৩	
প্রকল্পের জনবলের বেতন-ভাতা, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ,মালামাল/ যন্ত্রপাতি/ যানবাহন ক্রয়,ট্যাক্স এন্ড ডিউটি ইত্যাদি বাবদ ব্যয়		৭৬৮৮.৯৮			-
সর্বমোট প্রকৃত ব্যয়	-	২৮৫২২.৩৩	-	-	-

উৎস- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ২০১২ রিওপা পিটিএফ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এপ্রিল ২০১২

প্রত্যক্ষ উপকারভোগী নির্বাচনঃ

প্রকল্পের উপকারভোগী, মহিলা শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রকল্পের বিধি মোতাবেক গ্রাম পুলিশের প্রচারণা, মাইকিং, বাজারে ঢোল পিটিয়ে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রচারণার পর নির্দ্ধারিত নিয়োগের দিনে ওয়ার্ড অনুযায়ী লটারির মাধ্যমে শর্ত অনুযায়ী এলাকার দুস্থ ও অসহায় নারী প্রধান পরিবারের নারীরা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে। উপকারভোগী নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি, সরকারি এবং এনজিও কর্মকর্তা, "প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি"র (পিএমসি) সদস্য এবং জনগণ উপস্থিত ছিলেন। উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল যে, উপকারভোগীরা বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা বা স্বামী কর্ম অক্ষম হতে হবে। এ ক্ষেত্রে নীচের সারণি হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, এই শর্তটি যথাযথভাবে পালন হয়েছে।

সারণি ২.৬ঃ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

	স্বামী পরিত্যক্তা %	বিধবা %	বিবাহিত (স্বামী উপার্জন অক্ষম) %	অবিবাহিত %	তালাকপ্রাপ্তা %	বিবাহিত (আগের স্বামী ফিরেছে) %	বিবাহিত (২য়) %	উত্তরদাতা (n)
সিরাজগঞ্জ	২১	৪৬	২৫	২	৭	০	০	১৮০
সাতক্ষীরা	২২	৩৪	১৭	০	২১	৪	১	১৪০
ফেনী	১৯	৩৪	৩৮	০	৮	০	১	১২০
বরগুনা	১৮	৩৯	৩২	১	৮	৩	০	১২০
নরসিংদী	১৮	৪৭	৩৩	০	০	১	২	১২০
হবিগঞ্জ	২১	৩৯	২৬	১	৬	৩	৪	১৬০
মোট	২০	৪০	২৮	১	৯	২	১	৮৪০

উৎস- প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার খানা জরিপ

উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই বলেছেন, প্রকৃত উপকারভোগীরাই নিয়োগ পেয়েছেন কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সব শর্ত মানা হয়নি। যেমন উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে খানা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, ২৬ জন উপকারভোগী জানিয়েছেন তারা, ভোট দেবার প্রতিশ্রুতি, প্রভাবশালীর সুপারিশ এবং জনপ্রতিনিধির আত্মীয় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও খানা জরিপের তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের উত্তরদাতাদের বয়স বিবেচনায় দেখা যায়, প্রায় ৫ শতাংশ উপকারভোগী ৪৫ বছরের উপরে ছিল যা প্রকল্পের বয়সানুযায়ী লক্ষ্যভুক্ত উপকারভোগী ছিল না। যেহেতু রিওপা প্রকল্পে ২০০৮ সাল হতে উপকারভোগী নিয়োগ হয়েছে সেহেতু প্রকল্পের বয়স সীমার নীতিমালানুযায়ী ২০১৬ সালে যে সব উপকারভোগীর বয়স ৫৪ বছর বা তদূর্ধ তারা প্রকল্প চলাকালীন সময়ে নির্দিষ্ট বয়সসীমার উপরে ছিল। জেলানুযায়ী তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, ফেনী জেলায় ১২.৫ শতাংশ উপকারভোগী নির্ধারিত বয়স সীমার উর্দ্ধে ছিল যেখানে নরসিংদী জেলায় সব উপকারভোগীই নির্ধারিত বয়স সীমার মধ্যে। বয়স সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্টতে দ্রষ্টব্য (পরিশিষ্ট সারণি -১)।

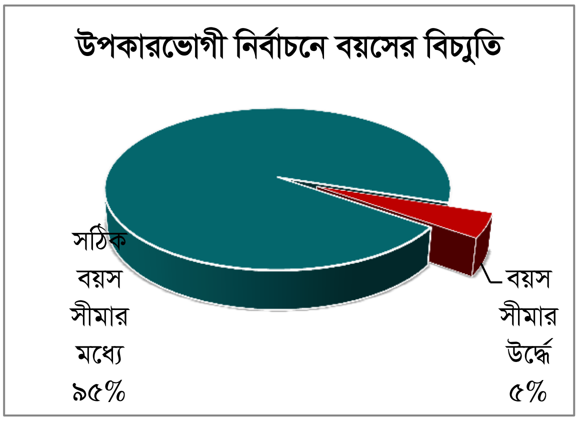

গ্রাফ ২.১ঃ উপকারভোগীদের বয়স
উৎস: প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

বিচ্যুতির কারণ হিসাবে দেখা যায় যে, ভোট দেবার প্রতিশ্রুতি, প্রভাবশালীর সুপারিশ, জনপ্রতিনিধির আত্মীয় এবং সকল ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে উপকারভোগী নিয়োগ না করা।

প্রকল্পের প্রত্যাশা ছিল রিওপা উপকারভোগীগণ স্বাবলম্বী হবে যাতে তাদের ইউনিয়ন পরিষদ হতে অন্য কোন সহায়তা নিতে না হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রকল্প পরবর্তীতে অন্যান্য "সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি যেমন; ভিজিডি, বয়স্কভাতা, ও বিধবাভাতা একশো দিনের কর্মসূচিতে ১৪.০৫ শতাংশ উপকারভোগী জড়িত রয়েছেন[২]। উল্লেখ্য যে সকল উপকারভোগীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম সফল হয়নি তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তার অন্য কর্মসূচির সেবা গ্রহণ করতে হয়েছে। আরো উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে যে সকল সামাজিক নিরাপত্তার সেবা প্রদান করা হয় তা বিবেচনায় আনা হয়েছে। জেলাভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য (পরিশিষ্ট সারণি - ২ও ৩)।

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাঁচা রাস্তা নির্বাচনঃ

প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের রাস্তা নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ক ইস্যুতে সমীক্ষায় দেখা গেছে, ওয়ার্ড সভা ও পিএমসির মাধ্যমে গুরুত্ব অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোকে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এলাকার জনগণ, রিওপা কর্মী ও ফিল্ড সুপারভাইজার, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে মিটিং করে রাস্তা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রথম চক্রের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের মহিলা কর্মী (প্রতি ইউনিয়নে ৩০ জন) ১৫/০২/২০০৮ হতে ১৪/০২/২০১০ পর্যন্ত কাজ করেছে এবং দ্বিতীয় চক্রের মহিলা কর্মী (প্রতি ইউনিয়নে ৩৩ জন) ০১/০৫/২০০৯ হতে ৩০/০৪/২০১১ পর্যন্ত কাজ করেছে ফলে একই সাথে ৬৩ কর্মী ১০ মাস একই ইউনিয়নে কাজ করেছে। ফলশ্রুতিতে ১০ মাস ৬৩ জন কর্মীর জন্য সকল ইউনিয়নে সকলের জন্য কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুযোগ ছিল না।

বিচ্যুতির কারণ হিসাবে দেখা যায় যে, প্রকল্পের অনুমোদন হয় নভেম্বর ২০০৬, মাঠ পর্যায়ে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয় ১৫/০২/২০০৮ সনে ফলশ্রুতিতে সময়মত কার্যক্রম শেষ এবং দ্বিতীয় চক্রের মহিলাদের চাকুরির মেয়াদ প্রকল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ২ বছর করার জন্য এই অধিক্রমণ (overlapping) হয়।

থোক বরাদ্দের স্কীম নির্বাচনঃ

প্রকল্পের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে গৃহীত স্কীম সমীক্ষায় দেখা গেছে, জনগুরুত্বপূর্ণ জনসম্পদ যেমন; রাস্তা, ড্রেন তৈরি, ঈদগাহ/কবরস্থানে মাটি ভরাট, খাল সংস্কার, ডোবা নালা পরিষ্কার,স্কুল/মাদ্রাসায় মাটি ভরাট, হাট-বাজার উন্নয়ন, ইত্যাদি স্কীমগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্কীম নির্বাচনে কোন বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে, ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য মতে যেহেতু স্কীমসমূহ ৭৫ শতাংশ শ্রম ঘন মাটির কাজ সংশ্লিষ্ট বিধায় বেশ কিছু এলাকায় মাটির স্বল্পতার কারণে সময়মত স্কীম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন পরিষদ সময়মত স্কীম প্রণয়ন করতে সক্ষম না হওয়ায় প্রকল্প বরাদ্দ থেকে ২৭৩.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় কম হয়েছে।

বিচ্যুতির কারণ হিসাবে দেখা যায় যে, সকল ইউনিয়নে পর্যাপ্ত শ্রমঘন মাটির কাজের প্রয়োজনীয়তা ছিল না বিশেষ করে উপজেলা সদর ইউনিয়ন গুলোতে এবং মাটির স্বল্পতা ছিল বিশেষ করে হাওর ও নিচু এলাকায়। এছাড়াও কর্মহীন মৌসুম বর্ষাকাল এবং রবি মৌসুম হওয়ায় মাঠ থেকে মাটি সংগ্রহ কষ্ট সাধ্য ছিল। সর্বোপরি ইউনিয়ন পরিষদ স্কীম তৈরিতে দক্ষতার অভাবের দরুন সময়মত স্কীম তৈরি ও অনুমোদন করতে পারেনি।

---

[২] *বি.দ্র: জরিপ পরবর্তী কালীন রিওপা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতাধীন ৩টি জেলার ৯টি উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ভিজিডি,বয়স্কভাতা, ও বিধবাভাতা ভাতার তালিকা পুনযাচাই করে দেখা যায় যে, খানা জরিপের আওতাধীন ৪৫ জন রিওপা উপকারভোগীর মধ্যে ২ জন উপকারভোগী "সামাজিক নিরাপত্তা"মূলক কর্মসূচির বিভিন্ন কর্মসূচিতে জড়িত আছেন।*

প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

রিওপা প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটিতে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, দল গঠন, প্রাথমিক হিসাব সংরক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা-পুষ্টি ও চাহিদা, নারী উন্নয়ন ও অধিকার, দুর্যোগ মোকাবেলা, আয়বর্ধক কার্যক্রমের চাহিদা নিরূপণ প্রশিক্ষণসমূহ শুধুমাত্র রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের উপকারভোগীদের প্রদান করা হয়।

প্রকল্প থেকে মৌলিক সেবা ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের উপকারভোগী উভয়ের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ যেমনঃ হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মোবাইল ফোন অপারেশন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সবজি চাষ, সেলাই, কম্পোষ্ট সার, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম), কৃষক মাঠ দিবস, ভার্মী (কেঁচো) কম্পোষ্ট, উন্নত চুলা, ধাত্রীবিদ্যা ও আর্সেনিকমুক্ত ফিল্টার বিষয়ে প্রকল্প হতে সরাসরি ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কম্যুনিটিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উত্তরদাতারা বলেছেন প্রশিক্ষণের সময় কম ছিল, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের কার্যকরী ফলোআপের অভাব, পুঁজির স্বল্পতা এবং বাজারজাতকরণে সহায়তার অভাবে আয়বর্ধক কর্মকান্ড নিয়মিত করা যায়নি। এ সম্পর্কে স্থানীয় কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, প্রশিক্ষণের কার্যকরী ফলোআপ এবং রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি এবং কেআইআই ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার অংশগ্রহণকারীরা পুঁজির স্বল্পতার কথা জানিয়েছেন। খানা জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৪৬ শতাংশ উপকারভোগী কোন না কোন প্রশিক্ষণ পাওয়া সত্ত্বেও কোনরকম আয়বর্ধক কর্মকার্ন্ডের সাথে এখন জড়িত নেই।

"রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ শাখার ৮.৩৩ শতাংশ উপকারভোগীকে "রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ উপাদানের" ৮টি প্রশিক্ষণ পাওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে "মৌলিক সেবার প্রশিক্ষণ" কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

বিচ্যুতির কারণ হিসাবে জানা যায় যে, ১ম চক্রের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম সফল এবং তাদের মাধ্যমে "কেঁচো কম্পোষ্ট সার প্রকল্প" স্থায়ী করার জন্য মৌলিক সেবার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অধিক্রমণ (overlapping) হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধিঃ

এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের প্রকল্প থেকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ হলোঃ পিএমসি/এসআইসির কার্যাবলী, প্রকল্প ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার ও নেতৃত্ব উন্নয়ন, স্কীম নির্বাচন প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, প্রভাব মূল্যায়নের সময় রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, মৌলিক সেবা এবং থোক বরাদ্দের মাধ্যমে খন্ডকালীন শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত ৩ টি ফাইল ১৬৮টি মধ্যে ১৬৩ টি ইউনিয়নের পরিষদে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে, যেখানে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ উপকারভোগীদের নামের তালিকা, বেতন প্রদান মাস্টার রোল, প্রকল্প অনুমোদন, রাস্তার তালিকা প্রভৃতি সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের গাইডলাইন অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচন, রাস্তা নির্বাচন, স্কীম নির্বাচন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণঃ

প্রকল্প কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ছিল ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি (পিএমসি), স্কীম বাস্তবায়ন কমিটি (এসআইসি) নিয়মিত কার্যক্রম তদারকি ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। রাস্তা রক্ষণাবেণের রিওপা দল নেত্রী ১৪ দিন অন্তর রাস্তার কাজের অগ্রগতি ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল ও পরবর্তী ১৪ দিনের কাজের তালিকা সংগ্রহ করবেন। সহযোগী সংস্থা সার্বিক তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করবেন। উপজেলা এবং জেলা রিওপা কমিটি'র প্রতিনিধি প্রকল্প কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন।

এ বিষয়ে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ বলেছেন, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, মহিলা মেম্বার, সভাপতি ও রিওপা কমিটির সভাপতি, সুপারভাইজার, পিএমসি কমিটি, মনিটরিং কমিটি এবং এনজিও কর্মীগণ মাঠে গিয়ে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে কাজ ও উপস্থিতি তদারকি করেছে। এছাড়া ইউপি সচিব ১৪ দিন পরপর হাজিরা খাতা পরীক্ষা করে কাজ ও উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে সংঘটিত কোন অনিয়মের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ ইস্যুতে উত্তরদাতাগণ বলেছে, সতর্কীকরণ,মিটিং/সালিশ/বিচার ছাড়াও অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বেতন কর্তনসহ গুরুতর অনিয়মের ক্ষেত্রে, বদলি শ্রমিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

তবে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কাজ তদারকির ক্ষেত্রে পিএমসি, এসআইসি এবং ইউনিয়ন পরিষদ অতিমাত্রায় সহযোগীর সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মীর উপর নির্ভর ছিল, মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম তদারকির জন্য পিএমসির জন্য কোন বরাদ্দ ছিল না এবং এসআইসি'র জন্য স্কীম হতে ১৫ শতাংশ প্রশাসনিক ব্যয়ের ব্যবস্থা থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদ তা যথাযতভাবে প্রদান করেনি। জেলা পর্যায়ের কর্মশালায় (নরসিংদী) অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের নিবিড় ও কার্যকরী তদারকি এবং পরিবীক্ষণের অভাব ছিল।

কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধনঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি-বেসরকারি এবং সহযোগী এনজিও'র সহায়তা এবং সমন্বয় প্রসঙ্গে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীগণ বলেছেন, সরকারি পর্যায়ে কার্যকরী সহায়তা, তথ্য সরবরাহ, ইউএনও, পিআইও, কৃষি এবং সমাজ সেবা অফিসের সহায়তা ছিল।

এ পর্যায়ে **জেলা প্রশাসক** জেলা রিওপা প্রকল্পের জেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় সাধন করতেন যেমন; জেলা প্রর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং মন্ত্রণালয় ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধির প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনে সহায়তা প্রদান।

উপজেলা রিওপা কমিটি (উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও, কৃষি, প্রাণি সম্পদ, মহিলা বিষয়ক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা) থোক বরাদ্দের স্কীম ও রাস্তা নির্বাচন অনুমোদন করেছে। উপজেলা পর্যায়ের ইঞ্জিনিয়ার, পিআইও থোক বরাদ্দের স্কীমের প্রাক্কলন তৈরিতে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা প্রদান করেছে।

বিভিন্ন তফশিলী ব্যাংক যেমন; সোনালী, অগ্রণী, রূপালী, জনতা, কৃষিসহ অন্যান্য ব্যাংকে ইউনিয়ন পরিষদের নামে ৩ টি হিসাব এবং রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের উপকারভোগীদের (৩০+৩৩) ৬৩ টি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা এবং ১৪ দিন অন্তর অন্তর মজুরি প্রদান এবং তাদের সঞ্চয়ী হিসাবে সঞ্চয় স্থানান্তরে কার্যকরী সহায়তা প্রদান করেছে।

সহযোগী এনজিও উপকারভোগী নির্বাচন, রাস্তা নির্বাচন, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্প পরিদর্শন, মনিটরিং, স্কীম নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা প্রদান করেছে।

সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের সাথে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কার্যকরী সংযোগ, মার্কেট লিংকেজ ও সমন্বয় সাধন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উপকারভোগীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম দীর্ঘায়িত হয়নি এবং তাদের কেঁচো কম্পোষ্ট সার সহ অন্যান্য বিশেষত পরিবেশ বান্ধব স্কীমসমূহ স্থায়িত্ব লাভ করেনি।

অধ্যায়-৩

প্রকল্পের উপাদানসমূহের বিদ্যমান অবস্থা ও ফলাফল যাচাই

অধ্যায় -৩

প্রকল্পের উপাদানসমূহের বিদ্যমান অবস্থা ও ফলাফল যাচাই

খানা জরিপ, এফজিডি, নিবিড় আলোচনা, প্রকল্পের বেইজলাইন এবং পিসিআর প্রতিবেদন পর্যালোচনা'র প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পের উপাদানসমূহের বিদ্যমান অবস্থা ও ফলাফল যাচাই নিম্নরূপঃ

খানা জরিপের তথ্য প্রদানকারীদের ধরন ঃ প্রকল্পের উপাদান অনুযায়ী দুই ধরনের প্রত্যক্ষ উপকারভোগী থেকে খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণিতে দেখা যায়, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ উপকারভোগী থেকে ৮৩.৯৩ শতাংশ ও মৌলিক সেবার প্রশিক্ষণার্থী থেকে ১৬.০৭ শতাংশ উপকারভোগীদের খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ৩.১ঃ তথ্য প্রদানকারীর ধরন

জেলা	তথ্য প্রদানকারীর ধরন		উত্তরদাতা (n)
	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	মৌলিক সেবা- প্রশিক্ষণার্থী	
সিরাজগঞ্জ	১৪৪	৩৬	১৮০
সাতক্ষীরা	১১৫	২৫	১৪০
ফেনী	১০৭	১৩	১২০
বরগুনা	৯৬	২৪	১২০
নরসিংদী	১০০	২০	১২০
হবিগঞ্জ	১৪৩	১৭	১৬০
সামগ্রিক	৭০৫	১৩৫	৮৪০
	৮৩.৯৩%	১৬.০৭%	১০০.০%

উৎস- প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ-২০১৬

উপকারভোগীদের পেশাঃ উপকারভোগীদের পেশার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বর্তমানে ৩৩.৩ শতাংশ রিওপা উপকারভোগী দিনমজুর, ১৫.৩ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসা, ১২.৯ শতাংশ পশু/হাঁস মুরগি পালন পেশার সাথে যুক্ত আছে এবং ১৪.৮ শতাংশ কোন পেশার সাথে যুক্ত নাই যারা এখন গৃহিণী। উল্লেখ্য, ৪.৩ শতাংশ উপকারভোগী দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত আছে। জেলাভিত্তিক পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিরাজগঞ্জ জেলায় পশু/হাঁস মুরগি পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় যথাক্রমে ৩৭.৮ ও ২৯.৪ শতাংশ উপকারভোগী জড়িত পক্ষান্তরে হবিগঞ্জ জেলায় ৪.৪ ও ৮.৩ শতাংশ। পেশা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণি ৩.২ঃ উপকারভোগীদের পেশা

জেলা	তাঁত/বুটিক/সেলাই %	কৃষি/কম্পোস্ট সার %	পশু/হাঁস মুরগি পালন %	ক্ষুদ্র ব্যবসা%	গৃহকর্মী%	দিন মজুর/শ্রমিক %	গৃহিণী%	কুটির শিল্প%	চাকুরি%	বাবুর্চি/ধাত্রী/জেলে %	উত্তরদাতা (n)
সিরাজগঞ্জ	১০.৬	১.৭	৩৭.৮	২৯.৪	২.৮	৮.৩	৪.৪	২.৮	১.১	১.২	১৮০
সাতক্ষীরা	১.৩	-	-	১২.৪	৪.৩	৭০.১	৬.৪	০.৭	২.১	১.০	১৪০
ফেনী	২.৫	.৮	৬.৭	১৩.৫	১১.৭	৩৩.৮	১০.০	৭.৫	১০.০	১.৬	১২০
বরগুনা	৫.০	.৮	২.৫	১২.৫	২০.২	২৮.৩	১৭.৫	২.৫	৫.৮	-	১২০
নরসিংদী	৫.২	৪.২	২১.৭	১৫.৮	৪.২	১৩.৩	৩১.৭	২.৫	১.৭	-	১২০
হবিগঞ্জ	-	-	৪.৪	৮.৩	১৩.১	৪৬.১	১৮.৮	১.৯	৫.০	১.০	১৬০
মোট	৪.১	১.৩	১২.৯	১৫.৩	৯.৪	৩৩.৩	১৪.৮	৩.০	৪.৩	০.৮	৮৪০

খানার মাসিক আয় ঃ উপকারভোগীদের খানার মাসিক আয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেইজলাইনে গড়ে আয় ছিল ১৯৯৪ টাকা, এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ৫৪৫০ টাকা। প্রভাব মূল্যায়নের সময় প্রকল্প সমাপ্তির তুলনায় খানার মাসিক আয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জেলাভিত্তিক খানার আয়ের বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য (পরিশিষ্ট সারণি -৪)। [*নোটঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১০ সালের প্রতিবেদন (পৃষ্ঠা ৭৪, টেবিল ৬.১) অনুযায়ী জাতীয়ভাবে দরিদ্র (৪.৫ সদস্য) পরিবার মাসে ৪,৯৬২.৭৮ টাকা আয় করে*]

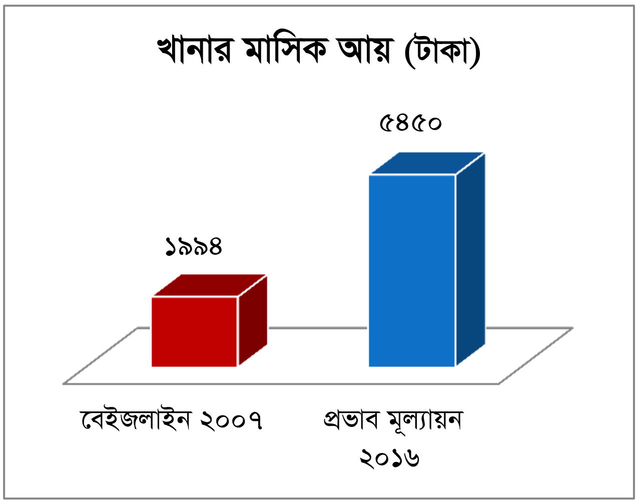

গ্রাফ ৩.১ঃ খানার মাসিক আয়
উৎস: প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

খানার মাসিক ব্যয়ঃ উপকারভোগীদের খানার মাসিক ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা য়ায় যে বেইজলাইনে যেখানে ১৬৯৪ টাকা ব্যয় হত সেখানে প্রভাব মূল্যায়নে ৫১২৭ টাকা ব্যয় হয়। মূল্যায়ন সমীক্ষায় উপকারভোগীদের জেলাভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সাতক্ষীরা জেলায় ব্যয় হার কম (৪১৮১.৬ টাকা) সেখানে নরসিংদী জেলায় ব্যয়ের হার সর্বোচ্চ (৬৪৪১.১ টাকা)। জেলাভিত্তিক খানার ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্টতে দেয়া আছে (পরিশিষ্ট সারণি -৫)।

[*নোটঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১০ সালের প্রতিবেদন (পৃষ্ঠা ৭৫, টেবিল ৬.১১) অনুযায়ী জাতীয়ভাবে দরিদ্র (৪.৫ সদস্য বিশিষ্ট) পরিবার মাসে ৪,৭৯২.১৪ টাকা ব্যয় করে*]

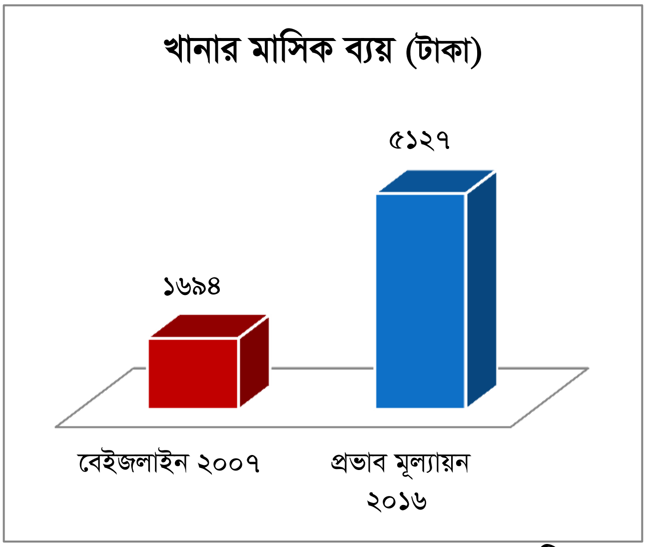

গ্রাফ ৩.২ঃ খানার মাসিক ব্যয়
উৎস: প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

সঞ্চয় ও বোনাসের টাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহঃ রিওপা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ উপকারভোগীরা ২ বছরের কাজের মেয়াদ শেষে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও প্রকল্প থেকে বোনাসসহ এককালীন ১ম চক্রের কর্মীরা ২৫৫০০.০০ (সঞ্চয় ২২০০০+ বোনাস ৩৫০০) টাকা এবং ২য় চক্রের কর্মীরা ২৮৫০০.০০ (২৩৫০০+৫০০০) টাকা পেয়েছে। উল্লেখ্য যে ১ম চক্রের কর্মীদের কর্মীদের বেতন শুরুতে ৭০ টাকা ছিল যা পরবর্তীতে ১২০ টাকা হয় ফলে প্রথম চক্রের সঞ্চয় এবং বোনাসের টাকা ২য় চক্রের উপকারভোগীদের থেকে কম হয়। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ উপকারভোগীদের প্রাপ্ত টাকার ব্যবহার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২৩.৯ শতাংশ অর্থ আয় বৃদ্ধিমূলক খাতে এবং ৭৬.১ শতাংশ অর্থ সাংসারিক অন্যান্য খাতে ব্যয় হয়েছে।

জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিরাজগঞ্জ জেলায় পশু/হাঁস মুরগি পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় যথাক্রমে ২২.৭ ও ১৩.৯ শতাংশ অর্থ উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয়েছে পক্ষান্তরে সাতক্ষীরা জেলায় তা ৭.৮ ও ৪.১ শতাংশ।

সারণি ৩.৩ঃ উপকারভোগীদের সঞ্চয় ও বোনাসের টাকা ব্যবহারের খাতসমূহ

জেলা	আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ (%)				সাংসারিক এবং অন্যান্য কাজে ব্যয় (%)					
	পশু / হাঁস-মুরগি পালন	ক্ষুদ্র ব্যবসা	কৃষি/কম্পোস্ট সার	সেলাই মেশিন / রিক্সা-ভ্যান ক্রয়	সংসারের ব্যয়	সন্তানদের লেখাপড়া	চিকিৎসা/ সেবা	ঘর তৈরি /মেরামত	জমি বন্ধক /ক্রয়	ঋণ পরিশোধ
সিরাজগঞ্জ	২২.৭	১৩.৯	১.৯	০.৩	২৬.১	৪.৫	১.১	১০.৭	১৩.৬	৩.৭
সাতক্ষীরা	৭.৮	৪.১	১.৪	০.৯	৩১.৫	২.৩	১২.২	১৩.১	১৬.৭	৮.৬
ফেনী	৮.৬	৪.৮	১.১	২.৯	৩৫.২	৬.৬	১১.৪	১৫.৮	৬.৬	১০.৩
বরগুনা	১৪.২	৫.৪	১.৩	০.৫	৪০.৭	২.০	৪.৯	৬.৯	১৪.৭	৮.৩
নরসিংদী	১৭.৬	৮.২	১.২	৩.৫	৩২.২	৫.৫	২.৪	১৪.৯	৮.৬	৬.৩
হবিগঞ্জ	১১.৪	৭.২	১.৪	১.২	২৭.৬	৫.১	৯.৩	১২.৩	১৪.১	১১.৪
মোট	১৩.৭	৭.৩	১.৪	১.৬	৩২.২	৪.৩	৬.৯	১২.৩	১২.৪	৮.১
	২৩.৯				**৭৬.১**					

পরিবারের সম্পদঃ উপকারভোগীদের পরিবারের সম্পদ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গড়ে ৭৬.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছে গাছ-পালা, ৭২.৭ শতাংশ পরিবারে মোবাইল ফোন এবং ৬০.৬ শতাংশ পরিবারে সোনা আছে। জেলা ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য (পরিশিষ্ট সারণি -৬)।

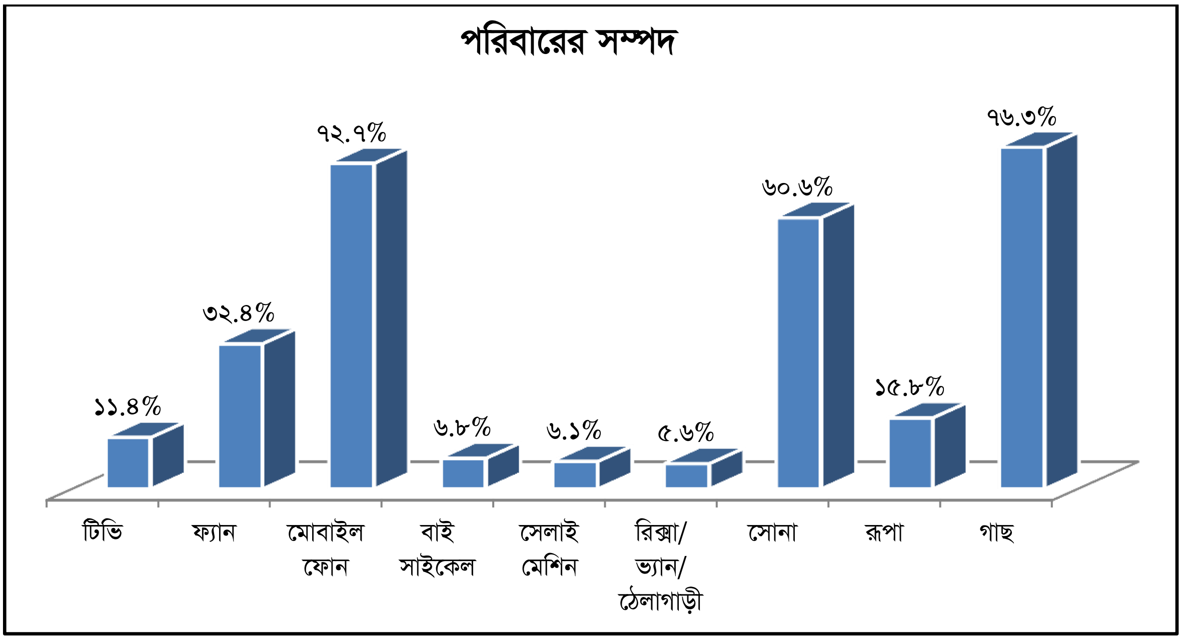

গ্রাফ ৩.৩ঃ পরিবারের সম্পদ

উৎস- প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

খানার খাদ্য গ্রহণের ধরনঃ প্রভাব মূল্যায়নে উপকারভোগীদের জরিপের দিন থেকে বিগত এক সপ্তাহের খাদ্য গ্রহণের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ৩৯.৩ শতাংশ উপকারভোগীর খানাতেই ১৯-২১ বার সবজি খায়

এবং ১০০ শতাংশ খানাতে সপ্তাহে অন্ততঃ ১-৩ বার সবজি খায়। এবং যথাক্রমে সপ্তাহে ৫০ শতাংশ, ৪৪.৫ শতাংশ, ২৯.৯ শতাংশ, ৪৬.৮ শতাংশ পরিবারে ১-৩ বার ডিম, মাংস, মাছ এবং ফল খায়। তবে ২২.৫ শতাংশ, ৫৩.৩ শতাংশ, ৬.৫ শতাংশ ও ৪৫.৫ শতাংশ উপকারভোগীর খানায় বিগত সপ্তাহে যথাক্রমে ডিম, মাংস, মাছ এবং ফল খাওয়া হয়নি।

সারণি ৩.৪ঃ এক সপ্তাহে খাদ্য গ্রহণের ধরন

এক সপ্তাহে খাদ্য গ্রহণের সংখ্যা	উপকারভোগীর এক সপ্তাহে খাদ্য গ্রহণের ধরন (জন %) n=৮৪০				
	মাছ	মাংস	ডিম	সবজি	ফল
১-৩ বার	২৯.৯	৪৪.৫	৫০	০.৭	৪৬.৮
৪-৬ বার	৩২	২.০২	২২.১	০.৬	৬.৪
৭-৯ বার	৯.৭	০	৩.৯	০.৭	০.৭
১০-১২ বার	১৩.৬	০.১	১.০৭	৫.৩	০.৬
১৩-১৫ বার	৫.৪	০	০.২	২০.৬	০
১৬-১৮ বার	২.২	০	০	৩২.৬	০
১৯-২১ বার	০.৪	০	০.১	৩৯.৩	০
১ বারও নয়	৬.৫	৫৩.৩	২২.৫	০	৪৫.৫

উৎস- প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ-২০১৬

উপকারভোগী পরিবারে স্কুলগামী সদস্যঃ প্রকল্পের উত্তরদাতাদের (উপকারভোগী) স্কুলগামী সদস্যদের স্কুলে যাবার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেইজলাইনের তুলনায় প্রভাব মূল্যায়নের সময় থেকে ৩০ শতাংশ বেশী উপকারভোগীদের পরিবারের সদস্যরা স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় যায় এবং বর্তমানে স্কুল গমনের হার ৮৬ শতাংশ। *[নোটঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১০ সালের প্রতিবেদন অনুয়ায়ী ০৬-১৫ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের স্কুল গমনের হার ৮৪.৭৫ শতাংশ]*

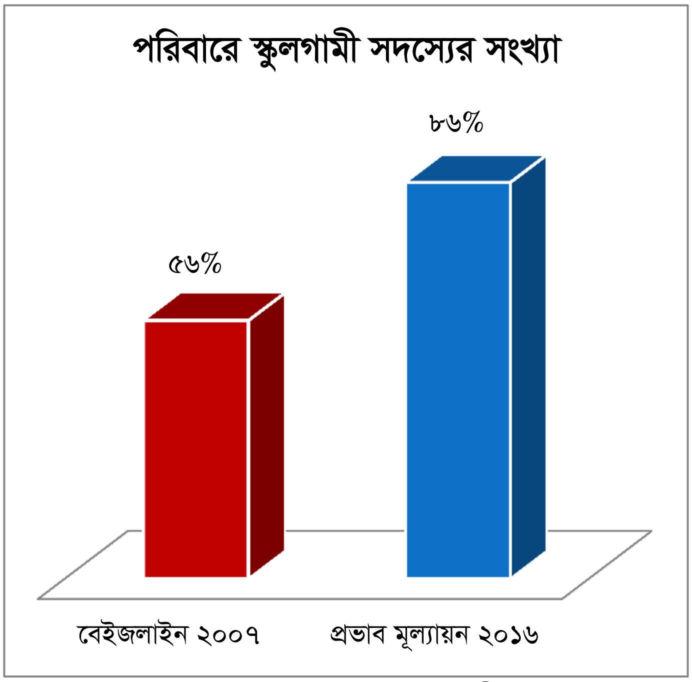

গ্রাফ ৩.৪ঃ পরিবারে স্কুলগামী সদস্যের সংখ্যা

উৎস- বেইজলাইন এবং প্রভাব মূল্যায়ন

উপকারভোগী পরিবারে স্কুলগামী সদস্যের স্কুলে না যাবার কারণ (১৪%) হিসাবে আগ্রহের ঘাটতি (৮.৩৫%) এবং অর্থনৈতিক সমস্যার (৫.৫৮%) কথা বলেছেন। জেলানুযায়ী তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পারিবারিক অভাবে হবিগঞ্জে (২১.৩%) এবং আগ্রহের ঘাটতির কারণে নরসিংদীতে (১৬.৩%) স্কুলে যায় না। জেলাভিত্তিক উত্তরদাতাদের পরিবারে স্কুলগামী সদস্যের স্কুলে না যাবার কারণসমূহ নীচের সারণিতে প্রদত্ত হলো।

সারণি ৩.৫ ঃ উত্তরদাতাদের পরিবারে স্কুলগামী সদস্যের স্কুলে না যাবার (১৪%) কারণ

জেলা	আগ্রহ নাই %	অর্থনৈতিক সমস্যা %	কম বয়স/স্কুলগামী শিশু নাই %	উত্তরদাতা (n)
সিরাজগঞ্জ	৩.২	০	৯৬.৮	৬৩
সাতক্ষীরা	১.৬	৩.১	৯৫.৩	৬৪
ফেনী	৪.৪	৪.৪	৯১.১	৪৫
বরগুনা	৯.৮	২.৪	৮৭.৮	৪১
নরসিংদী	১৬.৩	২.৩	৮১.৪	৪৩
হবিগঞ্জ	১৪.৮	২১.৩	৬৩.৯	৬১
মোট	৮.৩৫	৫.৫৮	৮৬.১	৩১৭

উৎস- প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ -২০১৬

খানার খাবার পানির উৎসঃ উপকারভোগী পরিবারে খাবার পানির উৎসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রভাব মূল্যায়নের সময় ৯৭.০ শতাংশ উপকারভোগী খানায় নিরাপদ খাবার পানি (নলকূপ এবং ফুটানো/ফিল্টার পানি) ব্যবহার করে যেখানে বেইজলাইনে ৯৪.০ শতাংশ ব্যবহার করত। জেলাভিত্তিক খাবার পানির উৎসের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হবিগঞ্জ এবং ফেনী জেলায় শতভাগ উপকারভোগী (১০০ শতাংশ) নলকূপ এবং ফুটানো পানি ব্যবহার করে সেখানে সাতক্ষীরা জেলায় সব থেকে কম (৮৬ শতাংশ) নিরাপদ পানি ব্যবহার করে। জেলাভিত্তিক বিস্তারিত নিরাপদ খাবার পানি তথ্য পরিশিষ্টে সারণিতে দেয়া আছে। [নোটঃ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্লান-ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন, লোকাল গভর্মেন্ট ডিভিশনের ২০১১ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয়ভাবে ৮৫.৫ শতাংশ পরিবার নিরাপদ পানি ব্যবহার করে]

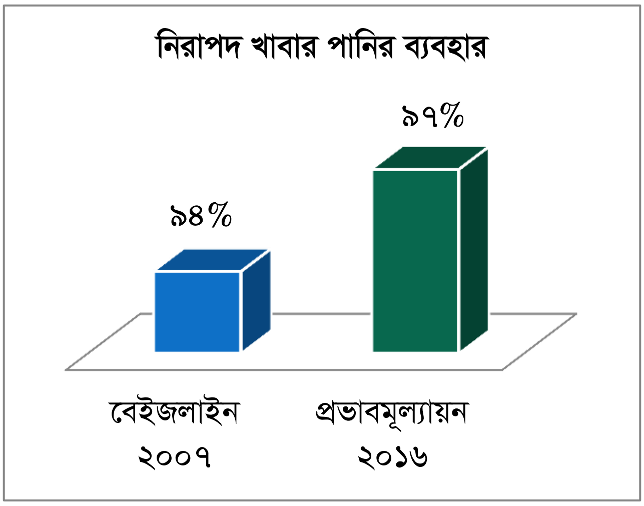

গ্রাফ ৩.৫ ঃ খানার খাবার পানির ব্যবহার
উৎস: প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারঃ উপকারভোগীদের (উত্তরদাতা) স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের তথ্য চিত্র বিশ্লেষণে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বেইজলাইনকালীন ৫০ শতাংশ এবং সম্প্রতি সমাপ্ত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ৮১ শতাংশ উপকারভোগী স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। জেলাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বরগুনা ৯৭.৫ শতাংশ এবং ফেনী জেলায় সর্বাধিক ৯০.৮ শতাংশ উপকারভোগী স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে, যেখানে

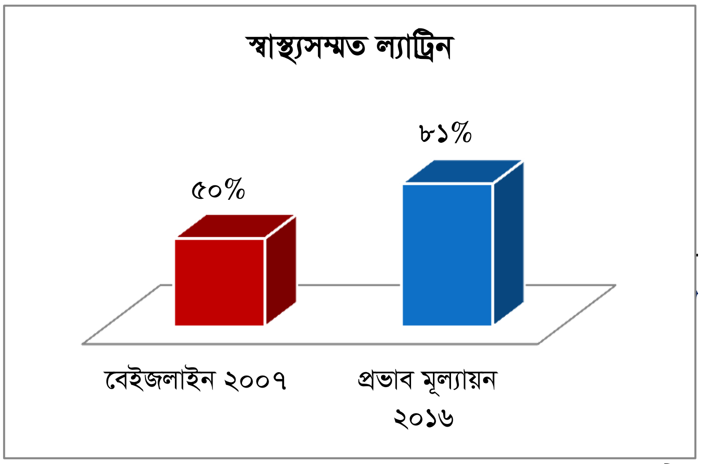

গ্রাফ ৩.৬ ঃ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন
উৎস: প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

হবিগঞ্জ জেলায় সব থেকে কম ৫১.৯ শতাংশ ব্যবহার করে।

[নোটঃ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্লান-ওয়াটার সাপ্লাইল এন্ড স্যানিটেশন, লোকাল গভর্মেন্ট ডিভিশনের ২০১১ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয়ভাবে ৫৪.১ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের ব্যবহার করে] [নোটঃ SACOSAN Country Paper ২০১৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয়ভাবে ৬১ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের ব্যবহার করে]

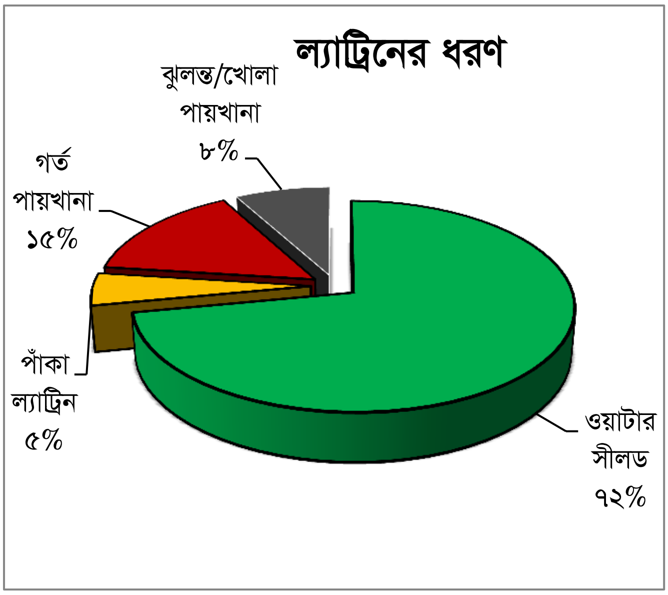

গ্রাফ ৩.৭ঃ ল্যাট্রিনের ধরন
উৎস- প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

ল্যাট্রিনের ধরনঃ উপকারভোগীদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ধরনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৭৭ শতাংশ উপকারভোগীই স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন যেমন পাঁকা (৫ শতাংশ), ওয়াটার সীলড স্লাব (৭১ শতাংশ) ল্যাট্রিন ব্যবহার করছেন। পক্ষান্তরে বেইজলাইনে ৫০ শতাংশ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে। জেলাভিত্তিক উত্তরদাতাদের (উপকারভোগী) তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বরগুনা জেলা ৯৭.৫ শতাংশ উপকারভোগীরা স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করছেন এবং হবিগঞ্জ জেলার ৫১.৯ শতাংশ উপকারভোগী স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে।

সারণি৩.৬ঃ ল্যাট্রিনের ধরন

জেলা	পাকা ল্যাট্রিন %	ওয়াটার সীলড স্লাব %	গর্ত পায়খানা %	ঝুলন্ত পায়খানা %	খোলা পায়খানা %	মোট	খানার সংখ্যা (n)
সিরাজগঞ্জ	৫.৪	৬৬.৪	২০.৬	৭.৮	০	১০০	১৮০
সাতক্ষীরা	১.৪	৮৬.৪	৯.৩	২.৯	০	১০০	১৪০
ফেনী	৮.৪	৫৭.৬	৬.৭	২.৫	২৫.২	১০০	১২০
বরগুনা	৬.৭	৯০.৮	১.৭	০.৮	০	১০০	১২০
নরসিংদী	৫.২	৭৯.৪	১৩.৩	০.৯	০.৮	১০০	১২০
হবিগঞ্জ	১.৮	৫০.১	৪১.৩	৬.৯	০	১০০	১৬০
মোট	৫	৭২	১৫	৪	৪	১০০	৮৪০
বেইজলাইন	৪৯.৮		২৭.৮	২২.৪	-		

অসুস্থতা এবং চিকিৎসা সেবা গ্রহণঃ উপকারভোগীদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সম্প্রতি সমাপ্ত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাকালে ৫৩ শতাংশ উপকারভোগীর পরিবারই নিবন্ধিত চিকিৎসক থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। সেখানে বেইজলাইনকালীন ১৫ শতাংশ উপকারভোগীর পরিবার নিবন্ধিত চিকিৎসক থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। তবে ফার্মেসি থেকে উপকারভোগীর পরিবারের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ হার কমেনি বরং ২৭ শতাংশ বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে উপকারভোগীরা জানিয়েছেন আগে তারা সামান্য অসুস্থায় যেমন পেট খারাপ, সর্দি-কাশি প্রভৃতিতে ঔষুধ খেত না এখন তারা ফার্মেসি থেকে সেবা নিয়ে থাকেন। জেলাভিত্তিক চিকিৎসা সেবা নেবার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বরগুনা জেলায় ৮২.৫ শতাংশ উপকারভোগীর পরিবারই সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়ে থাকেন। অন্যদিকে সাতক্ষীরা জেলায় ৮১.০ শতাংশ উপকারভোগীর পরিবার গ্রাম্য ডাক্তার থেকে সেবা নিয়ে থাকেন। জেলা ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট সারণিতে (পরিশিষ্ট সারণি -৮) দেয়া আছে।

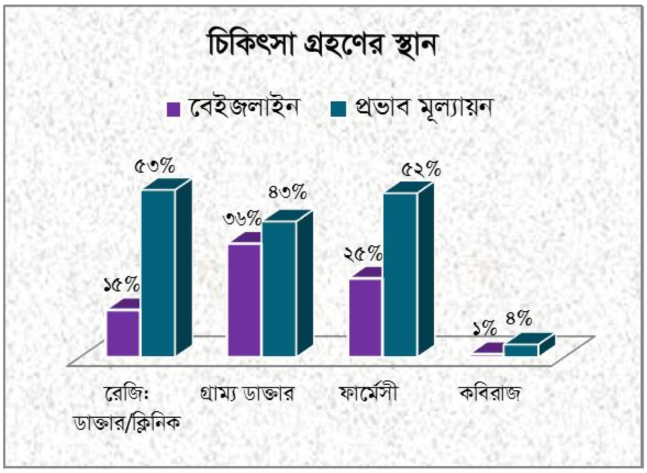

গ্রাফ ৩.৮ঃ চিকিৎসা সেবা গ্রহণের উৎস
উৎস- প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

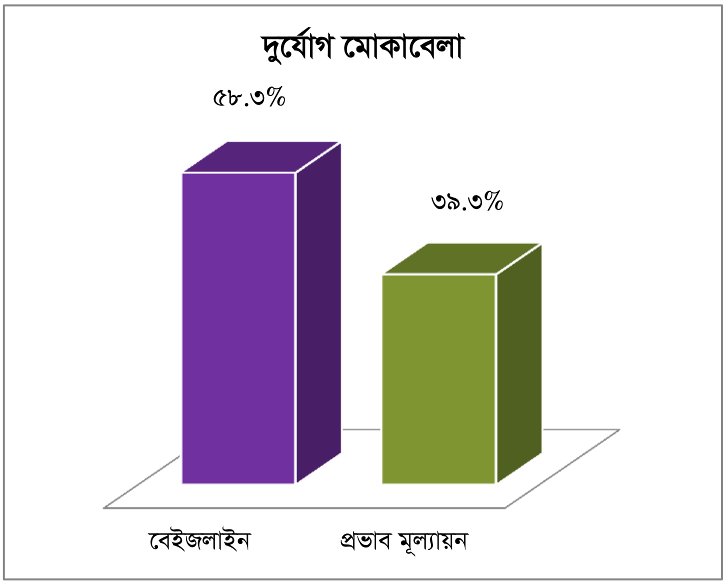

গ্রাফ ৩.৯ঃ দুর্যোগ মোকাবেলা
উৎস- প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

দুর্যোগ মোকাবেলার বিবরণঃ উপকারভোগীদের দুর্যোগ মোকাবেলার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেইজলাইনে যেখানে ৫৮.৩ শতাংশ উপকারভোগী পরিবার বিভিন্ন দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেখানে বর্তমানে ৩৯.৩ শতাংশ উপকারভোগী পরিবার দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে।

দুর্যোগের ধরন ঃ সামগ্রিকভাবে প্রভাব মূল্যায়নে দেখা যায় যে, ২৮.৯ শতাংশ উপকারভোগী বন্যা/খরা/ঘূর্ণিঝড়ে, ১২.৪ শতাংশ উপকারভোগী অতি বৃষ্টি দ্বারা এবং ৫.৪ শতাংশ উপকারভোগী নদীভাঙ্গন জনিত দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল। বেইজলাইনের (৪২ শতাংশ) সাথে তুলনায় দেখা যায় যে, প্রভাব মূল্যায়নে (২৮.৯ শতাংশ) উপকারভোগীদের বন্যা/খরা/ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিকার হওয়ার শতকরা হার কমেছে। প্রভাব মূল্যায়নের উপাত্তানুযায়ী সিরাজগঞ্জ জেলায় তুলনামূলকভাবে উপকারভোগীদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শতকরা হার অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশি।

সারণি ৩.৭ঃ পরিবারের দুর্যোগের ধরন (প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট)

জেলা	বন্যা/ খরা/ ঘূর্ণিঝড় %	নদী ভাঙ্গন %	অতি বৃষ্টি %	উপার্জনকারীর মৃত্যু %	ব্যবসায় ক্ষতি %	পশুর মৃত্যু %	দুর্ঘটনা %	অন্যান্য %	উত্তরদাতা (n)
সিরাজগঞ্জ	৪১.৭	২৪.৪	২৫.৬	৪.৪	৩.৯	২.২	.৬	০.০	১৮০
সাতক্ষীরা	৪৫.৭	০.০	১১.৪	২.১	০.৭	১.৪	২.১	.৭	১৪০
ফেনী	১৫.৮	০.৮	৩.৩	০.৮	০	০০	০.০	০	১২০
বরগুনা	৩০.৮	০.০	২.৫	০	০.৮	২০.০	০.০	৯.২	১২০
নরসিংদী	৫.০	০.০	৩.৩	২.৫	০.৮	১.৭	০.০	০.৮	১২০
হবিগঞ্জ	২৬.৩	০.০	১৯.৪	৪.৪	১.৩	৩.৮	০.৬	৩.১	১৬০
মোট	২৮.৯	৫.৪	১২.৪	২.৬	১.৪০	৪.৫	০.৬	২.১	৮৪০
বেইজলাইন	৪২	৫	-	৩		৪	.৩	৪	-

উৎস- বেইজলাইন প্রতিবেদন এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার খানা জরিপ

দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানচিত্র

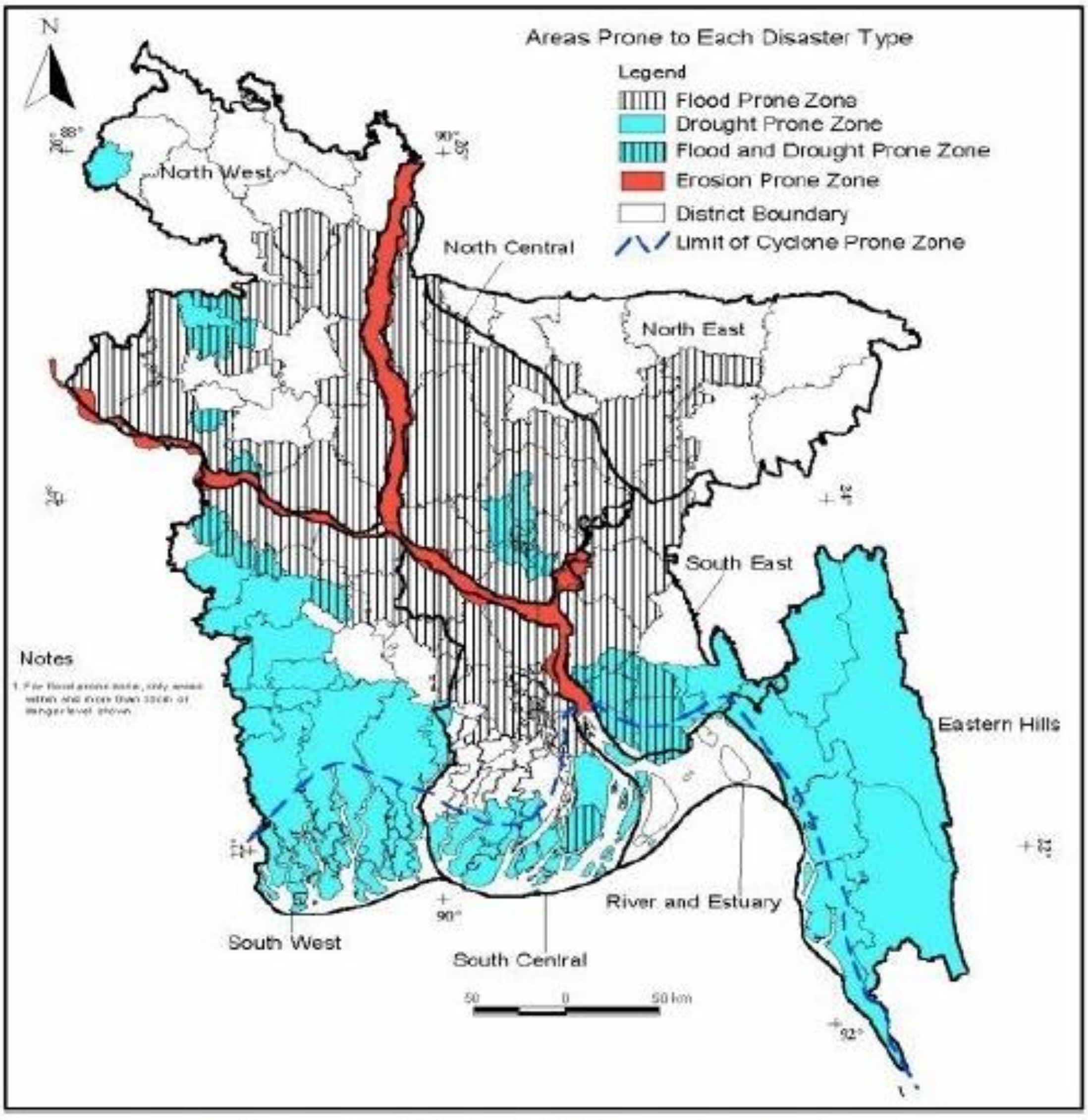

Source: http://www.saarc-sadkn.org/countries/bangladesh/hazard_profile.aspx

চিত্র ৫ঃ বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রবণ এলাকাসমূহ

প্রকল্প এলাকার রাস্তার বর্তমান অবস্থাঃ

সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার ৬ টি জেলায় (সিরাজগঞ্জ, বরগুনা, সাতক্ষীরা, নরসিংদী, ফেণী এবং হবিগঞ্জ) ৩৩টি রাস্তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। উল্লেখিত রাস্তাগুলির ধরণ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বর্তমানে ২১ শতাংশ রাস্তা সম্পূর্ণ কাঁচা ও ৩৪ শতাংশ রাস্তা সম্পূর্ণ সোলিং। অপরদিকে ৪২ শতাংশ রাস্তা আংশিকভাবে কাঁচা ও সোলিং-কংক্রিটের এবং ৩ শতাংশ রাস্তা আংশিক সোলিং-কার্পেটিং। রাস্তার গুণগত অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৭০ শতাংশ রাস্তার মুল অংশ ও সোল্ডার অংশ মধ্যম মানের ও ৩০ শতাংশ খারাপ অবস্থায় রয়েছে। পার্শ্বঢালের অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৬০ শতাংশ রাস্তা মধ্যম মানের এবং ৪০ শতাংশ খারাপ। প্রকল্পের কার্যক্রম ২০১১ সালে শেষ হবার পর পরবর্তীতে এলজিইডি, এলজিএসপি, টিআর, কাবিখা, একশো দিনের কার্যক্রমের জন্য রাস্তাগুলির বর্তমান চিত্র পাওয়া যায়।

চিত্র ৬ঃ সিরাজগঞ্জ প্রকল্প এলাকার একটি রাস্তার বর্তমান অবস্থা

অধ্যায়-৪

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পের প্রভাব

অধ্যায় -৪
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পের প্রভাব

অত্র অনুচ্ছেদের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত মূলতঃ খানা জরিপ, এফজিডি, নিবিড় আলোচনা, প্রকল্পের বেইজলাইন এবং এন্ডলাইন প্রতিবেদন পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্য থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক পেশাঃ উপকারভোগীদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক পেশার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেইজলাইনে যেখানে ১৬.০ শতাংশ রিওপা উপকারভোগী আত্ম-কর্মসংস্থান পেশায় নিয়োজিত ছিল সেখানে বর্তমানে ৩৭.৩ শতাংশ আত্ম-কর্মসংস্থান পেশায় (ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প, সেলাই, তাত-বুটিক, হাঁস-মুরগি, পশু পালন প্রভৃতি) জড়িত। জেলাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিরাজগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় সর্বাধিক ৮৩.৫ ও ৪৯.৪ শতাংশ উপকারভোগী আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক পেশায় জড়িত যেখানে হবিগঞ্জ ও সাতক্ষীরায় যথাক্রমে ১৭.৬ ও ১৫.৪ শতাংশ। জেলাভিত্তিক আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক পেশার বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট সারণিতে দ্রষ্টব্য (পরিশিষ্ট সারণি-৯) ।

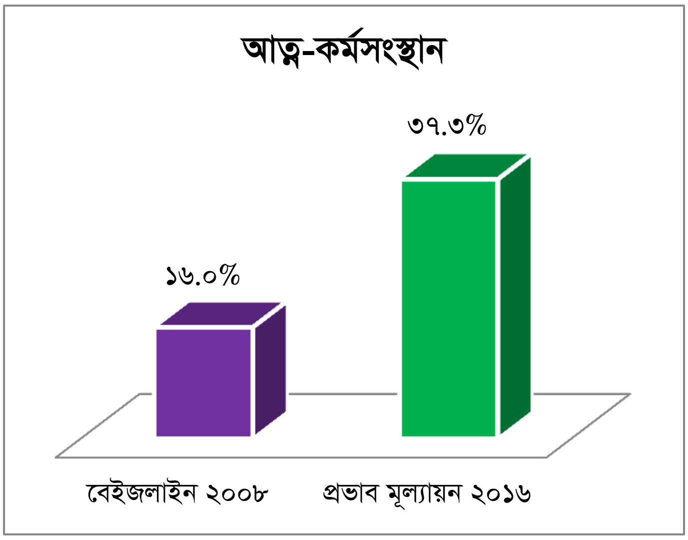

গ্রাফ ৪.১ঃ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক পেশা
উৎস: বেইজলাইন ও প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

সারণি ৪.১ঃ উপকারভোগীদের পেশা

জেলা	আত্ম-কর্মসংস্থান (%)						অন্যান্য পেশা (%)					উত্তরদাতা (n)
	তাত/ বুটিক/ সেলাই	কৃষি/ কম্পোষ্ট সার	পশু / হাঁস মুরগি পালন	ক্ষুদ্র ব্যবসা	বাবুর্চি /ধাত্রী/ জেলে %	কুটির শিল্প %	দিন মজুর/ শ্রমিক %	গৃহকর্মী %	গৃহিণী %	চাকুরি %	বেকার %	
সিরাজগঞ্জ	১০.৬	১.৭	৩৭.৮	২৯.৪	১.২	২.৮	৮.৩	২.৮	৪.৪	১.১	-	১৮০
সাতক্ষীরা	১.৩	-	-	১২.৪	১.০	০.৭	৭০.১	৪.৩	৬.৪	২.১	১.৪	১৪০
ফেনী	২.৫	০.৮	৬.৭	১৩.৫	১.৬	৭.৫	৩৩.৮	১১.৭	১০.০	১০.০	২.৫	১২০
বরগুনা	৫.০	০.৮	৪.৫	১২.৫	-	২.৫	২৮.৩	২০.২	৭.৫	৫.৮	০.৮	১২০
নরসিংদী	৫.২	৪.২	২১.৭	১৫.৮	-	২.৫	১৩.৩	৪.২	৩১.৭	১.৭	০.৮	১২০
হবিগঞ্জ	-	-	৬.৪	৮.৩	১.০	১.৯	৪৬.১	১৩.১	১৮.৮	৫.০	-	১৬০
মোট	৪.১	১.৩	১২.৯	১৫.৩	০.৮	৩.০	৩৩.৩	৯.৪	১৪.৮	৪.৩	০.৯	৮৪০
	৩৭.৩						৬২.৭					

পরিবারে সঞ্চয় ঃ উপকারভোগী পরিবারের সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বেইজলাইনে যেখানে ২০.০৫ শতাংশ উপকারভোগী পরিবারের সঞ্চয় ছিল সেখানে বর্তমানে ৭৫.০ শতাংশ পরিবারের সঞ্চয় আছে এবং পরিবারে গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫৫২৪.৬০ টাকা যেখানে বেইজলাইনে ছিল ২৩২২.৩৩ টাকা। জেলাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিরাজগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় সর্বাধিক ৯৭.৮ ও ৯০.০ শতাংশ উপকারভোগী পরিবারে সঞ্চয় আছে যেখানে হবিগঞ্জ ও সাতক্ষীরা জেলায় তা যথাক্রমে ৫২.৬ ও ৫৬.৭ শতাংশ। জেলাভিত্তিক সঞ্চয়ের বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট সারণিতে দ্রষ্টব্য (পরিশিষ্ট সারণি -১০)।

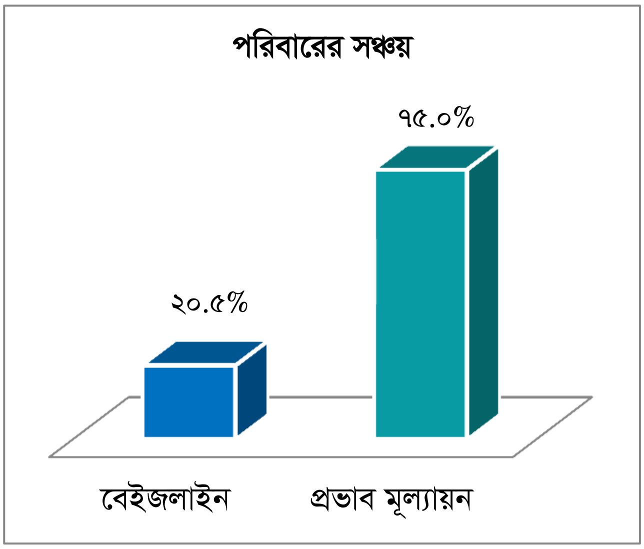

গ্রাফ ৪.২ঃ পরিবারের সঞ্চয়

উৎস: প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

পরিবারে সঞ্চয় জমার ক্ষেত্রসমূহ ঃ উপকারভোগী পরিবারের সঞ্চয় জমার প্রবণতার হারে পরিলক্ষিত যে, বেইজলাইনে যেখানে ৩ শতাংশ উপকারভোগী পরিবার ব্যাংকে সঞ্চয় করত বর্তমানে ২৮ শতাংশ এবং সমিতিতে সঞ্চয়ের হার ৫৭ শতাংশ থেকে কমে ৩৭ শতাংশ যা উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ব্যাংকের সাথে যোগাযোগের সম্পর্ক উন্নয়ন নির্দেশ করে। জেলাভিত্তিক সঞ্চয়ের বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট সারণিতে দ্রষ্টব্য (পরিশিষ্ট সারণি -১১)।

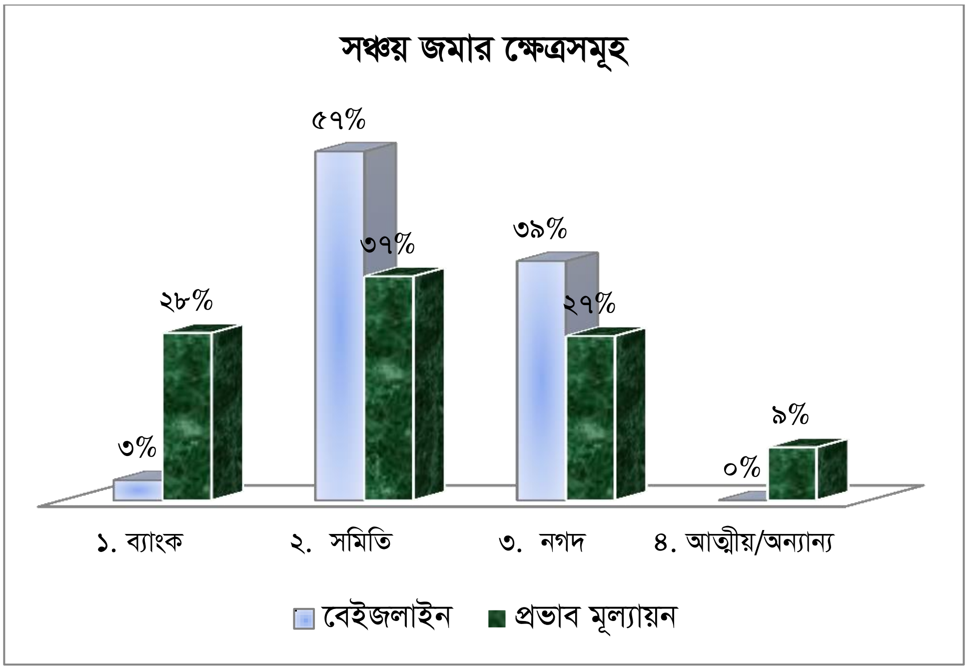

গ্রাফ ৪.৩ঃ পরিবারের সঞ্চয় জমার ক্ষেত্রসমূহ

উৎস: প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

পরিবারে বসত ঘরের ধরনঃ উপকারভোগীদের পরিবারের বসত ঘরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বর্তমানে ৮৭.৬ শতাংশ পরিবারে টিনের ঘর আছে যা বেইজলাইনে ছিল ২১.৫ শতাংশ। জেলাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, নরসিংদী জেলায় সর্বাধিক ৯৯.১ শতাংশ উপকারভোগী পরিবারের বসতঘর টিনের, অন্যদিকে সাতক্ষীরা জেলায় ৪২.১ শতাংশ উপকারভোগী পরিবারের বসতঘর টিনের। জেলা ভিত্তিক বসতঘর সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নীচের সারণিতে। উল্লেখ্য যে উপকারভোগীরা সঞ্চয় এবং বোনাসের টাকার ১২.৩ শতাংশ টাকা ঘর তৈরি/মেরামত বাবদ ব্যয় করেছে ফলশ্রুতিতে তাদের টিনের ঘরের সংখ্যা বেইজলাইনের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪.২ ঃ উপকারভোগী পরিবারে বসত ঘরের ধরন

জেলা	পরিবারের বসত ঘরের ধরন				উত্তরদাতা (n)
	পাঁকা %	আধা পাঁকা %	টিন %	কাঁচা %	
সিরাজগঞ্জ	০	০	৯৮.৩	১.৭	১৮০
সাতক্ষীরা	০.৭১	২২.১	৪২.১	৩৫	১৪০
ফেনী	০.৮	০.৮	৯৬.৭	১.৭	১২০
বরগুনা	০	১.৭	৯৫.৮	২.৫	১২০
নরসিংদী	০	০	৯৯.১	০.৮	১২০
হবিগঞ্জ	০	৬.২	৯৩.৭	০	১৬০
মোট	০.৩	৫.১	৮৭.৬	৭.০	৮৪০
বেইজলাইন	০	০.৮	২১.৫	৭৭.৭	

উৎস- বেইজলাইন প্রতিবেদন এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার খানা জরিপ

প্রকল্পের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাবঃ মূল্যায়ন সমীক্ষায় খানা জরিপের উত্তরদাতাদের মতে "প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রভাব" সম্পর্কে দেখা যায় যে, ৭৭.৬ শতাংশ উপকারভোগীর মতে প্রকল্পের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি হয়েছে, ১৪.২ শতাংশ পরিবারে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৮.৬ শতাংশ পরিবারের সন্তানদের স্কুলে যাবার হার বৃদ্ধি, ৪.২ শতাংশ উপকারভোগী পরিবারে স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪.৩ ঃ রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব (একাধিক উত্তর)

জেলা	আয় বৃদ্ধি%	জীবন যাত্রার মান উন্নত/ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি %	স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি %	শিশুদের স্কুলে যাবার হার বৃদ্ধি %	শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি / গবাদি পশু-পাখি পালন বৃদ্ধি %	উত্তরদাতা (n)
সিরাজগঞ্জ	৭৩.৯	১৮.৯	১২.২	৩.৩	৫.০	১৮০
সাতক্ষীরা	৮২.৯	১৭.১	০.০	১৭.১	১.৪	১৪০
ফেনী	৮৮.৩	৬.৭	৯.২	১০.০	১.৭	১২০
বরগুনা	৪৭.৫	২০.৮	০.০	৫.০	০.০	১২০
নরসিংদী	৮৫.০	১৫.০	৩.৩	২.৫	২৪.২	১২০
হবিগঞ্জ	৮৮.১	৬.৯	.৬	১৩.৮	১২.৫	১৬০
মোট	৭৭.৬	১৪.২	৪.২	৮.৬	৭.৫	৮৪০

উৎস- প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ-২০১৬

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা, মহিলা বিষয়ক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ব্যাংক কর্মকর্তা বলেছেন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, শিক্ষার উন্নয়ন, দুস্থ নারীদের আর্থিক সচ্ছলতা, তাদের পরিবারে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন হয়েছে। একই ইস্যুতে ইউনিয়ন পরিষদ,সহযোগী এনজিও এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার অংশগ্রহণকারীর মতে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি হয়েছে। এ সম্পর্কে ডিসি, ডিডি -এলজি ও ইউএনও'র মতে উপকারভোগীদের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন, আর্থিক সচ্ছলতা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমানের উন্নয়ন হয়েছে।

পরিবেশের উপর প্রভাবঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনায় অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী বলেছেন, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। কয়েকজন বলেছেন, জৈব সারের ব্যবহার বেড়েছে, রাস্তার মাটির ক্ষয় রোধ হয়েছে। পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে ডিসি, ডিডি -এলজি ও ইউএনও'র মতে কেঁচো সার ব্যবহার, জলাবদ্ধতা হ্রাস, মশামাছি নিধন, বৃক্ষ রোপণ ও স্যনিটেশন সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ থেকে পরিবারের উপকারসমূহঃ মূল্যায়ন সমীক্ষায় খানা জরিপের উত্তরদাতাদের মতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ থেকে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে যেমন; ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ৩৫.০৮ শতাংশ, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ৬৭.৫ শতাংশ এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণে দক্ষতা উন্নয়ন ৪৭.৮ উপকারভোগী পরিবারে। জেলাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণের ফলে সিরাজগঞ্জ জেলায় সর্বাধিক ৬৯.৪ ও ৯১.১ শতাংশ উপকারভোগীর ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণের ভূমিকা রয়েছে। যা হবিগঞ্জ জেলায় যথাক্রমে ১৫.৬ ও ৩৬.৯ শতাংশ।

সারণি ৪.৪ ঃ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ থেকে পরিবারের উপকারসমূহ (একাধিক উত্তর)

জেলা	প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ থেকে পরিবারের উপকারসমূহ				উত্তরদাতা (n)
	ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি %	পুষ্টি চাহিদা পূরণে দক্ষতা উন্নয়ন %	সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি%	বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বেড়েছে %	
সিরাজগঞ্জ	৬৯.৪	৭১.১	৯১.১	৬১.১	১৮০
সাতক্ষীরা	১৮.৬	৫০.৭	৭৩.৬	২৮.৬	১৪০
ফেনী	২৭.৪	৪৮.৭	৭৪.৪	১.৭	১২০
বরগুনা	৩০.৮	৩৮.৩	৭৫.০	৩৭.৫	১২০
নরসিংদী	৪৮.৭	৭২.৬	৫১.৩	৩.৪	১২০
হবিগঞ্জ	১৫.৬	৭.৫	৩৬.৯	১১.৩	১৬০
মোট	**৩৫.০৮**	**৪৭.৮**	**৬৭.৫**	**২৬.৩**	৮৪০

উৎস- প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ-২০১৬

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা সম্পর্কে এফজিডি'তে অংশগ্রহণকারীগণ আয় বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে যাবার সুবিধা এবং সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন।

বাস্তবায়নকৃত স্কীমের ভূমিকাঃ স্থানীয় সম্পদের উন্নয়নে বাস্তবায়নকৃত স্কীমের ভূমিকা সম্পর্কে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীগণ বলেছেন ব্যবসা, কৃষি, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, রাস্তা ঘাট সংরক্ষণ, মাঠে মাটি ভরাট, পুকুর/খাল

সংস্কার, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতিসহ জনগণের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া রাস্তা-ঘাটের উন্নয়নের ফলে চলাচলের সুবিধা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হয়েছে।

প্রকল্প না থাকার ফলে সৃষ্ট ঝুঁকিঃ ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রকল্প না থাকার ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কে অধিকাংশ উত্তরদাতার মতে কর্ম এলাকায় দুস্থ নারীদের (প্রতি ইউনিয়নে ৬৩ জন) যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা এখন হ্রাস পেয়েছে এবং এলাকায় আরো যে নারী ছিল তারা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এছাড়া রিওপা কর্মী থাকার সময় মাটি সংক্রান্ত সংস্কার/মেরামতের প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত তা এখন সম্ভব হয় না, ফলে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনসম্পদ পূর্বের তুলনায় সংস্কার কম হচ্ছে ফলশ্রুতিতে পণ্য পরিবহণে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুস্থ বিশেষত নারীদের জন্য যে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসমূহ হাতে নেয়া হয়েছে তা কারিগরি সহায়তা, তদারকি ও ফলো-আপের অভাবে কিছু বন্ধ হয়ে গেছে (কেঁচো সার, বন্ধু চুলা, বাটিক-বুটিক) এবং যাচ্ছে। প্রকল্পের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে জনসম্পদ সংস্কার কাজে কর্মহীন মৌসুমে দুস্থ-নারী পুরুষের খন্ডকালীন যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা কমে যাওয়ায় অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে চাপ বেড়েছে, যেমন; ১০০ দিনের কর্মসূচি, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ প্রভৃতি।

নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার মাছিমপুর ইউনিয়নের দাওরগাঁ গ্রামের বাসিন্দা হাঁসনারা বেগম। তার বর্তমান বয়স ৩৮ বছর। প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত স্বামী দুলাল মিয়া বেশ কিছুদিন ধরে পঙ্গু। বিয়ের ৫ বছরের মধ্যেই হাঁসনারার জীবনে নেমে আসে এই অমানিশার বিভীষিকা। অকালপঙ্গু স্বামী, ২ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে ৫ জনের সংসার তার। প্রতিনিয়ত দুঃখের ঘানি টেনে সংসার চালাতে গিয়ে তাকে অন্যের বাড়িতে রাতদিন কাজ করতে হতো। এমনও দিন গেছে পরিবারের সবাইকে নাখেয়ে কাটাতে হয়েছে। এভাবে একদিন সে বাড়ির কাছেই মাইকে শুনতে পায় তাদের ইউনিয়ন পরিষদের রিওপা প্রকল্পে কিছু দুস্থ মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হবে। সময় ও তারিখ অনুযায়ী উপস্থিত থেকে সে সাক্ষাৎকার ও লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকার একটি উৎস পেয়ে হাঁসনারা বুকে সাহস সঞ্চয় করে। এ পর্যায়ে তাকে সহায়তা করেন স্থানীয় এনজিও পাপড়ি'র মাঠকর্মী এবং তার মাধ্যমে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে সে রিওপা প্রকল্পের বেতন এবং কাজের সময়সূচি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। প্রতিদিন ১০০ টাকা করে ১৪ দিন পর পর নগদ ৯৮০ টাকা এবং সঞ্চয় বাবদ ৪২০ টাকা তার ব্যাংক হিসাবে জমা হতে থাকে। ইতিমধ্যে সে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কেঁচো সার ইত্যাদি বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এ প্রশিক্ষণ তাকে একদিকে সচেতন অন্যদিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। মৌলিক সেবায় কেঁচো সার প্রশিক্ষণ থেকে ৫০ গ্রাম কেঁচো ও ২টি রিং স্লাব পেয়েছিলেন। হাঁসনারা আর কালক্ষেপণ করেননি, কাজ শুরু করে কিছুদিনের মধ্যেই ৫০ কেজি কেঁচো ১৫০০ টাকা দরে এবং ১৫ হাজার টাকার সার বিক্রি করেছে। রিওপা প্রকল্পের কাজের শেষে এককালীন ২৪ হাজার টাকা পেয়ে ১৫ শতাংশ জমি বন্ধক রেখেছে এবং সেই জমিতে বছরব্যাপী কেঁচো সারের মাধ্যমে সবজির চাষ করেছে। প্রশিক্ষণ থেকে সচেতন হয়েই হাঁসনারা জানতে পারে শাক-সবজি চাষে রাসায়নিক সার প্রয়োগ মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তার বিষমুক্ত শাক-সবজি বিক্রি করে হাতে বেশ কিছু অর্থ জমা হয় যা দিয়ে কুশলী হাঁসনারা সংসারের অনেক কাজ করেন। ছেলে লেখাপড়া শিখে মাসিক ৭০০০ টাকা বেতনে গার্মেন্টসে কাজ করছে। ইতোমধ্যে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করে থাকার ঘর নির্মাণ করিয়েছেন।

হাঁসনারার মতে কেঁচো সার প্রয়োগে বিষমুক্ত শাক-সবজি উৎপাদন ও বিক্রি একটি পরিবেশ সম্মত কাজ। স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ কাজটি ধরে রাখতে পারলে তার নিজের ও এলাকাবাসীর উপকার হতো। কিন্তু কারিগরী সহায়তা এবং বাজারজাতকরণের অভাবে হাঁসনারা সহ জেলার অন্যান্য প্রায় একশো'র অধিক কেঁচো স্যার উৎপাদনকারীর ব্যবসা বন্ধ হয়েছে। উপকারভোগীদের সাথে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কার্যকরী সংযোগ, মার্কেট লিংকেজ ও সমন্বয় সাধন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উপকারভোগীদের কেঁচো কম্পোষ্ট সার প্রকল্প স্থায়িত্ব লাভ করেনি।

প্রকল্পের সবল দিকঃ প্রকল্পের সবল দিক সম্পর্কে খানা জরিপের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ৫৯.৯ শতাংশ উত্তর পাওয়া গেছে "দুস্থ,অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের ফলে আয় বৃদ্ধি", ৩৩.৮ শতাংশ উত্তর পাওয়া গেছে "রাস্তা-ঘাট ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন", ৩১.৫ শতাংশ উত্তর পাওয়া গেছে, "সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও দুস্থ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে" সবল দিক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নের সারণিতে খানা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের সবল দিকসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

সারণি ৪.৫ঃ প্রকল্পের সবল দিক (একাধিক উত্তর)

ক্রম	**প্রকল্পের সবল দিকসমূহ**	*%*
১.	দুস্থ/অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের ফলে আয় বৃদ্ধি	৫৯.৯
২.	রাস্তা-ঘাট ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন	৩৩.৮
৩.	সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও দুস্থ নারীর ক্ষমতায়ন	৩১.৫
৪.	উপকারভোগী পরিবারে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাবার প্রবণতা বেড়েছে	৫.৪
৫.	উপকারভোগী পরিবারে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি	৭.৭
৬.	সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি সৃষ্টি	১৯.৯
৭.	আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	২০.৬
৮.	স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি	৩.২
৯.	ব্যাংকের মাধ্যমে লেন-দেন	১.৮
১০.	দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১২.৭
১১.	উপকারভোগীদের সুদে টাকা নিতে হয়নি	১.৭

উৎস- প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ-২০১৬

রিওপা প্রকল্পের সবল দিকগুলি সম্পর্কে এফজিডি'তে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী বলেছেন, অসহায় নারীদের কর্মসংস্থান, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও সঞ্চয় বৃদ্ধি। এছাড়াও উল্লেখ করেছেন পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচি যেমন; জৈব (কেঁচো) সার, সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা, বন্ধু চুলা, সনোফিল্টার বিতরণসহ আয়বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন , ব্যাংকের মাধ্যমে লেন-দেন প্রভৃতি। এ বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা যেমন ডিসি, ডিডি -এলজি ও ইউএনও, এবং উপজেলা চেয়ারম্যান ও সমাজসেবা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ব্যাংকার, পিআইও এবং এনজিও প্রতিনিধিগণ একই বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রকল্পের দুর্বল দিকঃ প্রকল্পের দুর্বল দিক সম্পর্কে খানা জরিপের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ৬৭.৯ শতাংশ উত্তর পাওয়া পগছে, "প্রকল্পের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ রিওপা কর্মীদের চাকুরির মেয়াদ কম ছিল", ৩৮.৩ শতাংশ উত্তর পাওয়া গেছে, "উপকারভোগীদের মজুরি বাজার অনুপাতে কম ছিল", ১২.৪ শতাংশ উত্তর পাওয়া গেছে, "বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থার অভাব ছিল," ৫.৮ শতাংশ উত্তর পাওয়া গেছে "প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে তদারকি-ফলোআপ কম ছিল" বলে প্রকল্পের দুর্বল দিক হিসাবে জানিয়েছেন।

সারণি ৪.৬ঃ প্রকল্পের দুর্বল দিক

ক্রম	প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ	%
১	প্রকল্পের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ রিওপা কর্মীদের চাকুরির মেয়াদ কম ছিল	৬৭.৯
২	উপকারভোগীদের মজুরি বাজার অনুপাতে কম ছিল	৩৮.৩
৩	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ রিওপা কর্মীদের সৃষ্টি ক্ষুদ্র ব্যবসা গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সঞ্চয়/পুঁজি ছিল না	৫.৮
৪	মৌলিক সেবার প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা গ্রহণের জন্য প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা ছিল না	৪.৪
৫	প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে তদারকি-ফলোআপ কম ছিল	৫.৮
৬	উপকারভোগী নিয়োগে পুরাপুরি স্বচ্ছতা ছিল না	০.৩
৭	প্রকল্প চলাকালীন সামাজিক নিরাপত্তার অন্য কোন কর্মসূচি থেকে সেবার নেবার সুযোগ ছিল না	৩.০
৮	বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থার অভাব ছিল	১২.৪

উৎস- প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ-২০১৬

প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলি সম্পর্কে এফজিডি'তে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী বলেছেন, রিওপা প্রকল্পের মেয়াদ, মজুরি পরিমাণ কম ছিল। এছাড়া প্রশিক্ষণের যথাযথ ফলোআপ ছিল না, মাঠ পর্যায়ে তদারকি কম ছিল, মৌলিক সেবার প্রশিক্ষণ কার্যকরী ছিল না, আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ শেষের দিকে আয়োজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইউপি জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা যেমন ডিসি, ডিডি -এলজি ও ইউএনও, সমাজসেবা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, পিআইও এবং উপজেলা চেয়ারম্যান ও ব্যাংকার এবং এনজিও প্রতিনিধিগণ একই বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন পরিষদ মৌলিক সেবা এবং রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের প্রশিক্ষণের থেকে স্কীম বাস্তবায়নে বেশী আগ্রহী ছিল।

অধ্যায়-৫

উপকারভোগী নারীদের ক্ষমতায়ন

অধ্যায়-৫
উপকারভোগী নারীদের চলাফেরার ক্ষেত্রসমূহ

অত্র অনুচ্ছেদের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত খানা জরিপ, এফজিডি, নিবিড় আলোচনা, প্রকল্পের বেইজলাইন এবং এন্ডলাইন প্রতিবেদন পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

নারীদের চলাফেরার ক্ষেত্রসমূহঃ উপকারভোগী নারীদের চলাফেরার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সম্প্রতি সমাপ্ত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাকালে ৯৬ শতাংশ নারী উপকারভোগী পারিবারিক ও ব্যবসার প্রয়োজনে বাজারে যেতে পারে, সেখানে বেইজলাইনকালীন ৬৬ শতাংশ নারী উপকারভোগী যেতে পারত। বর্তমানে ৭৪.১ শতাংশ নারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা সরকারি হাসপাতালে সেবা নিতে পারে, সেখানে বেইজলাইনকালীন ছিল ৪৬.৭শতাংশ। বর্তমানে সর্বাধিক ৬৭.১ শতাংশ নারী ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ পরিবারের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম যা বেইজলাইনকালীন ছিল ৬.৭ শতাংশ। জেলা ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সিরাজগঞ্জ জেলায় সর্বাধিক ৯৬.১ শতাংশ নারী উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম সেখানে হবিগঞ্জ জেলায় তা ৩০ শতাংশ। জেলাভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট সারণিতে দ্রষ্টব্য (পরিশিষ্ট সারণি -১২)।

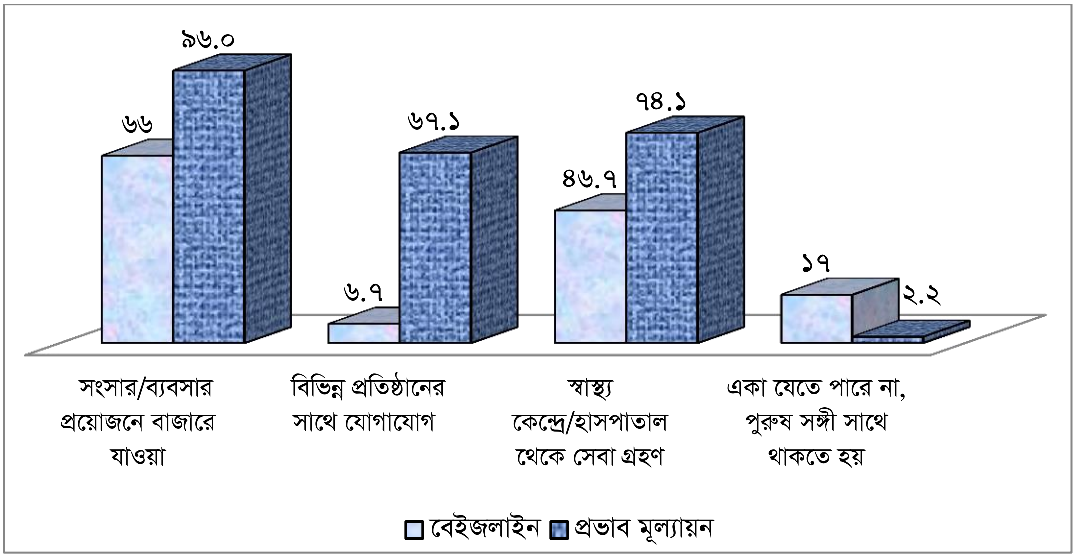

গ্রাফ ৫.১ঃ নারীদের চলাফেরার ক্ষেত্রসমূহ
উৎস: প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

নারীদের বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে অংশগ্রহণঃ উপকারভোগী নারীদের বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৪৩ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদে, ৪০.৪ শতাংশ এনজিওতে এবং ২২.৭ শতাংশ ব্যাংকে যায়। তাছাড়াও গ্রাম আদালত, সালিশ, কমিউনিটি/ স্বাস্থ্য ক্লিনিকসহ নারীরা বিভিন্ন কমিটিতে অংশগ্রহণ করেন।

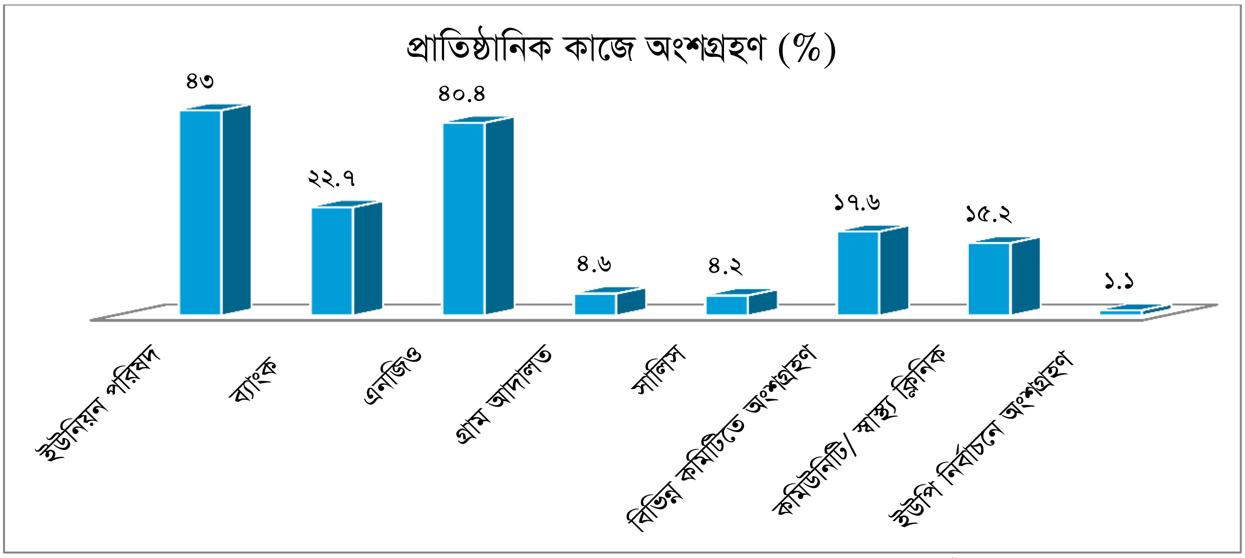

গ্রাফ ৫.২ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক কাজে অংশগ্রহণ
উৎস- প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

উপকারভোগী নারীর সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাঃ

উপকারভোগী (উত্তরদাতা) পরিবারে নারীদের পরিবারে নিজস্ব আয় নিয়ন্ত্রণে সিদ্ধান্ত নেবার তথ্য চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেইজলাইনকালীন ৬৯.৪ শতাংশ এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ৮৯.৯ শতাংশ উপকারভোগী নিজস্ব আয় নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া যথাক্রমে ৭৫.৪ ও ৬৩.৪ শতাংশ উপকারভোগী নারী পারিবারিক আয় ও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। জেলাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সিরাজগঞ্জ জেলায় সর্বাধিক ৯৭.৭ শতাংশ উপকারভোগী নারী নিজস্ব আয় নিয়ন্ত্রণ করেন।

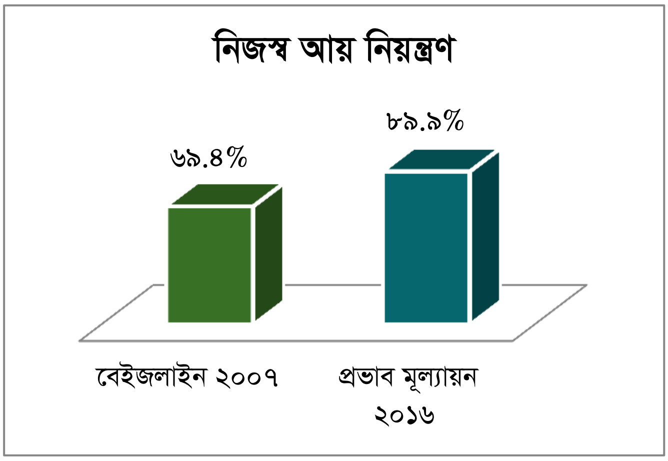

গ্রাফ ৫.৩ঃ নিজস্ব আয় নিয়ন্ত্রণ
উৎস- প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ

বেইজলাইন এবং প্রভাব মূল্যায়ন উভয় ক্ষেত্রেই নিজস্ব এবং পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রের ইতিবাচক চিত্র পরিলক্ষিত হয়, মূলত তার কারণ হলো উপকারভোগী মহিলারা সকলেই নারী প্রধান পরিবার থেকে আগত। জেলা ভিত্তিক উপকারভোগী নারীর সিদ্ধান্ত নেবার তথ্য পরিশিষ্ট সারণিতে দেয়া আছে (পরিশিষ্ট সারণি -১৩) ।

নিবিড় আলোচনা এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীর মতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও একা চলাফেরার নারীর সক্ষমতা বেড়েছে, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উপার্জনে সক্ষমতা, আত্ম-কর্মসংস্থান, সচেতনতা বৃদ্ধি, ব্যবসা বাণিজ্যে যুক্ত হওয়া, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা, দক্ষতা বৃদ্ধি, বাল্য বিবাহ রোধ ও বৈষম্য হ্রাস পেয়েছেন। কারো কারো মতে জেন্ডার বৈষম্য ও নারী নির্যাতন হ্রাস এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে।

উপকারভোগী পরিবারে নারীদের পেশাঃ উপকারভোগী পরিবারে নারীদের পেশার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৯৯.৪ শতাংশ নারীই কোন না কোন উপার্জনক্ষম পেশার সাথে যুক্ত আছেন।

সারণি ৫.১ঃ পরিবারের নারী সদস্যদের পেশা

জেলা	তাঁতের কাজ	দর্জি	ব্যবসা/ ক্ষুদ্র ব্যবসা	কুটিরশিল্প	পশুপালন/ হাঁস-মুরগি	দিনমজুর/ শ্রমিক	চাকুরি	গৃহকর্মী	ধাত্রীর কাজ	গৃহিণী	মোট
সিরাজগঞ্জ	১৩.৯	২.৫	২৬.৬	৩.৮	৩৯.২	১২.৭	০.৬	০.৬	০	০	১৫৮
সাতক্ষীরা	০.৮	০	১০.৫	১.৬	০.৮	৭৫.৮	২.৪	৭.৩	০.৮	০	১২৪
ফেনী	৩.৭	২.৮	১৩	৫.৬	৯.৩	৩৪.৩	৬.৫	১৯.৪	১.৯	০.৯	১০৮
বরগুনা	৩.১	৫.২	১৩.৫	২.১	৩.১	৩৩.৩	৬.৩	৩২.৩	০	১	৯৬
নরসিংদী	২.৯	১	২৩.৫	৩.৯	৩৪.৩	১৬.৭	৩.৯	১০.৮	০	২	১০২
হবিগঞ্জ	০.৭	১.৫	৭.৪	১.৫	২.৯	৫৮.১	৫.৯	২২.১	০	০	১৩৬
মোট	৪.৭	২.১	১৬	৩	১৫.৯	৩৮.৫	৪	১৪.২	০.৪	০.৬	৭২৪

উৎস- প্রভাব মূল্যায়ন খানা জরিপ-২০১৬

অধ্যায়-৬

SWOT বিশ্লেষণ

অধ্যায়-৬
SWOT বিশ্লেষণ

SWOT বিশ্লেষণ মূলতঃ খানা জরিপ, এফজিডি, নিবিড় আলোচনা, ডকুমেন্ট পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

সবল দিকসমূহ (Strengths)	সুযোগসমূহ (Opportunities)
• দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি • দুস্থ/অসহায় মহিলাদের আয় বৃদ্ধি • চাহিদা অনুযায়ী আয় বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান • উপকারভোগী মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান • সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও দুস্থ নারীর ক্ষমতায়ন • উপকারভোগী পরিবারে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি • রাস্তা-ঘাট ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে • উপকারভোগী পরিবারে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাবার প্রবণতা বেড়েছে • দুস্থ/অসহায় মহিলাদের ব্যাংকসহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা (Access) বেড়েছে • উপকারভোগীদের মহাজনদের থেকে সুদে টাকা নেবার প্রবণতা কমেছে • ইউনিয়ন পরিষদের রেকর্ড সংরক্ষণের দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে	• স্থানীয় সরকার আইন ও পরিপত্রসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক ছিল • প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ”দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল” এবং “সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার” সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল • Local Government Support Project (LGSP) এবং Learning and Innovation Component (LIC) প্রকল্পভূক্ত এলাকায় রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কৌশল অনেকাংশে এক থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে • ইউনিয়ন পরিষদের দরিদ্রবান্ধব প্রকল্প/স্কীম গ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি • আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি রিসোর্স পার্সনের পর্যাপ্ততা ছিল • চাহিদা অনুযায়ী উপকারভোগী পাওয়া গেছে
দুর্বল দিকসমূহ (Weakness)	**ঝুঁকিসমূহ (Threats)**
• প্রকল্পের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ রিওপা কর্মীদের চাকুরির মেয়াদ কম ছিল • উপকারভোগীদের মজুরি বাজার অনুপাতে কম ছিল • রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ রিওপা কর্মীদের সৃষ্টি ক্ষুদ্র ব্যবসা গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সঞ্চয়/পুঁজির স্বল্পতা ছিল • সঞ্চয়ের অধিকাংশ টাকা ব্যবসাতে বিনিয়োগ না করে সাংসারিক কাজে ব্যবহার হয়েছে • মৌলিক সেবার প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা গ্রহণের জন্য প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা না থাকা • আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ শেষে তদারকি-ফলোআপ কম ছিল • উপকারভোগী নিয়োগে পুরাপুরি স্বচ্ছতা ছিল না • বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থার অভাব ছিল • প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের অভাব ছিল • প্রকল্পের Exit প্লান ছিল না • উপকূল অঞ্চলের দুর্যোগ “সিডর” (২০০৭) ও “আইলা”(২০০৯) পরবর্তী মানবিক সাহায্য/ত্রাণের পর্যাপ্ততা থাকা সত্ত্বেও কার্যকরী সমন্বয়ের অভাবে অনেকাংশে প্রকৃত উপকারভোগীরা সুফল পায়নি	• প্রকল্প চলাকালীন সময় দুর্যোগ “আইলা” (২০০৯) উপকূল অঞ্চলের উপকারভোগী’র আর্থসামাজিক অবস্থা এবং প্রকল্পের স্কীম সমূহের ক্ষতি সাধন করে • প্রকল্প পরবর্তী “সিডর” (২০০৭) উপকূলীয় অঞ্চল (বরগুনা, সাতক্ষীরা) উপকারভোগীদের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে যার প্রভাব এখনও বিদ্যমান • প্রকল্প চলাকালীন শেষ (২০১১) পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য কাযক্রম বিলম্বিত হয় • প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বদলি।

অধ্যায়-৭

সার্বিক পর্যালোচনা, সুপারিশ এবং উপসংহার

অধ্যায়-৭
সার্বিক পর্যালোচনা, সুপারিশ এবং উপসংহার

৭.১ সার্বিক পর্যালোচনা

রিওপা প্রকল্পটি মূলত বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, পরিত্যক্তা, স্বামী কর্ম অক্ষম দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছিল যাতে ক্রমান্বয়ে তারা দারিদ্র্যের কবল থেকে স্থায়ীভাবে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কর্মহীন মৌসুমে শ্রমিকদের (নারী ও পুরুষ) জন্য খন্ডকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনসম্পদ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নমূলক একটি বিশেষ সেবা প্রদানের কর্মকৌশল উন্নয়ন সাধন করা এবং স্থানীয় সরকার বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা উন্নয়ন যাতে তারা দারিদ্র্য-বান্ধব বিনিয়োগে তৎপর হয়। রিওপা প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ২৪,৪৪৪ জন নারীর ২ বছরের কর্মসংস্থান, ৪৪,৮৪৮ কি.মি কাঁচা রাস্তা এবং ১৬৪২ টি প্রতিষ্ঠান সংস্কার, ২৩৫৩ টি স্কীমের মাধ্যমে ৯৮,০০০ জন নারী-পুরুষের জন্য কর্মহীন মৌসুমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ৮৮৩ টি প্রশিক্ষণ স্কীমের মাধ্যমে ৭৮,৫০০ জন নারী ও পুরুষের চাহিদামাফিক দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের আয়-ব্যয়,সঞ্চয় ও পারিবারিক সম্পদ তুলনামূলকভাবে বেইজলাইনের তুলনায় বেড়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের দারিদ্র্য বান্ধব বিনিয়োগের ফলে প্রকল্প এলাকায় দুস্থ নারীর দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা সংস্কারের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি পণ্য পরিবহণ, স্কুল, বাজার ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। স্কুল, বাজারে মাটি ভরাটের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠির দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে পরিবারে স্কুলগামী সদস্য, নিরাপদ খাবার পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবহার বেইজলাইনের তুলনায় বেড়েছে। উপকারভোগীদের রেজিস্টার্ড চিকিৎসক থেকে সেবা গ্রহণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতায় ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, সকল কর্মকান্ডে প্রকৃত উপকারভোগীরাই নিয়োগ পেয়েছেন কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সব শর্ত মানা হয়নি। বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থার মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় এবং অর্থ ছাড়ের জটিলতার কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় চক্রের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের কর্মীর ১০ মাস কাজের অধিক্রমণ (overlapping) হয়েছে। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের মজুরি বাজার অনুপাতে কম ছিল ফলশ্রুতিতে তাদের সঞ্চয়ও কম হয়েছে এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে পুঁজি কম সৃষ্টি হয়েছে। আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের লিংকেজ এবং সচেতনতামূলক কর্মকান্ড তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। মৌলিক সেবার স্কীম ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন স্ব-স্ব ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে যথাযথভাবে নির্বাচনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য বাজেট স্বল্পতা এবং পর্যাপ্ত দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রমের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের যথাসময় এবং নিয়মানুযায়ী স্কীম প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং উপকারভোগীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম টেকসইকরণে কার্যকরী দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

উল্লেখিত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

৭.২ সুপারিশসমূহ

১. রিওপা প্রকল্পের "রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ উপাদানটি" দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী কর্মসূচি। এ জাতীয় প্রকল্প দরিদ্রপ্রবণ অন্যান্য জেলায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

২. উপকারভোগীদের বেতন এবং কর্মসংস্থানের মেয়াদ কম হওয়ার ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য পুঁজি কম সৃষ্টি হয়েছে। এ জাতীয় প্রকল্পে বাজারদর অনুযায়ী বেতন-ভাতা এবং কর্মসংস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩. ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট "স্থায়ী কমিটি"র কার্যাবলীর সাথে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে যাতে প্রকল্প শেষেও ফলোআপ কার্যক্রম চলমান থাকে।

৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থাগুলির মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে যাতে মাঠ পর্যায়ে সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

৫. উপকারভোগী নারীদের একটি বড় অংশ বর্তমানে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে জড়িত নয়, অতএব রিওপা উপকারভোগীদের সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা যেতে পারে।

৬. ইউনিয়ন পরিষদ বছরের শুরুতে ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে দুস্থদের তালিকা প্রস্তুত করতে পারে এবং পরবর্তীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তাদেরকে সেবার আওতায় আনা যেতে পারে ।

৭. এ জাতীয় প্রকল্পে সচেতনতামূলক কর্মসূচির জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৮. স্ব-স্ব ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে স্কীমসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৯. উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ এবং প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, স্ব-স্ব ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে করা যেতে পারে।

১০. আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে জেলা-উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

১১. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদ হতে কার্যকরী তদারকি ও পরিবীক্ষণের উপর পর্যাপ্ত তদারকি ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ক্রস ভিজিট, ফলো-আপ প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

১২. ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশবোর্ড ও সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন ও প্রচার করা যেতে পারে।

১৩. উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড টেকসই করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য যৌথ এ্যাকশন প্ল্যান করা যেতে পারে।

১৪. এ জাতীয় প্রকল্পে ইউনিয়ন পর্যায়ের Exit প্লান ও দায়িত্ব হস্তান্তর সুচারুরূপে নির্দিষ্ট করে "ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনায়" তা অন্তর্ভুক্ত করা এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন ও উপজেলা সমন্বয় সভায় তা নিয়মিত ফলো-আপ করা সম্ভব হয় ।

৭.৩ উপসংহার

প্রকল্পটির ফলাফল এবং প্রভাব মূল্যায়নে প্রতীয়মান হয় যে, PRSP ও MDG-1 অর্জনে বাংলাদেশের অঙ্গীকার ছিল বিশেষতঃ দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনা, এক্ষেত্রে রিওপা প্রকল্পের ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও বর্তমান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-1) অর্জনের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ সহায়ক। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে "SWAPNO (Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities) Project, implemented by: Local Government Division (LGD)-United Nations Development Program (UNDP)" বাংলাদেশের সাতক্ষীরা এবং কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। রিওপা প্রকল্প দুস্থ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, তাদেরকে মূলধারায় নিয়ে আসা, সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন এবং ইউনিয়ন পরিষদকে দারিদ্র্য বান্ধব বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ জাতীয় প্রকল্প দরিদ্রপ্রবণ অন্যান্য জেলায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

কেস স্টাডি

কেস স্টাডিঃ ১

চিত্র ৭ঃ রিওপা কর্মী দোলনার মুদি দোকান

"আমার জীবনের সুন্দর পরিবর্তনের জন্য আমি রিওপা প্রকল্পকে ধন্যবাদ জানাই। একসময় কোন দোকানদার আমার ছোট সন্তানদের একটি চকলেটও বাকি দিত না। কিন্তু বর্তমানে ঐসকল দোকানদাররাই আমাকে হাজার টাকার জিনিস বাকীতে বিক্রির আগ্রহ দেখায়। এখন আমি আমার পরিবারে র জন্য খাবার, কাপড়, ঔষধসহ সন্তানদের পড়ালেখার যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করতে পারছি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি এবং ছেলে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করে রাজমিস্ত্রীর কাজ করছে। আমি রিওপা কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি সারাদেশে এই প্রকল্প চালু করার জন্য; তাহলে সারাদেশের দুস্থ ও অসহায় মহিলারা উপকৃত হবে।" এ কথাগুলো একদা নিঃস্ব ও অসহায় দোলনার, যে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নিজের জীবনে সাফল্য অর্জন করেছে।

দরিদ্র বাবা-মার দ্বিতীয় সন্তান দোলনার বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের দীঘলকান্দি গ্রামে। বাবা জুরান আলী স্থানীয় কওমী জুট মিলের খন্ডকালীন শ্রমিক ছিলেন। সারা বছর কাজ না থাকায় পরিবারের সদস্যরা ঠিকমত খাবার, কাপড় পেত না। অসুস্থ হলে ঠিকমত চিকিৎসাও পেত না। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন রাজমিস্ত্রীর সাথে দোলনার বিয়ে হয়। অনিয়মিত ও স্বল্প আয়ে স্বামী তার সংসার ঠিকমত চালাতে পারতো না। এভাবে সুখ-দুঃখের দোলাচলে চলতে চলতে একসময় তার জীবনে ঘটে যায় একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনা। এক মেয়ে এবং এক ছেলে জন্ম নেয়ার পর তার স্বামী তাকে ছেড়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেন । শুরু হয় দু'সন্তানকে নিয়ে নতুন সংগ্রাম ।

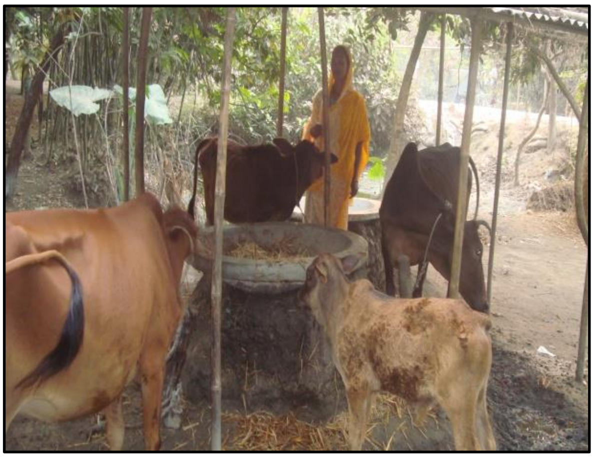

চিত্র ৮ঃ দোলনার গরু পালন

ইতিমধ্যে দোলনার বাবাও মৃত্যুবরণ করেন। অসহায় দোলনা চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে; কিন্তু পরিবারে র জন্য তাকে আয় করতেই হবে। পাশের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ ছাড়াও মাঝে মাঝে সে দিনমজুরি করতে থাকে। এভাবেই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে জীবন যাপন করছিল দোলনা নামের স্বামী পরিত্যক্তা এ নারী।

চিত্র ৯ ঃ ছাগলে যত্নে দোলনা

একদিন সে বাড়ির কাছেই মাইকে শুনতে পায় কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের রিওপা প্রকল্পে কিছু মহিলা কর্মী নিয়োগের কথা । উৎসাহী দোলনা নির্ধারিত তারিখে ইউপিতে উপস্থিত হয়ে লাইনে দাঁড়ালো; ভাগ্যও তার সহায় ছিল। এভাবেই আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্বিতীয় চক্রে রিওপা কর্মী হিসাবে কাজ পেল সে। ১৪ দিন পর পর নগদ ৯৮০ টাকা এবং সঞ্চয় বাবদ ৪২০ টাকা তার ব্যাংক হিসাবে জমা হতো। সে নগদ মজুরি থেকেও কিছু টাকা সঞ্চয়ের চেষ্টা করতো এবং ১৪ দিন পর পর মজুরি গ্রহণের তারিখে রোজকা সমিতির লটারিতে অংশ নিতো। পর্যায়ক্রমে দোলনা চারবার রোজকা সমিতির লটারি জিতে টাকা পায়। এই টাকা দিয়ে সে ২ টি ছাগল ক্রয় করে লালন-পালন করতে থাকে। ২ বৎসর পর প্রকল্পের মেয়াদ শেষে তার সঞ্চয়ের ২১,৫০০ টাকা এবং বোনাস থেকে প্রাপ্ত ৩,৫০০ টাকা দিয়ে একটি মুদির দোকান চালু করে। তার দোকান খুব ভাল চলছে। বর্তমানে তার ৪ টি গরু, ৬ টি ছাগল এবং ৪৯ শতক কৃষি জমি আছে। ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে এই সুন্দর জীবন যাপন করার জন্য দোলনা মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং স্মরণ করেন রিওপা প্রকল্পের নাম ।

কেস স্টাডিঃ ২

বহমান মেঘনা নদীর তীর ঘেঁষা গ্রাম মির্জারচর, ইউনিয়ন মির্জারচর নরসিংদী জেলাধীন রায়পুরা উপজেলার অন্তর্গত। এই গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী এক পুত্রের মা বিধবা ছাফিয়া বেগম। গ্রামের আর দশটি নিতান্ত গরীব মেয়ের মতই দরিদ্র ছাফিয়া অল্প বয়সেই বিয়ে তথা সন্তান লাভ এবং অসুস্থ স্বামীর মৃত্যুজনিত কঠোর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। অল্পবয়সী অসহায় ছাফিয়া চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে; অন্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাকে দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে হয়। অভাব-অনটন ছিল তার নিত্যসঙ্গী।

এভাবে বাড়ির কাছেই একদিন সে মাইকে জানতে পায় তাদের ইউনিয়ন পরিষদের রিওপা প্রকল্পে কিছু বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হবে। সময় ও তারিখ অনুযায়ী উপস্থিত থেকে সে সাক্ষাৎকার ও লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়, যা চরম অসহায়ত্বের মধ্যে তাকে আনন্দিত ও শিহরিত করে তোলে। পরম কাঙ্খিত চাকুরিতে যোগদান করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে রিওপা প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। ১৪ দিন পর পর নগদ ৯৮০ টাকা এবং সঞ্চয় বাবদ ৪২০ টাকা তার ব্যাংক হিসাবে জমা হতে থাকে। ইতিমধ্যে সে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, দল গঠন, নারী উন্নয়ন, পুষ্টি, দুর্যোগ মোকাবেলা, আয়বর্ধক কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ সামগ্রিক ১০টি বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। জীবনঘনিষ্ট এসকল প্রশিক্ষণ তাকে একদিকে দক্ষ অন্যদিকে আশাবাদী করে তোলে।

এভাবে একজন আত্মবিশ্বাসী ছাফিয়া নিজ পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ, পরিচিত জনদের সাথে আলোচনা করে কাপড়ের ব্যবসা করার মনস্থ করে। এ পর্যায়ে রিওপা প্রকল্পে কাজের শেষে তার সঞ্চিত ২২ হাজার টাকা থেকে ১১ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। এই ছোট অথচ পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত তার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করে। পরিশ্রমী ছাফিয়া তার ব্যবসার প্রসার করতে সক্ষম হয় এবং বর্তমানে তার মূলধন ৫০ হাজার টাকা এবং ব্যবসা থেকে মাসিক লাভ ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। একমাত্র পুত্রকে লেখাপড়া শিখিয়ে কর্মজীবী করেছে যে মাসপ্রতি ৫ হাজার টাকা আয় করে। এছাড়াও ছাফিয়া নিজের উপার্জনে একটি বসবাসের ঘর নির্মাণ করেছে, স্থাপন করেছে নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন। ব্যবসার প্রসার করতে ছাফিয়ার প্রয়োজন এখন আরও পুঁজির। সে পরিকল্পনা করছে সম্ভব হলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ির পাশে একটি বড় দোকান চালু করবে।

ছাফিয়া রিওপা প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ ঐ প্রকল্পের প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা সে তার বাস্তব জীবনে সফল প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে বলেই তার ভাগ্যবদল হয়েছে।

কেস স্টাডিঃ ৩

দেশের স্বাধীনতার ১২ বছর পরে ১৯৮৩ সালে মেরীর জন্ম। বঙ্গোপসাগর বিধৌত বরগুনার জেলাধীন সদর উপজেলার গৌরিচন্না ইউনিয়নের কাঠালতলী গ্রামে দরিদ্র খবির শিকদার ও শাফিয়া বেগমের ছয় সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় মেরী। তার ছিল আরও ৩ বোন ও ২ ভাই।

মেধাবী ছাত্রী হিসাবে মেরীর আশৈশব স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে বড় হবে, কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, পরিবারে র সাধ্য ছিল না তার সাধ পূরণের। কিশোরী বয়স পার না হতেই মাত্র চৌদ্দ বছর তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়; পাত্র ছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামের কাশেম চৌকিদারের পুত্র ছগির। বিয়ের দু'বছরে সে ও তার স্বামী তাদের প্রথম সন্তানের মুখ দেখেন। এভাবে কাল পরিক্রমায় দু'বছর পরে দ্বিতীয় সন্তান তার কোলে আসে। সুখ দুঃখের দোলাচলে মৎস্যজীবী স্বামীর সংসারে সুখেই ছিলেন মেরী। কিন্তু হঠাৎ দেখা দেয় অশনি সঙ্কেত। জেলে স্বামী গভীর সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। স্বামী বেঁচে আছে কি না, গত ১৪/১৫ বছরে তাও জানতে পারেনি সে । স্বামীহারা মেরী আর বিয়ে করেননি, অসহায়ত্ব আর দুশ্চিন্তার মধ্যেই দু'সন্তানকে নিয়ে দরিদ্র পিতার ঘরে ঠাই নিয়েছে। তবে ভেঙ্গে পড়েনি সে, বরং শোক থেকে শক্তি নিয়ে জীবন সংগ্রামে শামিল হয়েছে । বেঁচে থাকার তাগিদে অন্যের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নেয়। ২০০৮ সালে সে রিওপা প্রকল্পে কর্মী হিসাবে যোগ দিয়ে দশ জনের গ্রুপের দলনেতা হিসাবে কাজ করতে থাকে। ১৪ দিন অন্তর নগদ ৯৮০ টাকা হাতে পেয়ে সে অর্থ দিয়েই ছেলের পড়ালেখা, বৃদ্ধ পিতামাতার চিকিৎসা এবং সংসারের খরচ বহন করতে থাকে। দিনের বেলায় রাস্তার কাজের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য রাতে সে অন্যের বাড়িতে কাজ করতো। রিওপা প্রকল্পে কাজ শেষে সঞ্চয় বাবদ ২১ হাজার টাকা পায়। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সে ফলের ব্যবসা শুরু করে। গ্রাম থেকে দেশীয় নানা ফল সংগ্রহ করে জেলা শহরে নিয়ে বিক্রি করে । বর্তমানে তার ব্যবসা থেকে মাসিক আয় ৬ হাজার টাকা।

তার কোন ঋণ নেই বরং সঞ্চয় আছে। বড় ছেলে এসএসসি পাশ করেছে কলেজে ভর্তি হবে। মেরী আজ তার গ্রামে অনেকের কাছেই আদর্শ কারণ পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস দিয়ে সে দারিদ্র্য হটিয়ে সচ্ছলতা আনতে পেরেছে। সে রিওপা প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞ। সে বলে রিওপা একটি আদর্শ প্রকল্প যদ্বারা গ্রামের নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারে। সে চায় এ প্রকল্প যেন প্রসারিত হয়, উপকারভোগীদের বেতন-ভাতা যেন কিছু বাড়িয়ে দেয়া হয় যাতে দুস্থ মহিলারা উপকৃত হয়।

রিওপা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার স্থানীয় পর্যায়ে (নরসিংদী) কর্মশালা হতে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

মূল্যায়ন সেক্টর

রিওপা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার স্থানীয় পর্যায়ে (নরসিংদী) কর্মশালা হতে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

স্থান: জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, নরসিংদী
তারিখ: ১৯/০৪/২০১৬ ইং

সময়: সকাল ১১.০০টা

পরিচিতি, উদ্বোধন, স্বাগত ও শুভেচ্ছা বক্তব্য

গত ১৯.০৪.২০১৬ ইং মঙ্গলবার নরসিংদী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ১১.০০টায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব খন্দকার নূরুল হক এর সভাপতিত্বে একটি কর্মশালা শুরু হয়। সকলের পরিচয়ের পর উক্ত কর্মশালায় স্বাগত ও উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আল মামুন, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন রিওপা প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এলাকার উন্নয়নে কি প্রভাব পড়েছে সে বিষয়ে আপনারা আপনার মতামত প্রদান করে প্রভাব মূল্যায়ন কাজে ভূমিকা রাখবেন। শুরুতে কোরআন হতে তেলওয়াত এবং গীতা পাঠ করা হয়।

চিত্র ১০ঃ ডিসি সম্মেলন কক্ষে কর্মশালা, নরসিংদী

প্রকল্প পরিচিতি ও প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও আংশিক ফলাফল উপস্থাপনঃ

পরিচিতি পর্বে জনাব রাজু জবেদ, গবেষণা সমন্বয়কারী, পিএমআইডি প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, উপাদানসমূহ, বরাদ্দ ও ব্যয়, কার্যক্রম, সংযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব, মেয়াদসহ বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপন করেন। প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও খসড়া আংশিক ফলাফল উপস্থাপন করেন জনাব ডঃ মোঃ গোলাম মর্তুজা, টিম লিডার, পিএমআইডি।

অভিজ্ঞতা বিনিময়ঃ

উপকারভোগীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্বে সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউপির ৬ নং ওয়ার্ডের রীনা বেগম বলেন, অসুস্থ স্বামী এবং দুটি সন্তান নিয়ে খুব অভাবের মধ্যে জীবন-যাপন করছেন। পরে একদিন মাইকিং এর মাধ্যমে মাটির রাস্তায় কাজ করার জন্য মহিলা কর্মী নিয়োগের কথা শুনে সেই মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদে যান এবং লটারির মাধ্যমে নিয়োগ পেয়ে রিওপা প্রকল্পে কাজ শুরু করেন। নিয়োগ পাওয়ার ৩ মাস পর স্বামী মারা যায়। প্রকল্পের কাজ করে দুটি সন্তান নিয়ে ছোট একটি ভাঙ্গা ঘরে বসবাস করে সন্তানদের লেখা-পড়া চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রকল্প হতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে কেঁচো সার উৎপাদনের সাথে যুক্ত হন এবং প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর সঞ্চয় বাবদ এককালীন ২৩০০০/= টাকা উত্তোলন করে কিছু টাকা দিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। রীনা বেগম ব্যবসা হতে প্রাপ্ত লাভ দিয়ে সংসার ও সন্তানের লেখা-পড়ার ব্যয় নির্বাহ ছাড়াও ঘর মেরামত করেছেন। ব্যাংকেও ২৫,০০০/= টাকা সঞ্চয় আছে। প্রকল্প চলে যাওয়ার পর কোথাও হতে সহযোগিতা না পাওয়ায় উৎপাদিত কেঁচো সার বিক্রি করতে পারছেন না, ফলে উৎপাদন বন্ধ করে দেন। কাপড়ের ব্যবসা চলমান রয়েছে। যদি উৎপাদিত কেচোঁ সার বিক্রির ব্যবস্থা হয় তাহলে তিনি পুনরায় এই সার উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

শিবপুর উপজেলার মাছিমপুর ইউপির দতের গাওঁ পশ্চিম পাড়ার হাঁসনারা বেগম বলেন, অসুস্থ স্বামী এবং দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে সন্তান নিয়ে খুব অভাবের মধ্যে জীবন-যাপন করছিলেন। ক্ষুধার জ্বালায় একদিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে যান, চেয়ারম্যান ১০০/= টাকা দিলে সেই টাকা দিয়ে চাউল ক্রয় করেন। একদিন মাইকিং এর মাধ্যমে মাটির রাস্তায় কাজ করার জন্য মহিলা কর্মী নিয়োগের কথা শুনতে পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদে যান এবং লটারির মাধ্যমে নিয়োগ পেয়ে রিওপা প্রকল্পে কাজ শুরু করেন। অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা করতে গিয়ে শ্বশুরের সম্পত্তির প্রাপ্ত ৬ শতাংশ বসতবাড়ির জায়গা ভাশুরের কাছে বিক্রি করতে হয়। প্রকল্পের কাজ করে ভাশুরের জায়গার উপর অসুস্থ স্বামী ও তিনটি সন্তান নিয়ে ছোট একটি ভাঙ্গা ঘরে বসবাস করতেন, সন্তানদের লেখা-পড়াও চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকল্প হতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ৫০ গ্রাম কেচোঁ পেয়ে কেচোঁ সার উৎপাদনের সাথে যুক্ত হন যা থেকে উৎপাদিত ৫০ কেজি কেচোঁ এবং সার বিক্রি করে ৭৫,০০০/= টাকা আয় করেন। প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর সঞ্চয় বাবদ এককালীন ২২০০০/= টাকা উত্তোলন করেন যা থেকে কিছু টাকা দিয়ে পশু-পাখি পালন শুরু করেন। তাছাড়া উপার্জিত অর্থ হতে ১৫,০০০/= টাকা দিয়ে ভাশুরের কাছ হতে স্বামীর বিক্রিত ৬ শতাংশ জমি ফেরৎ নেন। ব্যবসা হতে প্রাপ্ত লাভ দিয়ে সংসার ও সন্তানের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্চেন, ঘর মেরামত করেছেন। বড় ছেলে এসএসসি পাশ করার পর ঢাকায় রেখে কাজ শিখিয়েছেন। ৫০,০০০/= টাকা দিয়ে ১০ গন্ডা জমি বন্ধক রেখেছেন। বড় ছেলে বর্তমানে ঢাকায় মাসিক ১২,০০০/= টাকা বেতনে চাকুরি করছে। নিজের দুটি গরু বিক্রি এবং ছেলের উপার্জিত টাকা দিয়ে একমাত্র মেয়েকে ১,০০,০০০/= টাকা খরচ করে তিন মাস পূর্বে বিয়ে দেন। বর্তমানে জমির সবজি বিক্রি, কবুতর বিক্রি এবং ছেলের বেতনের টাকায় সংসার, ছোট ছেলের লেখা-পড়া ও অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা খরচ চালিয়েও ৫০,০০০/= টাকা সঞ্চয় আছে।

গজারিয়া ইউপির রামপুর গ্রামের তাসলিমা বেগম বলেন, অসুস্থ স্বামী এবং পাঁচ সন্তান নিয়ে খুব অভাবের মধ্যে জীবন-যাপন করছিলেন। পরে একদিন মাইকিং এর মাধ্যমে মাটির রাস্তায় কাজ এবং সেই মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদে যান এবং নিয়োগ পেয়ে রিওপা প্রকল্পে কাজ শুরু করেন। প্রকল্পের কাজে নিয়োগ পাওয়ার পরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ কাজে লাগিয়ে গরু মোটাতাজাকরণের সাথে যুক্ত হন এবং প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর সঞ্চয় বাবদ এককালীন ২২,০০০/= টাকা উত্তোলন করেন। তাসলিমা বেগম প্রাপ্ত লাভ দিয়ে সংসার ও সন্তানের লেখা-পড়া চালিয়ে যাচ্ছেন, ছেলেকে ফার্মেসির ব্যবসার সাথে যুক্ত করেন। তাসলিমা স্বামী-সন্তান নিয়ে এখন মোটামুটি ভালই আছেন বলে মত প্রকাশ করেন।

চিত্র ১০ঃ রিওপা উপকারভোগী তাঁর সাফল্যের গল্প বর্ণনা করছেন কর্মশালায়

অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্বে সেলিনা বেগম বলেন, ২০১০ সালে রিওপা প্রকল্প হতে

কেচোঁ সার উৎপাদনের উপর একদিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করেন। প্রকল্প হতে ৫০ গ্রাম কেচোঁ পেয়ে কেচোঁ সার উৎপাদনের সাথে যুক্ত হন ।

- তিনি ৫০ টন কেচোঁ সার বিক্রি করেছেন।
- ২,০০০/= টাকা ধরে ২ কেজি কেচোঁ বিক্রি করেছেন
- এই সুবাদে দেশের ৩৪টি জেলা সফর করেছেন
- বাংলাদেশ বিষমুক্ত ভার্মি এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন
- বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার পেয়েছেন।
- চ্যানেল আই হতে ১,০০,০০০/= টাকা এবং অন্য একটি প্রতিষ্ঠান হতে ২৫,০০০ ইউএস ডলার পেয়েছেন।

মুক্ত আলোচনা পর্বঃ

মুক্ত আলোচনা পর্বে নিম্নলিখিত প্রশ্নের আলোকে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান , সংরক্ষিত আসনের সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব, ইমাম, সাংবাদিক, ব্যাংকার, শিক্ষক ও নারী নেত্রী তাঁদের মতামত প্রদান করেন।

১. প্রকল্পের সবল দিকসমূহ কি?
২. প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ কি?
৩. এই ধরনের প্রকল্প ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশসমূহ কি?
৪. বিচ্যুতি

স্থানীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতে প্রকল্পের সবল দিকসমূহঃ রিওপা একটি যুগান্তরকারী প্রকল্প; এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে; নারীরা বিভিন্ন ফোরামে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছে; স্বাবলম্বী হয়েছে; ৬৩ জন দরিদ্র নারীর কর্ম সংস্থান হয়েছে; রাস্তা মেরামত; মাদ্রাসার মাঠ সংস্কার; তৎক্ষণাৎ মেরামতের ফলে জনগণের উপকার হয়েছে; দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে; সংসারে সচ্ছলতা ফিরে পেয়েছে; দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে; মৌলিক সেবার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে পেরেছে; হাট, গোরস্তান ,মাদ্রাসার মাঠ সংস্কার; উপকারভোগী হিসেবে যারা নিয়োগ পেয়েছেন তারা অত্যন্ত নিগৃহীত ছিলেন; অর্থ উপার্জন করে জায়গা ক্রয় করেছেন; ঘর নির্মাণ করেছেন; সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন; সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থানীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতে প্রকল্পের দুর্বল দিকঃ প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়; প্রকল্প হতে ফলো-আপ করা হয় নাই; মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল ছিল বলে অনেক প্রশিক্ষণ গ্রহীতা ঝরে পড়েছে; তদারকিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন; কাজ আদায়ের জন্য প্রতিনিধি প্রয়োজন; প্রকল্প না থাকার কারণে সংস্কার কাজ ব্যাহত হচ্ছে;

মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারীগণ সুপারিশসমূহঃ ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ৫০ গ্রাম কেচোঁর সাথে দুটি করে গরু দেওয়া; সার বিক্রির ব্যাপারে সহযোগিতা; বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে মজুরি নির্ধারণ; প্রকল্পের

মেয়াদ বৃদ্ধি; উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি; প্রকল্পে মাটির কাজের পরিবর্তে আরসিসি কাজ রাখা; চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প হাতে নেওয়া; উপকারভোগীদের সঞ্চয়ের বিনিয়োগ সম্পর্কে আগে ধারণা দেওয়া দরকার; প্রত্যেকের কাজের জন্য আলাদা পরিকল্পনা থাকা; ফলো-আপ জোরদার করা; কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করা; উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা; জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক, জনাব মুহাম্মদ রেহানউদ্দিন বলেন: উক্ত কর্মশালাটি নরসিংদী জেলায় করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব আল মামুন, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, সবাইকে মতামত দেওয়া ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালাটি সফল হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় জনাব খন্দকার নূরুল হক, পরিচালক মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতপরঃ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিশিষ্ট-১

সারণি

পরিশিষ্ট-সারণি তালিকা

১. পরিশিষ্ট সারণি-১ঃ উপকারভোগীদের বয়স

২. পরিশিষ্ট সারণি-২ঃ রিওপা উপকারভোগীরা সরকারি অন্যান্য কর্মসূচীতে জড়িত থাকার চিত্র

৩. পরিশিষ্ট সারণি- ৩ ঃ যে সকল উপকারভোগী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জড়িত নাই তাদের পেশা

৪. পরিশিষ্ট সারণি-৪ ঃ খানার গড় মাসিক আয়

৫. পরিশিষ্ট সারণি-৫ঃ খানার গড় মাসিক ব্যয়

৬. পরিশিষ্ট সারণি-৬ঃ পরিবারের সম্পদ

৭. পরিশিষ্ট সারণি-৭ঃ উপকারভোগীখানার খাবার পানির উৎস

৮. পরিশিষ্ট সারণি-৮ঃ উপকারভোগী খানার চিকিৎসা সেবা গ্রহণের উৎস

৯. পরিশিষ্ট সারণি-৯ঃ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক পেশা

১০. পরিশিষ্ট সারণি-১০ ঃ পরিবারের সঞ্চয়

১১. পরিশিষ্ট সারণি-১১ ঃ পরিবারের সঞ্চয় জমার ক্ষেত্র সমূহ

১২. পরিশিষ্ট সারণি-১২ঃ নারীর চলাফেরার ক্ষেত্রসমূহ

১৩. পরিশিষ্ট সারণি-১৩ঃ উপকারভোগী নারীদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা

পরিশিষ্ট সারণি

পরিশিষ্ট সারণি ১ঃ উপকারভোগীদের বয়স

জেলা	১৮-২৩ বছর	২৪-৫৩ বছর	৫৪ বছর-তদুর্দ্ধ	মোট	খানার সংখ্যা (n)
সিরাজগঞ্জ	১	১৭৩	৬	১৮০	১৮০
সাতক্ষীরা	০	১২৮	১২	১৪০	১৪০
ফেনী	২	১০৩	১৫	১২০	১২০
বরগুনা	০	১১৮	২	১২০	১২০
নরসিংদী	০	১২০	০	১২০	১২০
হবিগঞ্জ	২	১৫৩	৫	১৬০	১৬০
মোট	৫	৭৯৫	৪০	৮৪০	৮৪০
%	০.৬%	৯৪.৬%	৪.৮%	১০০.০%	

পরিশিষ্ট সারণি ২ঃ রিওপা উপকারভোগীরা সরকারি অন্যান্য কর্মসূচীতে জড়িত থাকার চিত্র

জেলা	ভিজিডি	বিধবাভাতা	বয়স্কভাতা	একটি বাড়ি একটি খামার	অন্যান্য	মোট জড়িত
সিরাজগঞ্জ	১	১	০	১	২	৫
সাতক্ষীরা	১০	৭	১	২	৪	২৪
ফেনী	৩	৪	০	২	২	১১
বরগুনা	৩	১৫	০	৩	১	২২
নরসিংদী	১৯	৩	০	০	১১	৩৩
হবিগঞ্জ	৩	২	০	০	১৮	২৩
মোট	৩৯	৩২	১	৮	৩৮	১১৮
	৪.৬৪%	৩.৮১%	০.১২%	০.৯৫%	৪.৫২%	১৪.০৫%

পরিশিষ্ট সারণি ৩ঃ যে সকল উপকারভোগী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জড়িত নাই (৮৪ শতাংশ) তাদের পেশা (%)

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	কৃষি কাজ	পশুপালন/ হাসমুরগী পালন	ক্ষুদ্র ব্যবসা	অন্যের বাড়ীতে কাজ	দিনমজুর / শ্রমিক	গৃহিনী	কুটির শিল্প, সেলাই	চাকুরি /গ্রাম পুলিশ	বেকার	উত্তরদাতা (n)
জড়িত নাই	৯	১০১	১২৩	৬২	২৩২	১০০	৫৫	৩০	৮	৭২০
ভিজিডি	২	৬	৩	৪	১৭	৫	২	১	০	৪০
বিধবা ভাতা	০	২	২	১০	১০	৬	১	১	০	৩২
বয়স্ক ভাতা	০	০	০	০	০	১	০	০	০	১
একটি বাড়ী একটি খামার	০	২	০	২	২	৩	০	০	০	৯
অন্যান্য	১	১	১	২	২৮	৩	০	২	০	৩৮
মোট	১২	১১২	১২৯	৮০	২৮৯	১১৮	৫৮	৩৪	৮	৮৪০

পরিশিষ্ট সারণি ৪ ঃ খানার গড় মাসিক আয় (টাকা)

ক্রম	জেলা	মাসিক আয় (টাকা)	উত্তরদাতার সংখ্যা (n)	মন্তব্য
১	সিরাজগঞ্জ	৪৯৯৯.৪	১৮০	
২	সাতক্ষীরা	৪২৭৪.৫	১৪০	
৩	ফেনী	৫২৭৭.৩	১২০	
৪	বরগুনা	৪৮৬১.৫	১২০	
৫	নরসিংদী	৬৯৩৮.০	১২০	
৬	হবিগঞ্জ	৬৩৫১.৪	১৬০	
	মোট	৫৪৫০.৩	৮৪০	

পরিশিষ্ট সারণি ৫ঃ খানার গড় মাসিক ব্যয় (টাকা)

জেলা	খাদ্য	শিক্ষা	চিকিৎসা	কাপড়	অন্যান্য	মোট	উত্তরদাতা সংখ্যা (n)
সিরাজগঞ্জ	৩২৬৯.৪	৪৬১.১	৩৯১.৬	৫০১.৪	৪৪১.২	৪৬৫৪.৮	১৮০
সাতক্ষীরা	৩০২৩.৩	৪৩৪.০	৩৮১.২	৩৩৯.৭	২৬৩.১	৪১৮১.৬	১৪০
ফেনী	৩৯৬৪.২	৩০৬.৫	২৮৬.৩	৪০৪.২	৩৯৩.৬	৫০২৬.০	১২০
বরগুনা	৩৩৮২.৪	৫৮২.১	৪১৬.৩	৩৮৭.৩	২৯৯.৭	৪৬০৩.৭	১২০
নরসিংদী	৫৩৮৫.২	৬১৬.৯	৩৭৮.৩	৪০৮.৩	৮৬৬.১	৬৪৪১.১	১২০
হবিগঞ্জ	৪৭০৫.৩	৫৮৩.৩	৩২০.০	৩৯৪.৩	৬১১.২	৫৮৫৪.৭	১৬০
মোট গড়	৩৯৫৫.০	৪৯৭.৩	৩৬২.৩	৪০৫.৯	৪৭৯.২	৫১২৭.০	৮৪০

পরিশিষ্ট সারণি ৬ঃ পরিবারের সম্পদ

জেলা	টিভি %	ফ্যান %	মোবাইল ফোন %	বাই সাইকেল %	সেলাই মেশিন %	রিক্সা/ ভ্যান/ ঠেলাগাড়ী %	সোনা %	রূপা %	গাছ %
সিরাজগঞ্জ	২.০	৭.৫	১৩.৯	১.২	১.৮	০.৮	৯.৯	৮.০	২০.৭
সাতক্ষীরা	১.২	৩.০	১২.৪	২.৫	০.৪	১.০	১২.৫	০.৬	৯.৮
ফেনী	১.২	৪.৯	১১.১	০.৫	১.১	১.১	৭.৭	০.৭	১৬.১
বরগুনা	১.৫	৩.১	১১.৭	১.১	১.২	০.৭	৮.২	১.১	৯.৫
নরসিংদী	৪.৬	৯.০	৮.৯	১.১	০.৭	১.৫	১০.৬	১.৭	৮.৭
হবিগঞ্জ	০.৮	৪.৯	১৪.৮	০.৫	১.০	০.৫	১১.৭	৩.৮	১১.৫
মোট	১১.৪	৩২.৪	৭২.৭	৬.৮	৬.১	৫.৬	৬০.৬	১৫.৮	৭৬.৩

পরিশিষ্ট সারণি ৭ঃ উপকারভোগী খানার খাবার পানির উৎস

জেলা	নলকূপ %	ফুটানো/ফিল্টার পানি %	কূপ %	পুকুর %	অন্যান্য %	খানার সংখ্যা (n)
সিরাজগঞ্জ	৯৮.৮	০	১.২	০	০	১৮০
সাতক্ষীরা	৮০.০	০	৬.৪	০.৮	১২.৮	১৪০
ফেনী	৯৭.৫	২.৫	০	০	০	১২০
বরগুনা	৯৯.২	০	০	০.৮	০	১২০
নরসিংদী	৯৭.৫	০	০	০	২.৫	১২০
হবিগঞ্জ	১০০.০	০	০	০	০	১৬০
মোট (প্রভাব মূল্যায়ন)	৯৬.০	০.৫	১.৮৩	০.৩৩	৩.৫	৮৪০
বেইজলাইন	৯৪.০	০.০	০.৩০	১.০	৪.৭	-

পরিশিষ্ট সারণি ৮ঃ উপকারভোগী খানার চিকিৎসা সেবা গ্রহণের উৎস

জেলা	কমিউনিটি ক্লিনিক %	সরঃ স্বাস্থ্য কেন্দ্র %	বেসরকারি ক্লিনিক/ ডাক্তার %	গ্রাম্য ডাক্তার%	ফার্মেসি %	কবিরাজ %	সেবা নেইনি %	অন্যান্য %	মোট
সিরাজগঞ্জ	৫৯.৬	৫২.২	১৬.৯	৫১.১	৬৯.৭	৯.০	.৬	০.০	১৭৮
সাতক্ষীরা	১৬.১	৪৩.৮	১৮.২	৮১.০	১৩.১	০.০	০.০	০.০	১৩৭
ফেনী	১৯.১	৫৫.৭	৭.৮	২৭.০	৫৭.৪	.৯	০.০	.৯	১১৫
বরগুনা	২৯.৯	৮২.৫	২৮.৯	৫.২	৩০.৯	৪.১	০.০	০.০	৯৭
নরসিংদী	৩৯.০	৫৩.৪	১২.৭	৫৯.৩	৮৯.০	৫.১	০.০	.৮	১১৮
হবিগঞ্জ	৫.৬	৪১.৩	২৪.৫	২৬.৬	৫১.৭	.৭	০.০	২.৮	১৪৩
মোট	২৯.৬	৫৩.২	১৮.০	৪৩.৯	৫২.৯	৩.৬	০.১	১	৭৮৮
বেইজলাইন	১৫.১			৩৫.৫	২৫.০	১.১	১১.০	৮.২	

পরিশিষ্ট সারণি ৯ঃ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক পেশা

জেলা	তাত/বুটিক/ সেলাই %	কৃষি/ কম্পোষ্ট সার %	পশু/হাঁস মুরগি পালন %	ক্ষুদ্র ব্যবসা %	কুঠির শিল্প %	বাবুর্চি/ধাত্রী/ জেলে %	মোট	উত্তরদাতা সংখ্যা (n)
সিরাজগঞ্জ	১০.৬	১.৭	৩৭.৮	২৯.৪	২.৮	১.২	৮৩.৫	১৮০
সাতক্ষীরা	১.৩	০	০	১২.৪	০.৭	১	১৫.৪	১৪০
ফেনী	২.৫	০.৮	৬.৭	১৩.৫	৭.৫	১.৬	৩২.৬	১২০
বরগুনা	৫	০.৮	৪.৫	১২.৫	২.৫	০	২৫.৩	১২০
নরসিংদী	৫.২	৪.২	২১.৭	১৫.৮	২.৫	০	৪৯.৪	১২০
হবিগঞ্জ	০	০	৬.৪	৮.৩	১.৯	১	১৭.৬	১৬০
মোট	৪.১	১.২৫	১২.৮৫	১৫.৩২	২.৯৮৩	০.৮	৩৭.৩	৮৪০
বেইজলাইন							১৬.০	-

পরিশিষ্ট সারণি ১০ ঃ পরিবারের সঞ্চয়

জেলা	গড় সঞ্চয় টাকা	নূন্যতম সঞ্চয় টাকা	সঞ্চয় আছে		সঞ্চয় নাই	
			জন	%	জন	%
সিরাজগঞ্জ	৩৬১৮.০	৩০০	১৭৬	৯৭.৮	৪	২.২
সাতক্ষিরা	৪৮১০.৯	২০০	৭৪	৫২.৯	৬৬	৪৭.১
ফেনি	৬১৮২.৫	৩০০	৬৮	৫৬.৭	৫২	৪৩.৩
বরগুনা	৩১৭৯.৬	১৫০	৯৮	৮১.৭	২২	১৮.৩
নরসিংদি	৯৪১১.৮	১০০০	১০৮	৯০.০	১২	১০.০
হবিগঞ্জ	৫৯৪৪.৭	৫০০	১০৬	৬৬.২	৫৪	৩৩.৮
মোট	৫৫২৪.৬	৪০৮.৩	৬৩০	৭৫.০	২১০	২৫.০

পরিশিষ্ট সারণি ১১ ঃ পরিবারের সঞ্চয় জমার ক্ষেত্র সমূহ

জেলা	ব্যাংক %	গমিতি %	নগদ %	আত্মীয়/অন্যান্য %
সিরাজগঞ্জ	৩৫.২	৭.৯	৫৩.২	৩.৭
সাতক্ষীরা	১৯.৭	৬০.৫	১৫.৮	৩.৯
ফেনী	১৩.৫	৪৪.৬	২৪.৩	১৭.৬
বরগুনা	৬৬.১	২৪.৩	২.৬	৭.০
নরসিংদী	৯.৮	৬৭.৫	১৫.৪	৭.৩
হবিগঞ্জ	২০.৭	১৬.২	৫০.৫	১২.৬
গড়	২৭.৫	৩৬.৮	২৭.০	৮.৭

পরিশিষ্ট সারণি ১২ঃ নারীর চলাফেরার ক্ষেত্রসমূহ

জেলা	নারীর চলাফেরার ক্ষেত্রসমূহ				উত্তরদাতা (n)
	সংসার/ব্যবসার প্রয়োজনে বাজারে যাওয়া %	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ %	স্বাস্থ্য কেন্দ্রে / হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ %	একা যেতে পারে না, পুরুষ সঙ্গী সাথে থাকতে হয় %	
সিরাজগঞ্জ	১০০	৯৬.১	৯২.২	৮.৯	১৭৯
সাতক্ষীরা	৯৫	৬০	৬৬.৪	৩.৬	১৩৮
ফেনী	৯৯.২	৭০.৮	৮৪.২	০	১১৯
বরগুনা	৯০.৮	৭৭.৫	৫৪.২	০.৮	১১৩
নরসিংদী	৯৯.২	৬৮.৩	৮৭.৫	০	১২০
হবিগঞ্জ	৯১.৯	৩০	৬০	০	১৬০
মোট	৯৬.০	৬৭.১	৭৪.১	২.২	৮২৯
বেইজলাইন	৬৬	৬.৭	৪৬.৭	১৭	

পরিশিষ্ট সারণি ১৩ঃ উপকারভোগী নারীদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা

জেলা	নিজস্ব আয় %	পরিবারিক আয় %	পারিবারিক জমি %	ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া %	চিকিৎসা গ্রহণ %	বিয়ে %	আসবাসপত্র ক্রয় %	উত্তরদাতার সংখ্যা(n)
সিরাজগঞ্জ	৯৭.৭	৮৭.২	৪৮.৩	৮১.৬	৮১.১	১৩.৮	৩৬.৬	১৮০
সাতক্ষীরা	৯৭.১	৭০.৭	৪৮.৫	৫৮.৫	৬০.৭	৪০.৭	৪০.৭	১৪০
ফেনী	৯১.৬	৭৭.৫	১৬.৬	৭৪.১	৭৬.৬	৩৩.৩	৪০.৮	১২০
বরগুনা	৭৮.৩	৭০.৮	৩০.০	৫৭.৫	৫৩.৩	১১.৬	২.৫	১২০
নরসিংদী	৮৬.৬	৮৬.৬	১১.৬	৬৩.৩	৩৪.১	১০.৮	১৫.০	১২০
হবিগঞ্জ	৮৮.১	৬০.০	১৩.১	৪৫.৬	৭১.২	২১.৮	২৪.৩	১৬০
মোট	৮৯.৯	৭৫.৪	২৮.০	৬৩.৪	৬২.৮	২২.০	২৬.৬	৮৪০
বেইজলাইন	৬৯.৪							

পরিশিষ্ট-২

প্রশ্নপত্র ও গাইডলাইন

প্রশ্নপত্র ও গাইডলাইন তালিকা

১. খানা জরিপ প্রশ্নপত্র (পৃষ্ঠা নং ৫৮ - ৬২)

২. ফোকাস গ্রুপ আলোচনা গাইডলাইন (পৃষ্ঠা নং ৬৩)

৩. নিবিড় আলোচনা গাইডলাইন - ইউনিয়ন পরিষদ (চেয়ারম্যান/ইউপি সচিব/মহিলা সদস্যা) (পৃষ্ঠা নং ৬৪ - ৬৫)

৪. নিবিড় আলোচনা গাইডলাইন - এনজিও (পৃষ্ঠা নং ৬৬ - ৬৭)

৫. নিবিড় আলোচনার গাইডলাইন- জেলা প্রশাসক/ডিডি-এলজি/ইউএনও (পৃষ্ঠা নং ৬৮ - ৬৯)

৬. নিবিড় আলোচনার গাইডলাইন- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা/প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপক ব্যাংক (পৃষ্ঠা নং ৭০ - ৭১)

৭. ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট রিভিউ চেকলিস্ট (পৃষ্ঠা নং ৭২ - ৭৩)

প্রশ্নপত্র/গাইডলাইন - ০১

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এ্যাসেটস্ **(REOPA)** প্রজেক্ট এর প্রভাব মূল্যায়ন

খানা জরিপ প্রশ্নপত্র

প্রশ্নপত্র আইডিঃ

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উত্তরদাতাকে বলুন এবং তার মূল্যবান মতামত গ্রহণ করুন ঃ-

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপিয়ান কমিশন ও ইউএনডিপি'র অর্থায়নে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক রিওপা প্রকল্প (২০০৬- ২০১১) বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের একজন উপকারভোগী হিসাবে আপনি জড়িত ছিলেন। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আপনার কাছে কিছু তথ্য জানতে চাওয়া হবে। এসব তথ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা হবে । আপনার দেওয়া যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে এবং প্রকল্পের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ করা হবে না।

১ সাধারণ তথ্য

কোড	বিবরণ			
১০১	তথ্য প্রদানকারী/রিওপা উপকার ভোগীর নাম (মোবাইল নম্বর)ঃ			
১০২	তথ্য প্রদানকারীর ধরনঃ			
	১. রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ-রিওপা উপকার ভোগী (২০০৮/২০১০)	২. থোক বরাদ্দের– খন্ডকালীন শ্রমিক		৩. মৌলিক সেবা- প্রশিক্ষণার্থী
১০৩	আপনি রিওপা ছাড়া সরকারি অন্য কোন কর্মসূচিতে জড়িত কিনা তা উল্লেখ করুন			
	১. ভিজিডি	২. বিধবা ভাতা	৩. বয়স্ক ভাতা	৪. মাতৃত্ব ভাতা
	৫. মুক্তিযোদ্ধা ভাতা	৬.একটি বাড়ি একটি খামার	৮৮. অন্যান্য	৯৯. জড়িত নেই
১০৪	ঠিকানাঃ গ্রাম ....ওয়ার্ড:....................................... ইউনিয়ন... উপজেলা.....................................জেলা................................			
১০৫	বয়সঃ লিঙ্গঃ ১. পুরুষ ২. নারী ৩. অন্যান্য			
১০৬	বর্তমান পেশাঃ			
১০৭	শিক্ষাঃ			
১০৮	বৈবাহিক অবস্থাঃ			
১০৯	পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যাঃ ১. পুরুষঃ ২. নারীঃ			

১১০	পরিবারের মোট উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা ঃ ১. পুরুষঃ পেশাঃ ২. নারীঃ পেশাঃ
১১১	পরিবারের কোন সদস্য স্কুলে যায় কিনাঃ ১. হ্যাঁ ২. না
১১১ক	হ্যাঁ হলে কতজন স্কুলে যায় ?
১১২	না গেলে তার কারণঃ
১১৩	আপনার এলাকার মেয়েরা স্কুল/কলেজে যায় কিনাঃ ১. হ্যাঁ ২. না
১১৪	না গেলে তার কারণঃ

২. আপনার পরিবারের বসত ঘরের ধরন?

২০১ মেঝে	দেয়াল	ছাদ	মন্তব্য
১. পাঁকা	১. পাঁকা	১. পাঁকা	
২. আধা পাঁকা	২. টিন	২. টিন	
৩. মাটি	৩. মাটি	৩. টালি	
৪. কাঠ	৪. কাঠ	৪. গোলপাতা	
৫. বাঁশ	৫. বাঁশ	৫. ছন/পলিথিন	
৮৮. অন্যান্য	৬. পাটকাঠি	৬. পাটকাঠি	

৩. আপনার পরিবারের কত শতাংশ নিজস্ব জমি আছে?

১. বসতবাড়ি	২. কৃষি	৩. নাই	৮৮. অন্যান্য	৯৯.মোট জমি

৪. পরিবারের সম্পদ

কোড	বিবরণ	১.হ্যাঁ	২. না	৩. সংখ্যা/পরিমাণ
৪০১	রেডিও			
৪০২	টিভি			
৪০৩	ফ্যান			
৪০৪	মোবাইল ফোন			
৪০৫	বাই সাইকেল			
৪০৬	সেলাই মেশিন			
৪০৭	খাট/চৌকি			
৪০৮	রিকসা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ি			
৪০৯	টেবিল/চেয়ার			
৪১০	আলমারি			
৪১১	সোনা			
৪১২	রূপা			

৪১৩	লাঙ্গল/ট্রাক্টর			
৪১৪	গাছ			
৪১৫	অন্যান্য...			

৫. বর্তমানে আপনার পরিবারের (সকল উৎস থেকে) মাসিক আয় কত?...টাকা

৬. পরিবারের মাসিক ব্যয়

কোড	বিবরণ	টাকা
৬০১	খাদ্য	
৬০২	শিক্ষা	
৬০৩	চিকিৎসা	
৬০৪	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)	
মোট ব্যয়		

৭. রিওপা প্রকল্পের সাথে কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন ?

১. ইউপিতে মাইকিং/প্রচার শুনে	২. লটারির মাধ্যমে	৩. ভোট দানের বিনিময়
৪. অর্থের বিনিময়ে	৫. দক্ষতা বৃদ্ধির আগ্রহ দেখিয়ে ছিলাম	৬. ইউপি প্রকল্প তৈরি করে অর্ন্তভূক্ত করে
৭. প্রভাবশালীর সুপারিশে	৮. এই বিষয়ে তথ্য প্রদানে অনাগ্রহী	৮৮. অন্যান্য...

৭.১ রিওপা প্রকল্প থেকে আপনার পরিবার কোন সাহায্য বা বেতন পেয়েছিল কিনা? হ্যাঁ ১ না ২

৭.২. হ্যাঁ হলে তা কিভাবে পেতেন?

৭.৩ সাহায্য বা বেতন কি কাজে লাগিয়েছেন?

৭.৪ সেই কাজ থেকে কত আয় হয়েছিল ?

৮. বর্তমানে আপনার পরিবারের সঞ্চয় কত ?

১. সঞ্চয় টাকা -	২. সঞ্চয় নাই	৩. দেনা টাকা-

৮.১ সঞ্চয় কোথায় রাখেন?

১. ব্যাংক	২. সমিতি	৩. নগদ	৪. আত্মীয়	৮৮. অন্যান্য

৯. গত এক সপ্তাহে আপনার পরিবারের খাবারের তালিকায় কি কি খাদ্য ছিল ?

১. ভাত	২. রুটি	৩. মাছ	৪. মাংস	৫. ডিম	৬. সবজি	৭. দুধ	৮. মিষ্টি	৮৮. অন্যান্য

৯.১. কোন খাবার অপর্যাপ্ত থাকলে তা কী কী ?

১০. আপনার পরিবারের খাবার পানির উৎস কি?

১. নলকূপ	২. কূপ	৩. ফুটানো/ফিল্টার	৪. পুকুর	৫. নদী	৮৮. অন্যান্য

১০.১ খাবার পানি আর্সেনিকমুক্ত কিনা ?

১. হ্যাঁ	২. না	৩. জানি না

১১. আপনার পরিবার কি ধরনের ল্যাট্রিন ব্যবহার করেন ?

১. পাকা ল্যাট্রিন	২. ওয়াটার সীলড্ স্ল্যাব	৩. গর্ত পায়খানা	৪. ঝুলন্ত পায়খানা/ খোলা পায়খানা	৮৮. অন্যান্য...

১২. বিগত ১ বছরে আপনার পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হয়েছিল কিনা ?

১. হ্যাঁ	২. না

১২.১. অসুস্থ হলে কোথা থেকে সেবা নিয়েছিলেন?

১. কমিউনিটি ক্লিনিক	২. সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩. বেসরকারি ক্লিনিক/ডাক্তার	৪. গ্রাম্য ডাক্তার	৫. ফার্মেসি	৬. কবিরাজ	৭. সেবা নেইনি	৮৮. অন্যান্য...

১৩. আপনি/আপনার পরিবার কোন ধরনের দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন কি ?

১. হ্যাঁ	২. না

১৩.১ হ্যাঁ হলে কোন ধরনের দুর্যোগ

১. বন্যা	২. খরা	৩. নদী ভাঙ্গন	৪. ঘূর্ণিঝড়	৫. অতিবৃষ্টি	৬. অনাবৃষ্টি	৭. লবণাক্ততা	৮. প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যু/জটিল অসুখ	৯. ব্যবসায়িক ক্ষতি	১০. পশুপাখির ক্ষয়ক্ষতি	১১. বড় ধরনের দুর্ঘটনা	৮৮. অন্যান্য ....

১৪. রিওপা প্রকল্প থেকে আপনি কি কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন ?

১. হ্যাঁ	২. না

১৪.১ হ্যাঁ হলে কি ধরনের প্রশিক্ষণ?

(১) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	(২) দল গঠন	(৩) মহিলা উন্নয়ন	(৪) পুষ্টি	(৫) দুর্যোগ মোকাবেলা	(৬) আয়বর্ধক কার্যক্রম	(৭) সেলাই মেশিন	(৮) কম্পিউটার	(৯) কম্পোষ্ট
(১০) কৃষি বিষয়ক	(১১) পোলট্রি	(১২) ডেইরি	(১৩) ক্ষুদ্র ব্যবসা	(১৪) উন্নত চুলা	(১৫) মনে নেই/অনেক গুলি ভুলে গেছি	(৮৮) অন্যান্যঃ		

১৪.২. প্রশিক্ষণ থেকে আপনার পরিবারের কি উপকার হয়েছে

(১) ক্ষুদ্র ব্যবসা করছি	(২) কর্মসংস্থান হয়েছে	(৩) আয় বৃদ্ধি হচ্ছে	(৪) পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হচ্ছে	(৫) সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে	(৬) পরিবারে অসুখ বিসুখ কমেছে	(৭) বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বেড়েছে	(৮) সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে	(৮৮) অন্যান্য

১৫. প্রকল্পের সাথে জড়িত হবার পর চলাফেরা (মোবিলিটি) বেড়েছে কিনা?

(১) হ্যাঁ	(২) না

১৫.১ হ্যাঁ হলে কোন কোন ক্ষেত্রেঃ

(১) একা চলাফেরা করতে পারি	(২) একা বাজারে যেতে পারি	(৩) একা বিভিন্ন অফিস আদালতে যেতে পারি	(৪) স্বাস্থ্য সেবা নিতে একা যেতে পারি	(৫) একা যেতে পারি না, পুরুষ সঙ্গী সাথে থাকতে হয়	(৬) কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না	(৮৮) অন্যান্য

১৬. আপনি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করেন ?

(১) ইউনিয়ন পরিষদ	(২) ব্যাংক	(৩) এনজিও	(৪) গ্রাম আদালত	(৫) সালিস	(৬) বিভিন্ন কমিটিতে অংশগ্রহণ	(৭) মাদার্স ক্লাব	(৮) কমিউনিটি/ স্বাস্থ্য ক্লিনিক	(৯) ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ	(৮৮) অংশগ্রহণ করি না

১৭. নিম্নলিখিত কোন কোন বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ?

(১) নিজস্ব আয়	(২) পারিবারের আয়	(৩) পারিবারিক জমি	(৪) ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া	(৫) চিকিৎসা গ্রহণ
(৬) বিয়ে	(৭) আসবাবপত্র ক্রয়	(৮) সিদ্ধান্ত নিতে পারি না	(৮৮) অন্যান্য	

১৮. আপনার এলাকায় বাল্য বিবাহ পূর্বের তুলনায় কমেছে কি না?

১. হ্যাঁ	২. না

১৮.১ . আইননুযায়ী বিবাহের বয়স কত ?

১.ছেলে		২. মেয়ে	

১৯. আপনাদের এলাকায় নারী নির্যাতন পূর্বের তুলনায় কমেছে কিনা ?

১. হ্যাঁ	২. না

২০.রিওপা প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার পরিবারে কোন কর্মসংস্থান হয়েছিল কিনা ?

(১) হ্যাঁ	(২) না

২০.১ হলে কি ধরনের কর্মসংস্থান?

২১. রিওপা প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার এলাকায় কি কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল?

২২. রিওপা প্রকল্প না থাকার ফলে আপনার এলাকায় কি ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে?

২৩. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কি ধরনের অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছিল?

২৪. আপনার মতে এই প্রকল্পের সবল দিকগুলি কী কী ?

২৫. আপনার মতে এই প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলি কী কী ?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, স্বাক্ষর, মোবাইলঃ	**সুপারভাইজারের নাম, স্বাক্ষর, মোবাইলঃ**

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গাইডলাইন - ০২

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এ্যাসেটস্ (REOPA) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

গাইডলাইন আইডিঃ

অংশগ্রহণকারীঃ পিএমসি/এসআইসি'র সদস্য, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, নারী প্রতিনিধি, ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও কর্মী, ব্যাংক কর্মকর্তা/প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন চেকলিষ্ট

১. রিওপা প্রকল্পের (২০০৬-২০১১) মাধ্যমে আপনাদের এলাকায় কী কী কাজ হয়েছিল?

রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ

২. প্রকল্পের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে মহিলা শ্রমিক নির্বাচন পদ্ধতি কি ছিল?
৩. প্রকল্পের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে রাস্তা নির্বাচন পদ্ধতি কি ছিল?
৪. প্রকল্পের মাধ্যমে "রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ-রিওপা উপকারভোগীদের" কি ধরনের উপকার হয়েছে?

খন্ডকালীন শ্রমিক/থোক বরাদ্দঃ

৫. প্রকল্পের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে কি কি ধরনের স্কীম (যেমনঃ হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ মাঠ, কমিউনিটি ক্লিনিক, পুকুর/খাল, ঈদগাহ-গোরস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়ন করা হয়েছিল?
৬. বাস্তবায়নকৃত স্কীম জনগণের স্থানীয় সম্পদের উন্নয়নে কি ভূমিকা রেখেছে ?

মৌলিক সেবাঃ

৭. রিওপা প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটিতে কি কি ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল?
৮. আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কি ধরনের ভূমিকা রেখেছিল/ রেখেছে ?

প্রকল্পের ফলাফলঃ

৯. রিওপা প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় কি কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল?
১০. রিওপা প্রকল্প না থাকার ফলে আপনার এলাকায় কি ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে?

প্রকল্পের প্রভাবঃ

১১. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের এলাকায় কি ধরনের অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে?
১২. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়েছে?

নারীর ক্ষমতায়নঃ

১৩. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন হয়েছে?
১৪. আপনাদের এলাকায় বাল্য বিবাহ পূর্বের তুলনায় কমেছে কি না?
১৫. আপনাদের এলাকায় নারী নির্যাতন পূর্বের তুলনায় কমেছে কিনা ?

সবল ও দুর্বল দিক:

১৬. রিওপা প্রকল্পের সবল দিকগুলি কি?
১৭. রিওপা প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলি কি?

পরামর্শঃ

১৮. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বা আপনাদের পরামর্শ কি?

গাইডলাইন - ০৩

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এ্যাসেটস্ (REOPA) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

গাইডলাইন আইডিঃ

নিবিড় আলোচনা গাইডলাইন - ইউনিয়ন পরিষদ (চেয়ারম্যান/ইউপি সচিব/মহিলা সদস্যা)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ সাক্ষাৎকার শুরুর সময়ঃ

১.সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সাধারণ তথ্য

১.১ উত্তরদাতার নামঃ..
১.২ ইউনিয়নের নামঃ ....
১.৩ উপজেলার নামঃ..
১.৪ জেলার নামঃ ....
১.৫ মোবাইল নম্বরঃ ....

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উত্তরদাতাকে বলুন এবং তার মূল্যবান মতামত গ্রহণ করুনঃ-

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপিয়ান কমিশন ও ইউএনডিপি'র অর্থায়নে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আপনার জেলার বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে **REOPA** প্রকল্প (২০০৬- ২০১১) বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আপনার ইউনিয়নে বাস্তবায়িত রিওপা প্রকল্পের কিছু তথ্য জানতে চাওয়া হবে। এসকল তথ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে এবং প্রকল্পের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ করা হবে না।

১. রিওপা প্রকল্পের (২০০৬-২০১১) মাধ্যমে আপনাদের এলাকায় কী কী কাজ হয়েছিল?

রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণঃ

২. প্রকল্পের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে রিওপা উপকারভোগী-শ্রমিক নির্বাচন পদ্ধতি কি ছিল?

৩. প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের রাস্তা নির্বাচন পদ্ধতি কি ছিল?

৪. রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম কিভাবে পরিবীক্ষণ করেছিলেন ?

৫. রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে কোন অনিয়মের ক্ষেত্রে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ?

খন্ডকালীন শ্রমিক/থোক বরাদ্দঃ

৬. প্রকল্পের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে কি কি ধরনের স্কীম (যেমন: হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ মাঠ, কমিউনিটি ক্লিনিক, পুকুর/খাল, ঈদগাহ-গোরস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়ন করা হয়েছিল?

৭. বাস্তবায়নকৃত স্কীম জনগণের স্থানীয় সম্পদের উন্নয়নে কি ভূমিকা রেখেছে ?

মৌলিক সেবাঃ

৮. রিওপা প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটিতে কি কি ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল?

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি পর্যায় এবং এনজিও থেকে কি সহায়তা পেয়েছিলেন?

প্রকল্পের ফলাফলঃ

১০. প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার এলাকায় কোন কর্মসংস্থান হয়েছিল কিনা ? হলে কি ধরনের কর্মসংস্থান?

১১. এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার এলাকায় আর কি কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল?

১২. প্রকল্পের উপাদানসমূহ ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা এবং কোন বিচ্যুতি হলে তার কারণসমূহ নিরূপণ

১৩. রিওপা প্রকল্প না থাকার ফলে আপনার এলাকায় কি ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে?

১৪. রিওপা উপকারভোগী-রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের নারী শ্রমিকরা সরকারি অন্যান্য কর্মসূচি যেমন ভিজিডি, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, একটি বাড়ি একটি খামার প্রভৃতি কর্মসূচিতে জড়িত কিনা ? এবং থাকলে কতজন ?

প্রকল্পের প্রভাবঃ

১৫. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কি ধরনের অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে?

১৬. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়েছে?

নারীর ক্ষমতায়নঃ

১৭. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন হয়েছে?

১৮. আপনাদের এলাকায় বাল্য বিবাহ পূর্বের তুলনায় কমেছে কি না?

১৯. আপনাদের এলাকায় নারী নির্যাতন পূর্বের তুলনায় কমেছে কিনা ?

সবল ও দুর্বল দিক:

২০. রিওপা প্রকল্পের সবল দিকগুলি কি?

২১. রিওপা প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলি কি?

পরামর্শ ঃ

২২. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বা আপনাদের পরামর্শ কি?

ধন্যবাদ

গাইডলাইন - ০৪

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এ্যাসেটস্ (REOPA) প্রজেক্ট এর প্রভাব মূল্যায়ন

গাইডলাইন আইডি:

নিবিড় আলোচনা গাইডলাইন - এনজিও

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ

সাক্ষাৎকার শুরুর সময়ঃ

১ সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সাধারণ তথ্য

১.১ উত্তরদাতাঃ ....
১.২ পদবীঃ..
১.৩ জেলাঃ ....
১.৪ মোবাইল নম্বরঃ..

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উত্তরদাতাকে বলুন এবং তার মূল্যবান মতামত গ্রহণ করুন :-

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপিয়ান কমিশন ও ইউএনডিপি'র অর্থায়নে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আপনার জেলার বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে **REOPA**প্রকল্প (২০০৬- ২০১১) বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আপনার জেলায় বাস্তবায়িত রিওপা প্রকল্পের কিছু তথ্য জানতে চাওয়া হবে। এসকল তথ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে এবং প্রকল্পের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ করা হবে না।

১. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনারা কি কি দায়িত্ব পালন করেছিলেন?

২. প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের পদ্ধতি কি ছিল ?

৩. প্রকল্পের উপকারভোগীদের আপনারা কি কি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিলেন?

৪. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউপি/ উপজেলা পরিষদকে কি কি সহায়তা করেছিলেন ?

৫. প্রকল্পের উপাদানসমূহ ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা এবং কোন বিচ্যুতি হলে তার কারণসমূহ কি কি ?

প্রকল্পের ফলাফলঃ

৬. রিওপা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কোন কর্মসংস্থান হয়েছিল কি না ? হলে কি ধরনের কর্মসংস্থান?

৭. প্রকল্পের মাধ্যমে এ ছাড়া কি কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল?

৮. রিওপা প্রকল্প না থাকার ফলে প্রকল্প এলাকায় কি ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে?

৯. রিওপা উপকার ভোগীদের কোন ফলো-আপ করছেন কিনা বা আপনার সংস্থার অন্য কর্মকান্ডের সাথে উপকার ভোগীরা জড়িত আছে কি না ? এবং হলে কত জন ?

প্রকল্পের প্রভাবঃ

১০. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় কি ধরনের অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে?

১১. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়েছে?

নারীর ক্ষমতায়নঃ

১২. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন হয়েছে?

১৩. প্রকল্প এলাকায় বাল্য বিবাহ পূর্বের তুলনায় কমেছে কি না?

১৪. প্রকল্প এলাকায় নারী নির্যাতন পূর্বের তুলনায় কমেছে কিনা ?

সবল ও দুর্বল দিক:

১৫. রিওপা প্রকল্পের সবল দিকগুলি কি?

১৬. রিওপা প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলি কি?

পরামর্শঃ

১৭. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বা আপনাদের পরামর্শ কি?

গাইডলাইন - ০৫

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এ্যাসেটস (REOPA) প্রজেক্ট এর প্রভাব মূল্যায়ন

গাইডলাইন আইডিঃ

নিবিড় আলোচনার গাইডলাইন- জেলা প্রশাসক/ডিডি-এলজি/ ইউএনও

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ

সাক্ষাৎকার শুরুর সময়ঃ

১ সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সাধারণ তথ্য

১.১ উত্তরদাতাঃ ....
১.২ পদবীঃ..
১.২ জেলাঃ ....
১.৩ মোবাইল নম্বরঃ..

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উত্তরদাতাকে বলুন এবং তার মূল্যবান মতামত গ্রহণ করুন ঃ-

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপিয়ান কমিশন ও ইউএনডিপি'র অর্থায়নে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আপনার জেলার বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে **REOPA** প্রকল্প (২০০৬- ২০১১) বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আপনার জেলায়/উপজেলায় বাস্তবায়িত রিওপা প্রকল্পের কিছু তথ্য জানতে চাওয়া হবে। এসকল তথ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে এবং প্রকল্পের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ করা হবে না।

১. রিওপা প্রকল্প সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কি না ?

২. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আপনার অফিস/বিবাগ হতে কি ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল ?

৩. প্রকল্পের উপাদানসমূহ ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা এবং কোন বিচ্যুতি হলে তার কারণসমূহ কি কি ?

প্রকল্পের ফলাফলঃ

৪. রিওপা প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় কোন ধরনের কর্মসংস্থান হয়েছিল?

৫. প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় কি কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল?

৬. রিওপা প্রকল্প না থাকার ফলে প্রকল্ এলাকায় কি ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে?

প্রকল্পের প্রভাবঃ

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কি ধরনের অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছিল?

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়েছে?

নারীর ক্ষমতায়নঃ

৯. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন হয়েছে?

১০. প্রকল্প এলাকায় বাল্য বিবাহ পূর্বের তুলনায় কমেছে কি না?

১১. এলাকায় নারী নির্যাতন পূর্বের তুলনায় কমেছে কিনা ?

সবল ও দুর্বল দিক:

১২. রিওপা প্রকল্পের সবল দিকগুলি কি?

১৩. রিওপা প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলি কি?

পরামর্শঃ

১৪. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বা আপনাদের পরামর্শ কি?

ধন্যবাদ

গাইডলাইন - ০৬

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এ্যাসেটস্(REOPA) প্রজেক্ট এর প্রভাব মূল্যায়ন

গাইডলাইন আইডিঃ

নিবিড় আলোচনার গাইডলাইন- উপজলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা/সমাজসেব কর্মকর্তা/প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্ত/ ব্যবস্থাপক ব্যাংক

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ

সাক্ষাৎকার শুরুর সময়ঃ

১ সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সাধারণ তথ্য

১.১ উত্তরদাতাঃ ....
১.২ পদবীঃ...বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ:
১.২ উপজেলাঃ... জেলা:...
১.৩ মোবাইল নম্বরঃ..

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উত্তরদাতাকে বলুন এবং তার মূল্যবান মতামত গ্রহণ করুন ঃ-

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপিয়ান কমিশন ও ইউএনডিপি'র অর্থায়নে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আপনার জেলার বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে **REOPA** প্রকল্প (২০০৬- ২০১১) বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আপনার জেলায়/উপজেলায় বাস্তবায়িত রিওপা প্রকল্পের কিছু তথ্য জানতে চাওয়া হবে। এসকল তথ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে এবং প্রকল্পের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ করা হবে না।

১. রিওপা প্রকল্প সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কি না ?

২. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আপনার প্রতিষ্ঠান/ বিভাগ কি ধরনের সহায়তা প্রদান করেছিল ?

প্রকল্পের ফলাফলঃ

৩. রিওপা প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় কোন কর্মসংস্থান হয়েছিল কিনা ? হলে কি ধরনের কর্মসংস্থান?

৪. প্রকল্পের মাধ্যমে এছাড়া এলাকায় আর কি কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল?

৫. রিওপা প্রকল্প না থাকার ফলে এলাকায় কি ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে?

প্রকল্পের প্রভাবঃ

৬. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কি ধরনের আর্থ সামাজিক প্রভাব পড়েছিল?

নারীর ক্ষমতায়নঃ

৭. রিওপা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীর বা জেন্ডার উন্নয়নে ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব পড়েছিল?

সবল ও দুর্বল দিক:

৮. প্রকল্পের সবল দিকগুলি কি?

৯. রিওপা প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলি কি?

১০. রিওপা উপকারভোগীরা আপনার প্রতিষ্ঠান/ বিভাগের কোন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছে কিনা? কি ধরনের

পরামর্শঃ

১১. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বা আপনাদের পরামর্শ কি?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, স্বাক্ষর, মোবাইল: সুপারভাইজারের নাম, স্বাক্ষর, মোবাইল:

গাইডলাইন - ০৭

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এ্যাসেটস্ (REOPA) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

গাইডলাইন আইডিঃ

ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট রিভিউ চেকলিস্ট

তারিখঃ

১.তথ্য প্রদানকারীর সাধারণ তথ্য

১.১ তথ্য প্রদানকারীর নামঃ ....
১.২ ইউনিয়নের নামঃ ....
১.৩ উপজেলার নামঃ...
১.৪ জেলার নামঃ ....
১.৫ মোবাইল নম্বরঃ ....

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উত্তরদাতাকে বলুন এবং তার মূল্যবান মতামত গ্রহণ করুনঃ-

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপিয়ান কমিশন ও ইউএনডিপি'র অর্থায়নে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আপনার জেলার বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে **REOPA** প্রকল্প (২০০৬- ২০১১) বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আপনার ইউনিয়নে বাস্তবায়িত রিওপা প্রকল্পের কিছু তথ্য জানতে চাওয়া হবে। এসকল তথ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে এবং প্রকল্পের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ করা হবে না।

চেকলিস্ট

১. রিওপা প্রকল্প সংক্রান্ত ফাইল সংরক্ষিত আছে কিনা ?

(১) হ্যাঁ	(২) না	(৩) জানি না

২. হ্যাঁ হলে তা কি কি ?

(২.১) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ-রিওপা

- রিওপা উপকারভোগীর/কর্মীর নামের তালিকা
- রাস্তার তথ্য
- বেতন প্রদান মাস্টার রোল

(২.২) থোক বরাদ্দ–খন্ডকালীন শ্রমিক

- প্রকল্পের তালিকা, অনুমোদনসহ
- বেতন প্রদান মাস্টার রোল

(২.৩) থোক বরাদ্দ -মৌলিক সেবা

- প্রকল্পের তালিকা, অনুমোদনসহ
- সেবা গ্রহীতার তালিকা

৩. প্রকল্প সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট (জিও, অপারেশন ম্যানুয়াল)

(১) হ্যাঁ	(২) না	(৩) জানি না

৪. রিওপা উপকারভোগীরা (রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ) সরকারী অন্যান্য প্রকল্প (ভিজিডি/বিধবা ভাতা/বয়স্ক ভাতা/মুক্তিযোদ্ধা ভাতা/ একটি বাড়ি একটি খামার/ প্রভৃতি) এ তালিকা ভুক্ত কিনা?

(১) হ্যাঁ	(২) না	(৩) জানি না

৫. হ্যাঁ হলে কতজন?

১.ভিজিডি=........জন	২.বিধবা ভাতা = ...জন	৩. বয়স্ক ভাতা = ...জন
৪. মুক্তিযোদ্ধা ভাতা = ...জন	৫.একটি বাড়ি একটি খামার= ......জন	৫. অন্যান্য................জন

মন্তব্য:

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, স্বাক্ষর, মোবাইল:

সুপারভাইজারের নাম, স্বাক্ষর, মোবাইল:

PMID পার্টিসিপেটরি ম্যানেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট
১/১১, ইকবাল রোড (২য় বিল্ডিং, নীচতলা) ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: + ৮৮০ ২ ৯১৩২৫৬২, ৯১৩২৩১৮, +৮৮০ ১৭১১ ৭৩১২১৬
ইমেইল: info@pmidbd.com; pmidbd@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.pmidbd.com